আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-৬

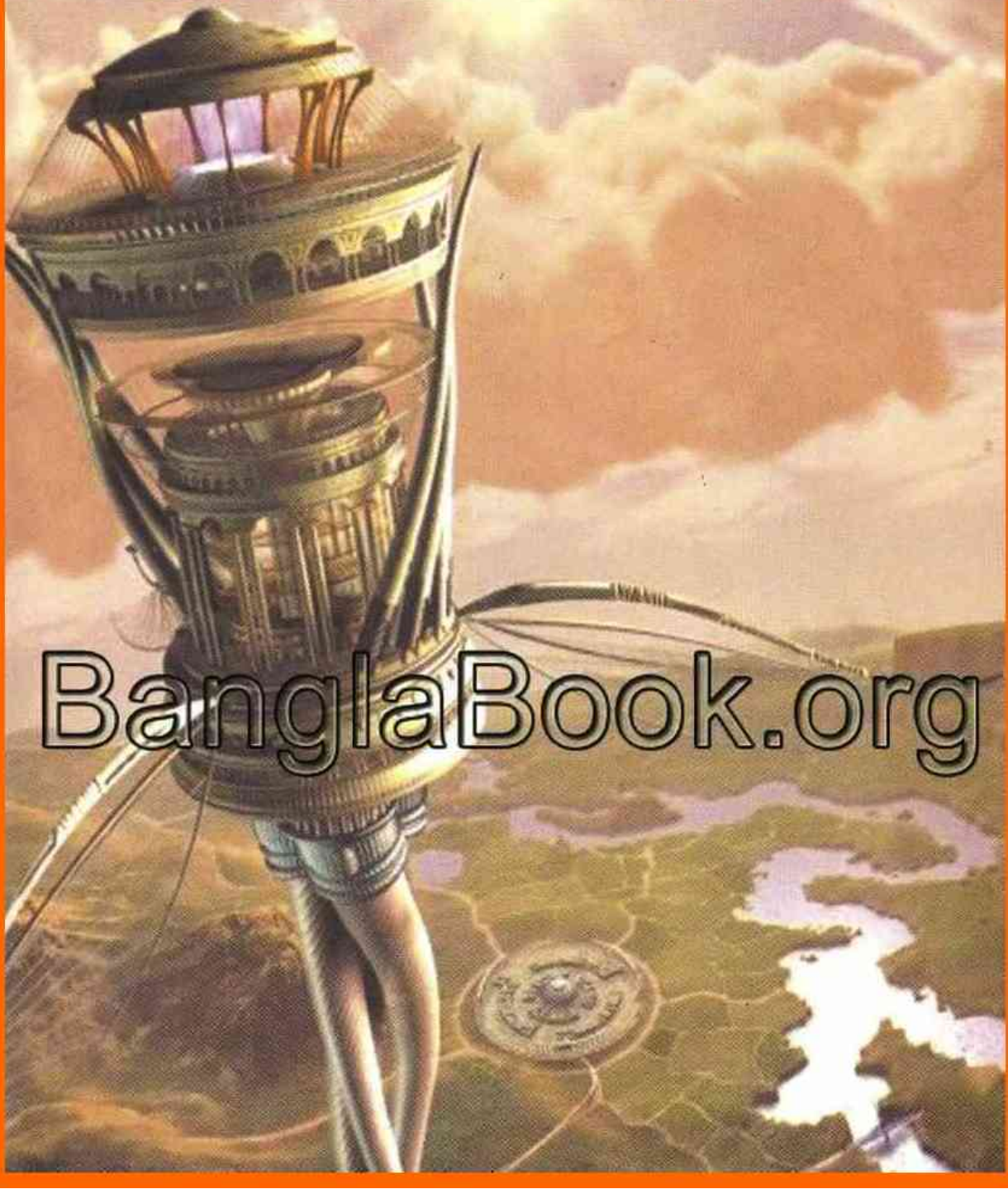

BanglaBook.org

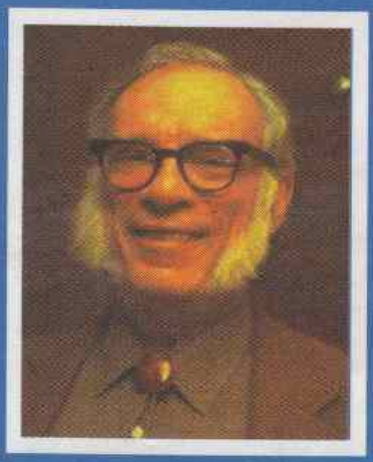

আইজ্যাক আজিমভ
জন্ম : ১৯২০ –
মৃত্যু : ১৯৯২

১৯৪১ সালে 'নাইটফল' গল্পটি আইজ্যাক আজিমভের ভবিষ্যত ঠিক করে দেয়। এর আগে ১৯৩৯ সালে 'অ্যামাজিং স্টোরিজ' পত্রিকায় 'মেরুন্ড অব ভেস্টা' গল্পটি ছাপা হয়। আজ সবই ইতিহাস।

রাশিয়ার একটি ছোট্ট শহর স্মোলিনস্কে আইজ্যাক আজিমভের জন্ম। তিন বছর বয়সে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে বাবা-মা'র সাথে আমেরিকায় চলে যান। আট বছর বয়সে আমেরিকার নাগরিকত্ব পান।

আজিমভ জীবদ্দশায় প্রায় পাঁচশ-র বেশি বই লিখে গেছেন। গল্প লিখেছেন প্রচুর। সায়েন্স ফিকশন গল্প ছাড়াও তিনি ডিটেকটিভ, ফ্যান্টাসি গল্পও লিখেছেন। আজিমভের সব মিলিয়ে তিনবার হুগো এবং একবার নেবুলা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তাঁর লেখা ফাউন্ডেশন সিরিজ 'বেস্ট অল টাইম সিরিজ' নির্বাচিত হয়। রোবটিক্সের তিনটি সূত্রের জনক তিনি। ১৯৮৭ সালে সায়েন্স ফিকশন রাইটার্স অব আমেরিকা তাঁকে 'গ্র্যান্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন'-এ ভূষিত করে।

১৯৯২ সালের ৬ এপ্রিলে এই অসামান্য সায়েন্স ফিকশন লেখক ৭২ বছর বয়সে মারা যান।

ঐতিহ্য

ISBN : 984-776-414-X

www.BanglaBook.org

আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-৬
মূল : আইজ্যাক আজিমভ
সঙ্কলন সম্পাদনা : হাসান খুরশীদ রুমী

প্রকাশক
আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১০
প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
দুইশত টাকা

ISAAC ASIMOV-ER SCIENCE FICTION GALPA-6
by Isaac Asimov edited by Hassan Khurshid Rumi
Published by Arifur Rahman Nayeem
Oitijjhya.
Second Print : December 2010.

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Copyright 2010 Isaac Asimov.
All rights reserved, including the right
of reproduction in whole or in part in any form.

Price: Taka 200.00 US$ 7.00
ISBN 984-776-414-X

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ভূমিকা

পাঠকদের ব্যাপক চাহিদার ফলে 'আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-৬' প্রকাশ করা হল। সংকলনটিতে যে তেরোটি গল্প সংকলিত করা হয়েছে সেই তেরোটি গল্পই প্রথম বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

সংকলনে *হিস্টোরি* শিরোনামে একটি গল্প সংকলিত করা হয়েছে। গল্পটি সম্পর্কে আজিমভ বলতে গিয়ে বলেন, "*হিস্টোরি* গল্পটিতে হিটলারের পতন দেখান হয়েছে, কিন্তু গল্পটি আমি লিখি ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে। অথচ হিটলার তখন প্রবল ক্ষমতাশালী একজন মানুষ হয়ে উঠেছিল। হিটলার ফ্রান্স দখল করে নিয়েছে, ব্রিটেনের অবস্থা যায় যায়। কিন্তু আমি হিটলারের এত সাফল্যের পরও তার পরাজয় তুলে ধরেছি গল্পে। তবে আমি ভাবিনি হিটলার আত্মহত্যা করে বসবে। ভেবেছিলাম নির্বাসিত হবে নেপোলিয়ান কিংবা কায়জার উইলহেল্ম (দ্বিতীয়)-এর মতো। তাই আমি গল্পে হিটলারকে মাদাগাস্কারে পাঠিয়েছিলাম।

"গল্পে আরো উল্লেখ আছে ছোট ছোট *মৃত্যুকণা*-র কথা, ওটা হল হাইলি পাবলিসাইজড রেডিও একটিভ বোম্ব, যা নিঃশব্দে এবং নির্দয়ভাবে পনেরো ফিট পর্যন্ত গর্ত তৈরি করতে পারে।

"যে সময়ে আমি গল্পটি লিখি তখন মাত্র ইউরেনিয়ামের ফিশন আবিষ্কার এবং প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু আমি ভাবতেও পারিনি বাস্তব, বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনীকেও হার মানিয়ে দেবে।"

পাঠক তাহলে চলুন বইটি পড়তে বসে আজিমভের গল্পের ভিন্ন ভিন্ন জগতে প্রবেশ করি।

০১/০১/২০০৬ হাসান খুরশীদ রুমী
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

www.BanglaBook.org

সূচিপত্র

থিওটিমোলাইন টু দ্য স্টারস-৯
মিরর ইমেজ-১৪
রোবি-৩৮
দ্য উইন্ডস অব চেঞ্জ-৬৩
ক্যাল-৭৬
স্যালী-১০০
ফ্যাগহুট অ্যান্ড দ্য কোর্টস-১২৭
দ্য লাস্ট কোশ্চেন-১২৯
দ্য স্মাইল অব দ্য চিপার-১৪৬
ফ্র্যাঞ্চশাইজ-১৫১
হিস্টোরি-১৭৩
রোবট এ. এল-৭৬ গোজ এ্যাসট্রে-১৯০
দ্য হেযিং-২০৯
হেলুশিনেশন-২৩১

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

থিওটিমোলাইন টু দ্য স্টারস

'সেই একই বক্তৃতা, মনে হয়,' মন্তব্য করল এনসাইন পিট।

'কেন নয়?' বলল লেফটেন্যান্ট প্রোহরোভ। চোখ বুজে বসে আছে সে।

'আজকে এটা পনেরো বছরের জন্যে দেয়া হয়েছে, অ্যাস্টোনটিক একাডেমিতে গ্রাজুয়েশন করার সময়।'

ক্লাসটা এখন ভরে যাচ্ছে, ইউনিফর্ম পরা পুরুষ আর নারীরা যে যার আসন দখল করছে।

এ সময় ঘরে ঢুকলে অ্যাডমিরাল ভারনন। হেঁটে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন।

'গ্র্যাজুয়েটিং ক্লাস অব ২২, স্বাগতম! তোমাদের স্কুলের দিন শেষ। এখন শুরু হবে শিক্ষা।

'তোমরা জানেছ স্পেস ফ্লাইটের ক্লাসিক থিওরি শিখতে হবে। তোমরা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এবং সেলিস্টিয়াল রিলেটিভিস্টিক মেকানিক্সের কথা জান। তবে থিওটিমোলাইনের কথা তোমাদেরকে বলা হয়নি। অবশ্য এ জিনিস তোমরা উড়তে উড়তে শিখবে। থিওটিমোলাইন তোমাদেরকে নিয়ে যাবে নক্ষত্রের দেশে। এখন থিওটিমোলাইন কি জিনিস সে সম্পর্কে আমি কিছু বলব।'

একটু বিরতি দিলেন অ্যাডমিরাল। প্রতিটি মুখের ওপরে চোখ বুলাচ্ছেন। যাচাই করার চেষ্টা করছেন কে কতটা প্রতিভাধর।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

'থিওটিমোলাইন! এর কথা প্রথম উল্লেখ করা হয় ১৯৪৮ সালে, কিংবদন্তী মতে, আজিমুথই উল্লেখ করেন ব্যাপারটি। তবে এর সত্যতা সম্পর্কে কোনো প্রমাণ মেলে নি। একুশ শতকের আগে কেউ এটার রেফারেন্সও দেয়নি।

'সিরিয়াস পড়াশোনা শুরু করেন আলমিরান্ট, হয় তিনি থিওটিমোলাইন আবিষ্কার অথবা পুনঃআবিষ্কার করেন। অবশ্য যদি আজিমুল বা অ্যাম্পিপটোটেরে গল্প বিশ্বাস করা যায়। আলমিরান্ট হাইপারস্টেরিক হিনড্রান্স নিয়ে কাজ করে দেখিয়েছেন থিওটিমোলাইনের মলিকিউল এমন বিকৃত যে একটি বস্তু জোর করে এক্সটেনশনে ঢোকানো হয়েছে অতীতের টেম্পোরাল ডাইমেনশন নিয়ে, অন্যটি ভবিষ্যতে।

'ফিউচার-এক্সটেনশনে থিওটিমোলাইন এমন কোনো বিষয় নিয়ে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে যা এখনো ঘটেনি। যেমন পানি ঢালার আগেই এটি পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে।

'থিওটিমোলাইন অবশ্যই একটি অত্যন্ত সরল কম্পাউন্ড। এর মলিকিউল সবচে সরল এবং নডোক্রনিক প্রপার্টিজ ডিসপ্লে করতে সক্ষম—মানে, অতীত-ভবিষ্যৎ এক্সটেনশন।

'পেল্লাগ্রিনি প্রথম এনড্রোক্রনিক রেইজিন ও প্লাস্টিক গঠন করেন, বিশ বছর পরে। কুডাহি নডোক্রনিক প্ল্যাস্টিক ধাতবে পরিণত হবার কৌশল আবিষ্কার করেন। বর্তমানে এনডোক্রোনিক দিয়ে গোটা স্পেসশিপও তৈরি করা সম্ভব।

'এখন দেখা যাক একটি বড় কাঠামো এনডোক্রনিক হলে কি ঘটবে। অবশ্য তত্ত্ববিদরা বিষয়টি অঙ্ক দিয়ে পরীক্ষা করেও দেখেছেন। তারা তত্ত্ব নিয়ে কথা বলবেন। তোমরা শিপ চালাবে।

'ক্ষুদ্র থিওটিমোলাইন ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন সম্ভাব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অসম্ভব স্পর্শকাতর। এনডোক্রনিক শিপ পার হয়ে যাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী। এ জাহাজ মহাশূন্যে চলবে বিশাল ভেলোসিটি নিয়ে। দু'মাস থাকবে জাহাজ মহাশূন্যে। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে শিপের যাত্রীরা গোটা ব্রহ্মাণ্ড দেখে আসবে। অবশ্য এর মধ্যে পৃথিবীর বয়স তারা বাড়তে দেখবে চার মাস।

www.BanglaBook.org

'আমার কথা শুনে তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে এনডোক্রোনিক শিপ কি টাইম মেশিনের সমান নয়? আমরা কি এ শিপে চড়ে ভবিষ্যতের এক শতকে চলে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা করে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারি না? কিংবা এক শতক সময়ে পিছিয়ে গিয়ে আবার ভবিষ্যতের স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরতে পারি না? আমরা কি পৃথিবীর জন্ম, জীবনের বিবর্তন, সূর্যের অন্তিম দশার প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারি না?

'শিক্ষার্থিগণ, অঙ্কশাস্ত্রবিদরা আমাদেরকে জানিয়েছেন এ ধরনের বিষয় আত্মবিরোধিতা বা প্রচলিত মতের বিরোধিতা করে এবং প্রাকটিক্যাল হবার জন্যে প্রচুর শক্তিরও প্রয়োজন। তবে আত্মবিরোধিতা গোল্লায় যাক। আমরা এটা ধরতে পারি না খুব সাধারণ একটি কারণে। এনডোক্রোনিক প্রপার্টিজ অস্থায়ী। সময়ের মাত্রার মধ্যে যেসব মলিকিউল কুঞ্চিত করা আছে তা সত্যি খুব স্পর্শকাতর। সামান্য ইফেক্টও তাদের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন অকুঞ্চনের সৃষ্টি করে। আর কোনো ইফেক্ট না থাকলেও ক্রমাগত ভাইব্রেশন যে পরিবর্তনের সৃষ্টি করবে তা তাদেরকে অকুঞ্চিত করে দেবে।

'সংক্ষেপে একটা এনডোক্রোনিক শিপের ধীরে ধীরে আইসোক্রোনিকে রূপান্তর ঘটবে এবং টেম্পোরাল এক্সটেনশন ছাড়া সাধারণ পদার্থে পরিণত হবে। আধুনিক কারিগরিবিদরা অকুঞ্চনের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস করেছে এবং আরো করতে পারলেও তত্ত্ব বলে আমরা কোনোদিনই সত্যিকারের স্থায়ী এনডোক্রোনিক মলিকিউল তৈরি করতে পারব না।

'এর মানে তোমাদের স্টারশিপের একটা সীমাবদ্ধ জীবন আছে মাত্র। এটিকে পৃথিবীতে ফিরে আসতেই হবে যখন একে এনডোক্রোনিসিটি ধরে থাকবে এবং পরবর্তী যাত্রার আগে এনডোজোনিটি অবশ্যই পুনরুদ্ধার করতে হবে।

'এখন কি ঘটবে যদি তোমরা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ফিরে আস? যদি তোমরা ভবিষ্যতে পৌঁছুতে পার, তোমাদেরকে সৌভাগ্যবান বলতে হবে। তবে অতীতে ফিরে গেলে ভাগ্য তোমাদের সহায়তা নাও করতে পারে। তোমরা হয়তো ষাট শতকের ফ্রান্সে কিংবা তার চেয়েও খারাপ কথা, বিংশ শতকের আমেরিকায় ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে পার।

www.BanglaBook.org

'তোমরা কিন্তু এ মুহূর্তে মহাশূন্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করছ। তোমরা যে অডিটরিয়ামে বসে আছ তা কিন্তু পৃথিবীর সারফেসে নেই। তোমরা—আমি—সবাই আছি একটি বড় স্টারশিপে। আমি বক্তৃতা শুরু করার মুহূর্তে মহাশূন্যে উড়াল দিয়েছে এ স্টারশিপ। ভয়ঙ্কর গতিতে এটি এগোচ্ছে। আমি যখন কথা বলছিলাম তখন শিপটি সৌরজগতের বাইরে চলে এসেছিল। আর এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি।

'তোমরা নিশ্চয়ই কোনো ত্বরণ অনুভব কর নি। গতির সময়ে কারো কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি? ভ্রমণের গতিপথের পরিবর্তন ঘটেনি। তাই তোমরা ভেবেছ তোমরা পৃথিবীর সারফেসেই রয়ে গেছ। 'না, গ্র্যাজুয়েটগণ, আমি যখন কথা বলছিলাম তোমরা পুরোটা সময় মহাশূন্যে ছিলে। ইতোমধ্যে শনিগ্রহের কুড়ি মিলিয়ন রাস্তা অতিক্রম করেছ।'

অ্যাডমিরাল গম্ভীর চেহারা নিয়ে তাকালেন অডিটরিয়ামে। 'তোমাদেরকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না, গ্র্যাজুয়েটগণ। আমাদের যেহেতু কোনো ইনার্শিয়াল ইফেক্টের অভিজ্ঞতা হয় নি, কোনো মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবের শিকারও যেহেতু হতে হয় নি, কাজেই আমাদের কোর্স শনি দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। আমরা যে কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাব পৃথিবীর সারফেসে। নেব্রাস্কার লিংকনে, ইউনাইটেড নেশনস পোর্টে করব অবতরণ। তারপর তোমরা মনের আনন্দে শহরে মজা করতে পারবে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে। আমরা এখনই ল্যান্ড করব। লেফটেন্যান্ট প্রহোরভ, তুমি কি কলিং টাওয়ারে গিয়ে দেখবে ঠিক কোথায় ঘটছে অবতরণ?'

খুশি গলায় বলে উঠল প্রহোরভ, 'জ্বি, স্যার,' সে অ্যাসেম্বলি হল-এর পেছনে রাখা মইয়ের দিকে পা বাড়াল।

অ্যাডমিরাল ভারনন হাসলেন, 'তোমরা যে যার জায়গায় বসে থাক। আমরা একদম ঠিকঠাক কোর্সে এগোচ্ছি। আমার জাহাজ সবসময় সঠিক কোর্সে যাতায়াত করে।'

এমন সময় প্রহোরভ নেমে এল মই বেয়ে, দৌড়ে চলে এল অ্যাডমিরালের কাছে। ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাডমিরাল, এটা যদি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেব্রাস্কার লিংকন হয়ে থাকে তাহলে মনে হয় কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। আমি শুধু ইন্ডিয়ানদেরকে দেখতে পাচ্ছি; দলে দলে ইন্ডিয়ান। এ সময়ে নেব্রাস্কায় ইন্ডিয়ান, অ্যাডমিরাল?'

অ্যাডমিরাল ভারননের মুখ শুকিয়ে গেল, গলা দিয়ে খরখরে একটা আওয়াজ উঠল। তিনি হাঁটু মুড়ে, দড়াম করে পড়ে গেলেন। গ্র্যাজুয়েট ছাত্ররা সবাই প্রবল অশ্বস্তি নিয়ে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এনসাইন পিট প্রোহরভের পেছন পেছন চলে এল প্ল্যাটফর্মে। ওর কথার অর্থ বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেছে। প্রহোরভ একটা হাত তুলল, 'অল'স ওয়েল, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন। টেক ইট ইজি। অ্যাডমিরাল হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। ল্যান্ডিং-এর সময় এমনটা হয়, বিশেষ করে বৃদ্ধ মানুষদের ক্ষেত্রে।'

পিট ফিসফিস করল কর্কশ গলায়, 'কিন্তু আমরা তো অতীতের পৃথিবীতে আটকে গেছি, প্রহোরভ।'

প্রহোরভ ভুরু তুলল। 'অবশ্যই না। তুমি কোনো ইনার্শিয়াল ইফেক্ট টের পেয়েছ? পাওনি।'

'তাহলে তুমি গণ্ডগোল হবার কথা কেন বললে? কেন বললে বাইরে ইন্ডিয়ানদের দেখেছে?'

'কারণ ওরা ছিল এবং আছে। আমরা নেব্রাস্কার লিংকনে ল্যান্ড করিনি। কাজেই গণ্ডগোলের কথা ঠিকই বলেছি। আর ইন্ডিয়ান বলতে আমি আসলে বোঝাতে চেয়েছি—ইয়ে, যদি ট্রাফিক সাইন ঠিকমতো পড়ে থাকি, তাহলে বলব আমরা আসলে অবতরণ করেছি কলকাতা শহরের বাইরে, ভারতীয়দের মাঝে।'

অনুবাদ : অর্ক দাস গুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

মিরর ইমেজ

রোবোটিক্সের তিনটি বিধান:

১. রোবট কখনো মানুষকে আহত করবে না বা নিষ্ক্রিয় থেকে মানুষের ক্ষতি করবে না।

২. রোবট মানুষের সবধরনের নির্দেশ পালন করবে যদি না সেটা প্রথম বিধানের পরিপন্থী হয়।

৩. রোবট তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে বাধ্য থাকবে, যদি না তার প্রথম ও দ্বিতীয় বিধানের পরিপন্থী হয়।

এলিজা বেলী যখন তার পাইপটাতে আবার আগুন দেয়ার কথা ভাবছে, ঠিক এমন সময় খুলে গেল তার অফিসের দরজা। কোনো রকম নক হয়নি দরজা। স্পষ্ট বিরক্তি নিয়ে সামনের দিকে তাকাল বেলী এবং আগন্তুককে দেখে ফেলেছিল পাইপটা। পাইপটা যেখানে পড়ল, স্থির রইল সেখানে। তুলে নেয়ার কোনো আগ্রহবোধ করল না বেলী। এতই তার এমুহূর্তের মানসিক অবস্থা পরিষ্কার। বিস্ময়াভূত!

'আর. ড্যালীন অলিভ,' একরাশ উত্তেজনা নিয়ে চেঁচাল বেলী। 'কি, একদম ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ, একদম ঠিক,' বলল দীর্ঘদেহী ব্রোঞ্জের আগন্তুক। প্রচলিত গাম্ভীর্যের বাইরে চেহারায় বাড়তি কোনো অভিব্যক্তি নেই। এটাই ওদের রীতি। 'আপনাকে না জানিয়ে এভাবে ঢোকার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু পরিস্থিতি এতই নাজুক, না এসে পারলাম না। তাই যাই হোক. আবার আপনার দেখা পাওয়ায় আমি আনন্দিত, বন্ধু এলিজা।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

রোবটটা এবার ডান হাত বাড়িয়ে ধরল। বিস্মিত বেলী মুহূর্তের জন্যে কিংকর্তব্য হারিয়ে ফেলল, ওই হাতটা সে কি করবে—ঠাওরাতে পারল না তাৎক্ষণিকভাবে। তারপর দু'হাতে লুফে নিল হাতটা। রোবটের সুদৃঢ় হাতের উষ্ণতা অনুভব করতে করতে বলল, 'কিন্তু ড্যানীল, আপনি এ কথা বলছেন কেন? আমার দরজা তো আপনার জন্যে সবসময় খোলা। তবে হঠাৎ কি এমন ঘটল, যে জন্যে এই নাজুক পরিস্থিতির উদ্ভব? আমরা কি আবার কোনো সমস্যায় পড়ে গেছি? মানে—পৃথিবীর কোনো সমস্যা?'

'না, বন্ধু এলিজা, এ নিয়ে পৃথিবীর উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। যে নাজুক পরিস্থিতির কথা বলছি আমি, সেটা পৃথিবীর বাইরের একটা ঘটনা। ব্যাপারটা অবশ্যি খুবই ছোট। ম্যাথিম্যাটিশিয়ানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এর বেশি কিছু নয়। ঘটনাচক্রে পৃথিবীর খুব কাছ দিয়েই যাচ্ছিলাম, তাই সুযোগ বুঝে—'

'ঘটনাটা তাহলে কোনো স্টারশিপে ঘটেছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। সমস্যাটা ছোট, তবে এর সাথে মানুষের ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়াটা সত্যিই বিস্ময়কর।'

বেলী হেসে বলল, 'মানুষের মাঝে আপনি বিস্ময়কর কিছু খুঁজে পাবেন, এতে মোটেও অবাক হব না আমি। কারণ মানুষকে আপনাদের মতো ছক বাঁধা তিনটে বিধান মেনে চলতে হয় না।

'তা যাই বলুন না কেন,' ভারিক্কি চালে বলল আর. ড্যানীল। 'এটা কিন্তু এক ধরনের অক্ষমতা। এবং আমি মনে করি, একজন মানুষ তার জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে আরেকজনকে ধাঁধায় ফেলে দেয়। তবে বাইরের জগতের চেয়ে পৃথিবীতে যেহেতু মানুষের সংখ্যা বেশি, কাজেই এ ধরনের ঘোরচক্করে তুলনামূলকভাবে কম পড়ে তারা। তাই যদি হয়, এবং আমি বিশ্বাসও করি তাই, আপনি যেহেতু পৃথিবীর মানুষ, কাজেই আপনি সাহায্য করতে পারবেন আমাদের।'

আর. ড্যানীল এক মুহূর্ত থেমে আবার শুরু করল, 'মানুষের রীতিনীতি যদ্দুর আমি শিখেছি, তাতে এখন যদি আপনার বউ-বাচ্চার কথা জানতে না চাই, তাহলে সেটা অভদ্রতা হয়ে যাবে।'

www.BanglaBook.org

'ভালোই আছে ওরা। ছেলেটা কলেজে পড়ছে এবং জেসি জড়িয়ে গেছে এখানকার রাজনীতিতে। আনন্দফূর্তিতে ভালোই কাটছে ওদের দিন। এখন বলুন, আপনি এখানে এলেন কিভাবে।'

'ওই যে বললাম, পৃথিবীর খুব কাছ দিয়েই যাচ্ছিলাম,' বলল আর. ড্যানীল। 'কাজেই কাপ্টেনকে বললাম, সমস্যাটার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ নিতে পারি আমরা।'

'এবং ক্যাপ্টেন রাজি হয়ে গেলেন?' মুহূর্তেই বেলীর চোখের সামনে ভেসে উঠল দৃশ্যটা। একজন গর্বিত স্বেচ্ছাচারী ক্যাপ্টেন মহাশূন্যের কোনো অচিনপুর থেকে স্টারশিপ নিয়ে এসেছে তার সাথে পরামর্শ করতে। গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কারো কাছে নয়, শুধু তার মতো একজন পৃথিবীর মানুষের কাছে।

'আমার বিশ্বাস,' বলল আর ড্যানীল। 'এ মুহূর্তে তাঁর যা মানসিক অবস্থা, এ ধরনের যে কোনো প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতেন তিনি। তারওপর আপনার উচ্চ প্রশংসা খুব কাজ দিয়েছে। আমি অবশ্যি আপনার নামে সত্যি কথাই বলেছি। শেষে কথা হল, এখানকার যা আলাপ-আলোচনা সব আমিই চালিয়ে যাব, কাজেই স্টারশিপের কোনো ক্রু বা যাত্রীর কোনো দরকার হবে না পৃথিবীর কোনো শহরে প্রবেশ করার।'

'এবং পৃথিবীর কোনো মানুষের সাথে কথাও বলতে হবে না, ঠিক আছে। কিন্তু ঘটেছে কি, সেটা বলুন।'

'আমাদের স্টারশিপ "এটা কারিনা"-এর যাত্রীদের ভেতর দু'জন গণিতজ্ঞ রয়েছেন, যাঁরা আরোরায় যাচ্ছেন নক্ষত্র-মণ্ডলীর একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে। কনফারেন্সটা হবে নিউরোবায়োফিজিক্সের ওপর। আমি যে সমস্যার কথা বলেছি, সেটা এই গণিতজ্ঞ দু'জনকে নিয়ে। তাঁদের একজনের নাম আলফ্রেড বার হামবোল্ডট, আরেকজন জেনাও সাবাট। দু'জনের নাম হয়তো শুনে থাকবেন, বন্ধু এলিজা?'

'একজনের নাও শুনিনি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বেলী। আসলে অঙ্কের ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। দেখুন, ড্যানীল, আপনি নিশ্চয়ই কাউকে বলেননি যে আমি অঙ্কের পণ্ডিত কিংবা—'

www.BanglaBook.org

'মোটেও না, বন্ধু এলিজা। আমি তো জানি, আপনি তা নন। তবে এখানে অঙ্ক না জানাটা কোনো ব্যাপার নয়। কারণ মূল সমস্যার সাথে অঙ্কের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'বেশ, তাহলে বলে যান–শুনি।'

'আপনি যেহেতু গণিতজ্ঞ দু'জন সম্পর্কে কিছু জানেন না, কাজেই শুরুতে তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলা দরকার আপনাকে। ড. হামবোল্ডট-এর কথাই ধরুন। এই ২৭০ বছর বয়েসেও কাজেকর্মে অতি সুদক্ষ তিনি। আপনি আবার আমার কথায় কিছু মনে করলেন না তো, বন্ধু এলিজা?'

'না না, কিছু মনে করব কেন,' খানিকটা বিরক্তির সাথে বলল বেলী। তারপর একরকম অপ্রাসঙ্গিকভাবে বিড়বিড় করল নিজের সাথে। স্পেসার, অর্থাৎ সৌরজগতের বাইরের মানুষের এই দীর্ঘ আয়ুর কথা শুনলে পৃথিবীর মানুষের সবসময় এ ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়। বেলী অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'বাব্বাহ, বলে কি, এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি কর্মক্ষম। অথচ পৃথিবীর গণিতজ্ঞরা তিরিশ কিংবা তারচে' একটু বেশি বয়স হলেই...'

ড্যানীল শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের গ্যালাক্সিতে গণিতের যত পণ্ডিত রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সেরা তিনজনের একজন ড. হামবোল্ডট। বহু দিন ধরে তিনি এই সম্মানে অধিষ্ঠিত। এবং এখনো দিব্যি কাজ করে যাচ্ছেন। এদিকে ড. সাবাট বয়সের দিকে দিয়ে নিতান্তই তরুণ। পঞ্চাশও হবে না তাঁর বয়স। তবে ইতোমধ্যে অঙ্কের জটিল শাখাগুলোর নতুন প্রতিভা হিসেবে দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছেন সবার।'

'তাহলে তাঁরা দু'জনেই মস্ত পণ্ডিত,' বলল বেলী। এতক্ষণে নিজের পাইপটার কথা মনে পড়ল তাঁর। ওটা কুড়িয়ে নিল সে। তবে আপাতত পাইপটাতে আগুন দেয়ার কোনো ইচ্ছে নেই তার। পাইপের আ-পোড়া তামাকগুলো ফেলে দিল সে। বলল, 'শেষে হলটা কি মার্ডার-কেস নয় তো আবার? একজন আরেকজনকে খুন করে বসেননি তো?'

'বিরাট সম্মানের অধিকারী এই দুই মহান ব্যক্তির একজন আরেকজনকে ধ্বংস করে দিতে চাইছেন। মানুষের যে মানবিক দৃষ্টিকোণ, সেদিন থেকে বিবেচনা করলে ব্যাপারটা আমার কাছে শারীরিকভাবে খুন করার চেয়েও খারাপ।'

www.BanglaBook.org

'মাঝেমধ্যে আমার কাছেও এধরনের প্রবণতাকে তাই মনে হয়।

'তা—এখানে কে কাকে ধ্বংস করতে চাইছেন?'

'বন্ধু এলিজা, এটাই তো আসল প্রশ্ন। কে?'

'হুঁ, বলে যান।'

'ড. হামবোল্ডট পরিষ্কারভাবে বলেছেন ঘটনাটা। স্টারশিপে প্রবেশের খানিক আগে দারুণ এক আইডিয়া আসে তাঁর মাথায়। লোকাল কর্টিকেল এরিয়াতে মাইক্রোওয়েভ অ্যাবসর্পশন প্যাটার্নগুলোর পরিবর্তনের ভেতর থেকে নিউরাল পথগুলো বিশ্লেষণের সম্ভাব্য একটা পদ্ধতি বের করে ফেলেন তিনি। তাঁর এই আইডিয়া নিঃসন্দেহে অঙ্কের ব্যতিক্রমী সূক্ষ্ম কৌশলগুলোর একটি। এ ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা দিলেও, একবর্ণও বুঝতে পারিনি আমি। কাজেই বিষয়টার ব্যাপারে অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে পারব না। এবং এটা কোনো ব্যাপারও নয়। তো, সময় যত গড়াচ্ছিল, ড. হামবোল্ডটও ততই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠছিল—অঙ্কের জগতে বিপ্লব ঘটানোর মতো একটা আইডিয়া পেয়েছেন তিনি। এবং এ পর্যন্ত গণিতশাস্ত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে যে সুখ্যাতি অর্জন করছেন, সব ম্লান হয়ে যাবে এই নতুন উদ্ভাবিত মেথডের কাছে। এসব ভাবতে ভাবতে তিনি যখন ভেতরে ভেতরে শিহরিত, এমন সময় ড. সাবাটকে চোখে পড়ল তাঁর।'

'এবং তরুণ সাবাটের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলেন তিনি?'

'ঠিক ধরেছেন। পেশাগত কারণে এর আগে বিভিন্ন মিটিংয়ে দেখা হয়েছে তাঁদের। সেই থেকে জানাশোনা। দু'জন দু'জনের সুনাম সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত। নিজের মেথডটা নিয়ে সাবাটের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন হামবোল্ডট। সাবাট এক কথায় সমর্থন জানান হামবোল্ডটকে। শুধু তাই নয়, এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এবং অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতার জন্যে ভূয়সী প্রশংসা করেন হামবোল্ডট-এর সমপর্যায়ের এক পণ্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকে এরকম উৎসাহ পেয়ে বিষয়টার ওপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে ফেলেন। দু'দিন পর বিষয়টাকে সাব ইথারের মাধ্যমে আরোরা কনফারেন্সের কো-চেয়ারম্যানের কাছে সরাসরি

www.BanglaBook.org

পাঠানোর প্রস্তুত হয়ে যান তিনি। কারণ বিষয়টাকে দাপ্তরিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কনফারেন্সের অধিবেশন শেষ হওয়ার আগে সম্ভাব্য আলোচনা সেরে ফেলতে হবে। কিন্তু বিরাট এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল হামবোল্ডট-এর জন্যে। তিনি দেখেন, তাঁর গণিতজ্ঞ তরুণ বন্ধু সাবাটও ঠিক একই বিষয় সাব ইথারের মাধ্যমে আরোরায় পাঠানোর জন্যে প্রস্তুত।'

'হামবোল্ডট নিশ্চয়ই খুব খেপে গিয়েছিলেন তখন?'

'একেবারে।'

'আর সাবাট? তাঁর গল্প কি?'

'হামবোল্ডট যা বলেছেন, সাবাটও ঠিক একই কথা বলেন। একবর্ণও এদিক-সেদিক নেই।'

'এখন তাহলে সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে কি?'

'সমস্যা হল মিরর-ইমেজ। একই আয়নায় দু'জনের মুখ নিয়ে ঠেলাঠেলি। একই বিষয়ে দু'জনের নাম নিয়ে গুঁতোগুঁতি। সাবাট বলছেন, আইডিয়াটা আসলে তাঁর মাথাই প্রথম আসে। পরে ব্যাপারটা নিয়ে হামবোল্ডট-এর পরামর্শ করেন তিনি। মতামত নেন। হামবোল্ডট তাঁর এই অ্যানালাইসিসের সাথে একমত হন এবং বেশ প্রশংসা করেন।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, আইডিয়ার ব্যাপারে অঙ্কের দুই মহীরূহ পরস্পরকে চোর বলে অভিযুক্ত করছেন। তবে আমার কাছে এটাকে মোটেও সেরকম গুরুতর সমস্যা বলে মনে হচ্ছে না। দু'জনের গবেষণার কাগজপত্র ঘাঁটা ঘাঁটি করলেই বোঝা যাবে, কে আসল কে নকল।'

'সাধারণভাবে বলতে গেলে আপনার কথা ঠিক, বন্ধু এনিজা। কিন্তু এটা তো বিজ্ঞানের কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়। এটা হচ্ছে অঙ্ক। ড. হামবোল্ডট বলছেন, বিষয়টা নিয়ে হিসেব-কিতেব যা কিছু—সব নিজের মাথার ভেতর করেছেন। অরোরা কনফারেন্সে বিস্তারিত জানানোর প্রস্তুতি পর্যন্ত কোনো কাগজই তৈরি করেননি তিনি। এদিকে ড. সাবাটও হুবহু একই বক্তব্য ঝাড়ছেন।'

'তাহলে এক্ষেত্রে আরেকটু কঠিন হতে হবে। সাইকিক প্রোবের মাধ্যমে যাচাই করতে হবে—দু'জনের মধ্যে কে মিথ্যে বলেছেন।'

www.BanglaBook.org

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল আর. ড্যানীল, 'বন্ধু এলিজা, আপনি এই লোক দু'জনকে এখনো ঠিক বুঝতে পারেননি। পদমর্যাদা এবং পাণ্ডিত্যের দিকে দিয়ে দু'জনেরই আসন অনেক উঁচুতে। তাছাড়া ইমপেরিয়াল অ্যাকাডেমীর ফেলো তাঁরা। কাজেই প্রচলিত আইনের ধারায় তাঁদের বিচার হতে পারে না। এক্ষেত্রে হয় তাঁদের সমপর্যায়ের গণিতজ্ঞদের নিয়ে জুরী গঠন করে বিচার করতে হবে, নয়তো তাঁদের কাউকে স্বেচ্ছায় বিষয়টার ব্যাপারে স্বত্ব ত্যাগ করতে হবে।'

'এক্ষেত্রে প্রকৃত দোষী কখনো স্বত্ব ত্যাগ করবেন না। কারণ তাঁকে সাইকিক প্রোবের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। আর যিনি নির্দোষ, তিনি ঝামেলা এড়াতে সহজেই স্বত্ব ত্যাগ করবেন। কাজেই এখানে প্রোবের কোনো দরকার হচ্ছে না। খুব সহজেই বের করা যাচ্ছে দোষীকে।'

'কিন্তু এখানেও বিপত্তি রয়েছে, বন্ধু এলিজা। এ ধরনের স্বত্ব ত্যাগের বেলায় ব্যাপারটাকে তদন্ত করা হয় পেশা বহির্ভূত লোকজন দিয়ে—যা দুই স্বনামখ্যাত গণিতজ্ঞের মানসম্মানের জন্যে বিরাট আঘাত হয়ে দাঁড়াবে। এদিকে দুই পণ্ডিতই স্পেশালে ট্রায়ালের সামনে গিয়ে স্বত্ব ত্যাগের ব্যাপারে প্রবল আপত্তি তুলেছেন। নিজেদের আত্মসম্মান বাঁচাতে যাঁর যাঁর সিদ্ধান্তে অটল তাঁরা।'

'এই যখন অবস্থা, ব্যাপারটাকে এভাবেই থাকতে দিন না। অরোরা যাওয়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকুন। তারপর ওখানে নিউরোবোয়োফিজিক্যাল কনফারেন্সে সমপর্যায়ের বিপুল সংখ্যক গণিতজ্ঞের সাক্ষাৎ পাবেন তাঁরা। তখন—'

'তাহলে তো বিজ্ঞানের জগতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে, বন্ধু এলিজা। দু'জনেই ভয়াবহ রকমের স্ক্যান্ডালের শিকার হবে। যিনি নির্দোষ, তিনিও পার পাবেন না দোষের কবল থেকে। অরুচিকর পরিবেশ তৈরির জন্যে তাঁকেও নিন্দা করা হবে।'

'ঠিক আছে, আমি স্পেসার নই, তবু তাঁদের এই মনমানসিকতা বিবেচনা করে দেখি—কি করা যায়। আচ্ছা, ব্যাপারটা নিষ্পত্তির বক্তব্য কি দু'জনের?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হামবোল্ডট তো তেলের মতো রাজি। তিনি বলেছেন, সাবাট যদি তাঁর আইডিয়া চুরি করা স্বীকার করেন, নির্বিঘ্নে তাঁকে বিষয়টার ব্যাপারে বিস্তারিত পাঠানোর সুযোগ দেন কনফারেন্সে, তাহলে চেপে যাবেন সাবাটের সব দোষ। এবং এ ঘটনার একমাত্র মানব সাক্ষী ক্যাপ্টেনকেও কিছু বলতে দেবেন না।'

'কিন্তু তরুণ সাবাট রাজি হচ্ছেন না—এই তো?'

'ড. হামবোল্ডট যা বলছেন, নিজের পক্ষ থেকে একই বক্তব্য ঝাড়ছেন সাবাট। বক্তব্য এক—শুধু দু'জনের নাম দুটো এদিক-সেদিক হচ্ছে। অর্থাৎ, সেই মিরর- ইমেজ।'

'তার মানে দু'জন এখন নট নড়নচড়ন হয়ে বসে আছেন চুপচাপ?'

'আমার ধারণা, বন্ধু এলিজা, তাঁরা দু'জন একে অপরের দোষ স্বীকারের অপেক্ষায় রয়েছেন।'

'বেশতো অপেক্ষা করুন না তাঁরা।'

'ক্যাপ্টেন চাইছেন না, এভাবে অপেক্ষা করুক দু'জন। কারণ এতে দু'ধরনের বিপত্তি ঘটতে পারে। এক নম্বর হচ্ছে—যেহেতু দু'জন যে যাঁর মতো গোঁ ধরে বসে আছেন, কাজেই স্টারশিপ আরোরায় ল্যান্ড করা মাত্র ছড়িয়ে পড়বে তাঁদের অনভিপ্রেত কাণ্ডকীর্তি। বিরাট দুর্নাম রটে যাবে বুদ্ধিজীবী মহলে। এদিকে দু'জনের এই বাদানুবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানে কোনো ভূমিকা রাখতে না পারায় ক্যাপ্টেনও হবেন দুর্নামের ভাগীদার।'

'দু'নম্বর বিপত্তিটা কি?'

'অপেক্ষায় থেকে থেকে দু'জনের যে কেউ দোষ স্বীকার করে বসতে পারেন। তাই বলে যে তিনি প্রকৃত দোষী, এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। ক্যান্ডাল থেকে বাঁচতে এরকম উদারতা দেখাতে পারেন আইডিয়ার প্রকৃত স্বত্বাধিকারী। সেক্ষেত্রে তাঁকে এই বিরাট কৃতিত্বের মহিমা থেকে বঞ্চিত করাটা মোটেও সুবিচার হবে না। আর প্রকৃত দোষী যদি শেষ মুহূর্তে এমনভাবে দোষটা স্বীকার করে—স্রেফ বিজ্ঞানের কল্যাণেই অপকর্মের দায়টা নিজের ঘাড়ে তুলে নিচ্ছে, সেক্ষেত্র নিজের দুষ্কর্মকে আড়াল করা ছাড়াও অপরজনকে কিছুটা হলেও দায়ী করে যাবে। এখন

www.BanglaBook.org

ক্যাপ্টেন হচ্ছেন স্টারশিপের একমাত্র মানুষ, যিনি দুই গণিতজ্ঞের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জানেন। কিন্তু তিনি চান না, এরকম একটা জটিল পরিস্থিতিতে ন্যায় বিচারে ভূমিকা রাখার ব্যর্থতার দায় সারাজীবন বয়ে বেড়াতে।'

বেশি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দুই বুদ্ধিজীবীর মোরগ লড়াই এটা। অরোরা একটু একটু করে যত কাছে আসবে, উত্তেজনাও বাড়বে তত—কে আগে ভাঙবে? এই তাহলে আপনার পুরো ঘটনা, ড্যানীল?'

'এখনো শেষ হয়নি। সাক্ষীদের কথা তো বলিনি এখনো।'

'ও বাবা! একথা আগে বলেন নি কেন? এখানে সাক্ষীরা আবার কে?'

'ড. হামবোল্ডট-এর ব্যক্তিগত চাকর।'

'একটা রোবট নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, নাম হচ্ছে আর. প্রেস্টন। দুই গণিত-বিশেষজ্ঞের শলা-পরামর্শের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল সে। ড. হামবোল্ড-এর প্রতিটা তথ্য তার নখদর্পনে।'

'তারমানে আপনি বলছেন, প্রেস্টনের বক্তব্য অনুযায়ী ড. হামবোল্ডটই তাঁর আইডিয়া সবিস্তারে বর্ণনা করেন ড. সাবাটের কাছ, ড. সাবাট উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তাঁর আইডিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবে ড. হামবোল্ডট-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে সে।'

'কিন্তু এতেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল না।'

'আপনার কথা একদম ঠিক। এতে সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। কারণ সাক্ষী তো আরেকজন রয়েছে। সে হচ্ছে ড. সাবাটের ব্যক্তিগত চাকর আর. ইডা। ঘটনাচক্রে আর. ইডা. আর প্রেস্টনের মতো একই মডেলের রোবট। এবং আমার বিশ্বাস, একই বছর একই ফ্যাক্টরীতে তৈরি করা হয়েছে তাদের। দু'জনের কাজে যোগদানের সময়কালও এক।'

'এটা তো দেখছি অদ্ভুত এক কাকতালীয় ঘটনা—বড়ই অদ্ভুত!'

'এখন বাস্তবে এই দুই চাকরের কথার ওপর ভিত্তি করে সুনিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে যাওয়া মুশকিল। তাদের বর্ণনার মাঝে সুস্পষ্ট কোনো পার্থক্য বের করা কঠিন।'

www.BanglaBook.org

'তার মানে আর. প্রেস্টন যে বক্তব্য দিয়েছে, আর. ইডার বর্ণনাও হুবহু একা।'

'একদম একই ঘটনা, শুধু নামের এদিক-সেদিক ঘটেছে।'

'আর. ইডা তাহলে বলেছে, তরুণ সাবাট, যিনি এখনো পঞ্চাশ পেরোননি,'—এলিজা বেলী ব্যঙ্গ করতে গিয়েও শেষে চেপে গেল মাঝপথে। তার বয়সও পঞ্চাশ হয়নি এখনো, তবে তারুণ্য থেকে নিজের অবস্থান অনেক দূর বলে মনে করে সে। কথার খেই ধরে বলে চলল বেলী, 'তিনি প্রথম আইডিয়াটা অনুপুঙ্খভাবে জানান ড. হামবোল্ডটকে, পরে এ নিয়ে মহিমা-কীর্তন চলে ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'হ্যাঁ, বন্ধু এলিজা।'

'এবং দুই রোবটের একজন অবশ্যই মিথ্যে বলছে।'

'ঘটনা তো দাঁড়াচ্ছে তাই।'

'এখন কে মিথ্যে বলছে—এটা তো খুব সহজে বের করা উচিত। আমি মনে করি, ভালো একজন রোবট-বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করলে মিথ্যেবাদী রোবট ধরা পড়ে যাবে।'

'এই কেসটাতে শুধু একজন রোবট-বিশেষজ্ঞ দিয়ে কিছু হবে না, বন্ধু এলিজা। কেবল সুদক্ষ একজন রোবোসাইকোলজিস্ট পারবে এই কেসটার কিনারা করতে। আমাদের শিপে সেরকম সুদক্ষ রোবোসাইকোলজিস্ট একজনও নেই। কাজেই এ ধরনের পরীক্ষা সম্ভব শুধুমাত্র আরোরায় পৌঁছে—'

'এবং সঙ্গে সঙ্গে বেধে যাবে ভজঘট। ঠিক আছে, আপনারা যখন পৃথিবীতে এসেছেন, আমরা ব্যবস্থা করব একজন রোবোসাইকোলজিস্টের। আর পৃথিবীতে যা কিছু ঘটবে, কখনো তা আরোরায় পৌঁছবে না এবং কোনো ক্যাভালও ছড়াবে না।'

'তবে ঝামেলা রয়েছে এখানেও। ড. হামবোল্ডট বা ড. সাবাট কেউ চান না তাঁদের চাকর দু'জনকে নিয়ে পৃথিবীর কোনো রোবোসাইকোলজিস্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুক।'

এলিজা বেলী অবিচল কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু রোবোসাইকোলজিস্টকে তো রোবট দুটোর সংস্পর্শে আসতে হবে।'

www.BanglaBook.org

'তারা হচ্ছে অনেক দিনের পুরানো চাকর—'

'এবং পৃথিবীর মানুষের তাদের স্পর্শ করলে অচ্ছুৎ হয়ে যাবে তারা। তাহলে আপনি আমার কাছ থেকে আর কি ভালো কৌশল আশা করছেন?'

এই বলে থামল বেলী, তারপর নাকমুখ কুঁচকে বলল, 'আমি দুঃখিত, আর. ড্যানীল, এখানে নিজেকে জড়ানোর মতো কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আমি স্টারশিপে যাচ্ছিলাম ভিন্ন এক মিশন নিয়ে, মাঝখানে এই উটকো ঝামেলায় ফেঁসে গেলাম। ক্যাপ্টেন এরকম নিরুপায় হয়ে দুই গণিতজ্ঞের বাদানুবাদের ব্যাপারটা জানালেন আমাকে। পরামর্শ চাইলেন—কি করা যায় এ ব্যাপারে। ভেবে দেখলাম, পৃথিবীর একদম কাছ দিয়েই যখন যাচ্ছি, ওখানে একবার ঢুঁ মারা যাক। ক্যাপ্টেনকে বুঝিয়ে বললাম, পৃথিবীতে ল্যান্ড করলে এ ব্যাপারে একটা সমাধান পাওয়া যেতে পারে। তার পরের ঘটনা তো সবই জানা আপনার।'

'ওরে-ব্বাস! কি কাণ্ড!' রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বিড়বিড় করে উঠল বেলী।

'ভেবে দেখুন, বন্ধু এলিজা, যদি এই জটিল সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেন, আপনার ক্যারিয়ার যেমন উজ্জ্বল হবে, তেমননি পৃথিবীও হবে লাভবান। ব্যাপারটা বাইরের লোকজন জানবে না ঠিকই, কিন্তু ক্যাপ্টেন তাঁর হোম ওয়ার্ল্ডের প্রভাবশালী একজন, সেদিকে থেকে উপকৃত হবেন আপনি। তাছাড়া ক্যাপ্টেন সারাজীবন কৃতজ্ঞও থাকবেন আপনার কাছে।'

'আপনি আমাকে বিরাট এক চাপের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন।'

'আপনার বিশ্বাস,' জোর দিয়ে বলল আর. ড্যানীল। 'সমস্যাটার সমাধানের ব্যাপারে কিছু আইডিয়া ইতোমধ্যে বের করে ফেলেছেন আপনি।'

'তাই? আমি মনে করি, দুই গণিতজ্ঞের ইন্টারভিউ নেয়াটাই হবে চোর ধরার মোক্ষম উপায়।'

'কিন্তু আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে, বন্ধু এলিজা, দু'জনের কেউ হয়তো আসতে চাইবেন না এদিকে। কিংবা আপনাকেও যেতে দেবেন না তাঁদের কাছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখন ব্যাপারটা যত জরুরীই হোক না কেন, কোনো স্পেসারকে জোর করে আর্থম্যানের সামনে আনার কোনো পথ নেই। হ্যাঁ, অবস্থা কতটা ঘোরাল বুঝতে পারছি, ড্যানীল—তবে আমি ভাবছি, ইন্টারভিউটা ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশনের মাধ্যমে নেব কিনা।'

'না, তা সম্ভব নয়। কোনো আর্থমানের জেরা সহ্য করবেন না তাঁরা।'

'তাহলে আর কি করতে পারি আমি? রোবট দুটোর সাথে কথা বলা যাবে?'

'ওদেরকে এখানে আসতে দেয়া হবে না।'

'আর পারি না, ড্যানীল। এবার আপনি যা ভালো বুঝুন—করুন।'

'দেখুন আপনার এখানে যে এসেছি, এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের সিদ্ধান্ত। আমার আগে থেকেই অনুমতি নেয়া ছিল, স্টারশিপে থাকা অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারব– যদি তাতে কোনো মানুষের ভেটো না দেয়। এখানে ভেটো দেয়ার মানুষ বলতে শুধু ক্যাপ্টেন। তিনি বরং আরো আগ্রহবোধ করেন আমার কথায়। ক্যাপ্টেন অবশ্যি টেলিভিশন যোগাযোগের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু আমার কাছে সেটা যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। আমি চাইছিলাম, আপনার সাথে সরাসরি হাত মেলাতে।'

এলিজা বেলী নরম সুরে বলল, 'এজন্যে আমি আপনার গুণগান করছি, ড্যানীল, কিন্তু এরপরেও বলব–আমার সাথে সরাসরি হাত মেলাতে।'

এলিজা বেলী নরম সুরে বলল, 'এজন্যে আমি আপনার গুণগান করছি, ড্যানীল, কিন্তু এরপরেও বলব—আমাকে এই কেস থেকে দূরে রাখাটাই ভালো। আচ্ছা, ওই রোবট দুটোর সাথে অন্তত টেলিভিশনের মাধ্যমে কথা বলা যাবে তো?'

'মনে হয়, সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

'যাক, তবু অন্তত একটা উপায় বেরোল। এক্ষেত্রে আমার ভূমিকাটা হবে একজন রোবোসাইকোলজিস্টের—যে কাজে আমি একেবারেই আনাড়ি।'

'কিন্তু আপনি একজন গোয়েন্দা, বন্ধু এলিজা, একজন রোবোসাইকোলজিস্ট নন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যাকগে, বাদ দিন। এখন ওদের মখোমুখি হওয়ার আগে আমাকে একটু চিন্তা করতে দিন। বলুন তো, এটা কি সম্ভব—দুই রোবটই সত্যি কথা বলছে? হয়তো বা দুই গণিতজ্ঞের কথোপকথন ছিল বিভ্রান্তিকর। হয়তো বা তাঁদের একেজনের বক্তব্যের ধাঁচটাই ছিল এমন, রোবট দুটো যার যার মনিবের কথা সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। কিংবা এক রোবট কথোপকথনের নির্দিষ্ট একটা অংশ সম্পর্কে জানেন, বাকি রোবট জানে পরের অংশ সম্পর্কে। ফলে দু'জন দু'জনের মনিবকে আইডিয়াটার মালিক বলে ভাবছে।'

'সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, বন্ধু এলিজা। দুই রোবটেরই বক্তব্যের ধরন ছিল একরকম। এবং তাদের বর্ণনায় অসঙ্গতির আভাস ছিল।'

'তাহলে এটা নিশ্চিত যে, দুই রোবটের কোনো একটি মিথ্যে বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, দুই গণিতজ্ঞের বক্তব্য প্রমাণের যে কাগজপত্র ক্যাপ্টেনের কাছে গচ্ছিত রয়েছে, প্রয়োজনে আমি সেসব দেখতে পারব তো?'

'পারবেন। আমার কাছেই তো কাগজপত্র রয়েছে।'

'এবার আরেকটা আশীর্বাদ চাই আপনার। বলুন তো, রোবট দুটোকে কোনো জেরা করা হয়েছিল কিনা, এবং সেই জেরার কোনো কাগজপত্র আছে কিনা?'

'রোবটরা যার যার মতো স্রেফ বলে গেছে তাদের বক্তব্য। কোনো জেরা-টেরা হয়নি। রোবটকে জেরা তো শুধু করতে পারেন রোবোসাইকোলজিস্টরা।'

'কিংবা আমি?'

'আপনি একজন গোয়েন্দা, বন্ধু এলিজা, রোবোসাইকোলজিস্ট নন—'

'ঠিক আছে আর. ড্যানীল আমি স্পেসার সাইকোলজিটা সরাসরি বোঝার চেষ্টা করব। একজন গোয়েন্দার পক্ষে তা সম্ভব, কারণ সে রোবোসাইকোলজিস্ট নয়। এখানে আরো কিছু চিন্তার ব্যাপার রয়েছে। সাধারণত একটা রোবট কখনো মিথ্যে বলে না, যদি না তার অবশ্য পালনীয় তিন সূত্র রক্ষার প্রয়োজন পড়ে। তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থেও মিথ্যে বলতে পারে সে। দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী কোনো

www.BanglaBook.org

মানুষের আদেশ পালন করতে গিয়ে মিথ্যের আশ্রয় নেয়ার সম্ভাবনা তার পক্ষে আরো বেশি। আবার কোনো মানুষের প্রাণ বাঁচাতে গিয়েও মিথ্যে বলতে পারে রোবট, কিংবা কোনো মানুষের ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে প্রথম সূত্র অনুযায়ী মিথ্যে বলতে পারে সে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'এবং এই কেসটার বেলায়, প্রতিটা রোবট কোমর কষে লড়ছে মনিবের পেশাগত সুনাম রক্ষার জন্যে। এক্ষেত্রেও প্রয়োজনে মিথ্যে বলবে তারা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে পেশাগত সুনাম রক্ষা করাটা দুই গণিতজ্ঞের জন্যে যেমন জীবন-মরণ সমস্যা দাঁড়িয়েছে, তেমনি রোবট দুটোর জন্যে মিথ্যে বলাটা জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রথম সূত্র রক্ষা করার জন্যে।'

'মিথ্যে বলে প্রতিটা রোবট চাকর শুধু যে তার মনিবের উপকার করছে তা নয়—প্রকারান্তরে অন্য মনিবের পেশাগত সুখ্যাতিতে মন্দ প্রভাব ফেলছে, বন্ধু এলিজা।'

'তা হয়েছে ঠিক, কিন্তু প্রতিটা রোবটেরই তার মনিবের পেশাগত মর্যাদার মূল্য সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা রয়েছে। এবং অপর মনিবের চেয়ে বড় করে দেখার জন্যে নিজের মনিবের এই মূল্যটাকে সৎভাবে বিচার করেছে। তারপর যখন দেখেছে, সত্যি কথাটা বলার চেয়ে মিথ্যে বললে তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার মনিব, তখন বেছে নিয়েছে মিথ্যে।'

এ পর্যন্ত বলে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল এলিজা বেলী। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে দুই রোবটের সাথে কথাবার্তার ব্যবস্থা করে ফেলুন। আমার মতে, আর. ইডার সাথে প্রথমে আলাপ করলে ভালো হয়।'

'ড. সাবাটের রোবট?'

'হ্যাঁ,' শুকনো কণ্ঠে বলল বেলী। 'তরুণ গণিতজ্ঞের রোবট।'

'সবকিছু গোছগাছ করতে আমার মিনিট কয়েকের মতো লাগবে,' বলল আর. ড্যানীল। 'আমার কাছে একটা মাইক্রো-রিসিভার আছে, যা একটা প্রজেক্টরের সাথে সংযুক্ত। আমার শুধু প্রয়োজন এখন একটা ফাঁকা দেয়ালের। আপনার এখানকার এক দেয়াল দিয়ে সে প্রয়োজন মেটানো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবে, তবে এই ফিল্ম কেবিনেটগুলো আপতত সরিয়ে ফেলতে হবে।'

'ঠিক আছে, যা যা করার করুন। আমাকে কি মাইক্রোফোন জাতীয় কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে কথা বলতে হবে?'

'না, এমনি স্বাভাবিকভাবে কথা বলবেন আপনি। আরো খানিকটা দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে আমাকে ক্ষমা করতে হবে, বন্ধু এলিজা। আর. ইডার ইন্টারভিউয়ের জন্যে এখন শিপের সাথে যোগাযোগ করতে হবে আমাকে।'

'খানিকটা সময় যদি লাগেই, ড্যানীল, এই ফাঁকে আপনার কাছে গচ্ছিত ট্র্যান্সক্রিপ্টেড কাগজগুলো আমাকে দিন না—পড়ে ফেলি।'

আর. ড্যানীল যখন তার কলকব্জা নিয়ে ব্যস্ত, এই সুযোগে পাইপটা ধরিয়ে কাগজগুলোকে চোখ বুলিয়ে নিল এলিজা বেলী।

মিনিট কয়েক পর আর. ড্যানীল বলল, 'এবার আপনি যদি প্রস্তুত হয়ে থাকেন, বন্ধু এলিজা, তাহলে আর. ইডাও তৈরি। নাকি ট্রান্সক্রিপ্ট পড়ে নেয়ার জন্যে আরো ক'মিনিট সময় চাই আপনার?'

'না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেলী। 'নতুন কিছু আর জানার নেই আমার। রোবটটার ইন্টারভিউ রেকর্ড এবং ট্যান্সক্রিপশনের ব্যবস্থা করে ফেলুন।'

দেয়ালে টু-ডাইমেনশনাল প্রজেকশনে ফুটে ওঠা আর. ইডার ছবিটাকে কেমন অবাস্তব মনে হল বেলীর কাছে। ইডার মূল স্ট্রাকচারটা মেটালিক। আর. ড্যানীল যেমন হিউম্যানয়েড শ্রেণীর উন্নত রোবট—শারীরিক কাঠামো, চালচলন, কথাবার্তা একদম মানুষের মতো, আর ইডা দেখতে মোটেও সেরকম নয়। এমনিতে ইডা লম্বা, কিন্তু কোনো ছিরিছাঁদ নেই। বেলী পর্যন্ত এরকম যত রোবট দেখেছে, সেগুলো থেকে ইডাকে আলাদা করার মতো খুব সামান্যই বিশেষত্ব আছে তার শারীরিক গঠনে।

বেলী বলল, 'আমার অভিনন্দন নাও, আর. ইডা।'

'আপনিও আমার অভিনন্দন নিন, স্যার,' প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলল আর. ইডা, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা বিস্ময়করভাবে হিউম্যানয়েডের মতো শোনাল।

'তুমি তো জেনাও সাবাটের ব্যক্তিগত চাকর, তাই না?'

www.BanglaBook.org

'জ্বী, স্যার।'

'তা—কত দিন ধরে তাঁর সাথে আছ, ছেলে?'

'বাইশ বছর, স্যার।'

'এবং তোমার মনিবের মান পর্যাদা খুবই মূল্যবান তোমার কাছে?'

'জ্বী, স্যার।'

'মনিবের সুনাম-সুখ্যাতি রক্ষার ব্যাপারটি কি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করো তুমি?'

'জ্বী, স্যার।'

'মনিবের মান-মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারটিকে কি তাঁর প্রাণ বাঁচানোর মতোই গুরুত্ব দিয়ে থাকে?'

'জ্বী না, স্যার।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছি, মনিবের সুনাম রক্ষার ব্যাপারটিকে অন্যের নামযশের মতো গুরুত্ব দাও তুমি।'

আর. ইডা দ্বিধা জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'এধরনের কেসের বেলায় সিদ্ধান্তটা যার যার ব্যক্তিগত মেধার ওপর নির্ভর করে, স্যার। এখানে সাধারণ কোনো নিয়ম প্রতিষ্ঠার পথ নেই।'

অস্বস্তিতে পড়ে গেল বেশি। এই স্পেসার রোবটের পৃথিবীর রোবটদের চেয়ে বেশি চটপটে এবং ওদের জ্ঞানবুদ্ধিও বেশি।

বেলী বলল, 'তুমি যদি মনে করো, তোমার মনিবের সুনামের ব্যাপারটা অন্য যে কারো সুনামের চেয়ে জরুরী, ধরো, সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী যদি আলফ্রেড বার হামবোল্ডট হয়ে থাকে, তাহলে কি মনিবের সুনাম রক্ষার জন্যে মিথ্যে বলবে তুমি?'

'জ্বী, স্যার, বলব।'

'ড. হামবোল্ডট-এর সাথে তোমার মনিবের এখন যে বিরোধ চলছে, তার সাক্ষ্য- জবানীতে তুমি কি মনিবের পক্ষ নিয়ে মিথ্যে বলেছ?'

'জ্বী না, স্যার।'

'কিন্তু তুমি যদি মিথ্যে বলে থাক, তাহলে মিথ্যেটাকে ঢাকার জন্যে মিথ্যে বলার ব্যাপারটাকে অস্বীকার করবে, তাই না?'

www.BanglaBook.org

'জ্বী, স্যার।'

'বেশ, তাহলে এস,' বলল বেলী। 'ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখি আমরা। তোমার মনিব জেনাও সাবাট অঙ্কের একজন মহান পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু বয়সে নিতান্তই তরুণ। তিনি যদি নিতান্ত খ্যাতির মোহে পড়ে ড. হামবোল্ডট-এর সাথে অনৈতিক আচরণ করে থাকেন, তাহলে একসময় তা জানাজানি হবেই। তখন তাঁর এত দিনের অর্জিত দুর্বল সুনামের ওপর নেমে আসবে বজ্রাঘাত। তবে তা সাময়িক। বয়সে তরুণ বলে সামনে প্রচুর সময় ড. সাবাটের। বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সুনাম অর্জনের জন্যে আরো অনেক সুযোগ আসবে তাঁর। সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে যাবে তাঁর এই তরুণ বয়সের ভুলের কথা। এবং ভবিষ্যৎটাকে সুন্দরভাবে গড়ে নেয়ার এখনো প্রচুর সুযোগ তার।

'অপর দিকে ড. হামবোল্ডট যদি খ্যাতির মোহে পড়ে এরকম ভুল করেন, তাহলে সেটা তাঁর জন্যে বিরাট কাল হয়ে দাঁড়াবে। গণিত শাস্ত্রের বিরল প্রতিভা হিসেবে তাঁর সে নাম যশ, তা আজ দু'শতকেরও বেশি সময় ধরে। এবং দীর্ঘদিনের এই সুনামের একফোঁটা কলঙ্কও নেই। এখন যদি তিনি দুর্নামের ভাগীদার হন, তাহলে নিমেষে আকাশ থেকে পাতালে চলে আসবে তাঁর অবস্থান। পরবর্তীতে এই কলঙ্ক কাটিয়ে যে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবেন, এই সময়টা পাবেন না তিনি। কারণটা হচ্ছে বয়স। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এখানে ড. সাবাট বা ড. হামবোল্ডট দু'জনের মধ্যে যিনিই অর্থনৈতিক কাজ করে থাকুন না কেন, তুলনামূলকভাবে সুবিধেজনক অবস্থানে রয়েছেন ড. সাবাট। এই ব্যাপারটা কি আমাদের বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত নয়?'

লম্বা বিরতি নিল আর. ইডা। তারপর নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার সাক্ষ্যটা আগাগোড়াই মিথ্যে ছিল, স্যার। আসলে আইডিয়াটা ড. হামবোল্ডট-এর। আমার মনিব নিজের ক্রেডিট বাগানোর জন্যে ভুল পথে এগিয়েছেন।'

বেলী বলল, 'খুব ভালো বলেছ, ছেলে। শোনো, তোমার ওপর আদেশ জারি হয়েছে, শিপের ক্যাপ্টেনের অনুমতি ছাড়া এব্যাপারে কারো কাছে একটি কথাও বলতে পারবে না। এবার যেতে পারো তুমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্ক্রিন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল আর. ইডা। বেলী পাইপ টেনে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আপনার কি মনে হয়, ড্যানীল, ক্যাপ্টেন ওর কথা শুনেছেন?'

'এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। শুনবেন না কেন, আমাদের দু'জনকে বাদ দিলে এঘটনার একমাত্র সাক্ষী তো তিনিই।'

'কিন্তু আর. ইডা যেখানে নিজের দোষ স্বীকার করে গেল, সেখানে আরেকজনকে ডাকার আদৌ কোনো দরকার আছে কি?'

'অবশ্যই দরকার আছে। আর. ইডার স্বীকারোক্তি আসলে কিছুই নয়।'

'কিছুই নয়?'

'একদম না। আমি একটা জিনিস পয়েন্ট আউট করেছি, দুই গণিতজ্ঞের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেকায়দায় আছেন ড. হামবোল্ডট। যদি আর. ইডা ড. সাবাটকে রক্ষা করার জন্যে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে থাকে, তাহলে সে সত্যের অপলাপ করেছে, এবং ইতোমধ্যে তাই করেছে বলে দাবি করছে রোবটটা। অপরদিকে সত্যি কথা বললে, ড. হামবোল্ডটকে রক্ষা করার জন্যে মিথ্যে বলে থাকতে পারে। এখানেও সেই মিরর-ইমেজের ব্যাপার।'

'কিন্তু তাহলে আর. প্রেস্টনকে প্রশ্ন করে লাভ হবে কোনো?'

'মিরর-ইমেজের ঘোরচক্কার থাকলে আদৌ কোনো লাভ হবে না। তবে এক্ষেত্রে তা হওয়ার কথা নয়। এই রোবটের একজন সত্যি কথা বলছে, একজন বলছে মিথ্যে। কাজেই একজনের কথায় গড়মিল পাওয়া যাবেই। এখন আর. প্রেস্টনের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন। আর ইডার ইন্টারভিউয়ের ট্রান্সক্রিপশন যিদি হয়ে থাকে, সেগুলো দিন আমাকে।'

আবার চালু হল প্রজেক্টর। স্ক্রিনে ভেসে উঠল আর. প্রেস্টন। বুকের ডিজাইনের মামুলি কিছু পার্থক্য ছাড়া দেখতে হুবহু আর. ইডার মতো।

বেলী বলল, 'আমার অভিনন্দন নাও, আর. প্রেস্টন।' আর. ইডার সাথে ইন্টারভিউয়ের রেকর্ডপত্র সামনে রেখে আর. প্রেস্টনের সাথে কথা শুরু করল সে।

www.BanglaBook.org

'আপনিও আমার অভিনন্দন নিন স্যার,' হুবহু আর. ইডার মতো কণ্ঠসর আর. প্রেস্টনের।

'তুমি তো আলফ্রেড বার হামবোল্ডট-এর ব্যক্তিগত চাকর, তাই না?'

'জ্বী, স্যার।'

'কতদিন ধরে চাকরিতে আছ?'

'বাইশ বছর স্যার।'

'এবং তোমার মনিবের মান-মর্যাদা খুবই মূল্যবান তোমার কাছে?'

'জ্বী, স্যার।'

'মনিবের মান-মর্যদা রক্ষার ব্যাপারটিকে তাঁর প্রাণ বাঁচানোর মতোই গুরুত্ব দিয়ে থাক?'

'জ্বী না, স্যার।'

'তাহলে মনিবের সুনাম রক্ষার ব্যাপারটিকে অন্যের নামযসের মতোই গুরুত্ব দাও?'

দ্বিধায় পড়ে গেল আর. প্রেস্টন। বলল, 'এ ধরনের কেসের বেলায় সিদ্ধান্তটা যার যার ব্যক্তিগত মেধার ওপর নির্ভর করে, স্যার। এখানে সাধারণ কোনো নিয়ম প্রতিষ্ঠার পথ নেই।'

বেলী বলল, 'তুমি যদি মনে করো, তোমার মনিবের সুনামের ব্যাপারটা অন্য যে কারো সুনামের চেয়ে জরুরী, ধরো, সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী যদি জেনাও সাবাট হয়ে থাকে, তাহলে কি মনিবের সুনাম রক্ষার জন্যে মিথ্যে বলবে তুমি?'

'জ্বী, স্যার, বলব।'

'ড. সাবাটের সাথে তোমার মনিবের এখন যে বিরোধ চলছে, তার সাক্ষ্য জবানীতে তুমি কি মনিবের পক্ষ নিয়ে মিথ্যে বলেছ?'

'জ্বী না, স্যার।'

'কিন্তু তুমি যদি মিথ্যে বলে থাক, তাহলে মিথ্যে বলার ব্যাপারটাকে অস্বীকার করবে, তাই না?'

'জ্বী, স্যার।'

'বেশ, তাহলে এস,' বলল বেলী। 'ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখি আমরা। তোমার মনিব আলফ্রেড বার হামবোল্ডট অঙ্কের একজন মহান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু বয়সে খুব প্রবীণ। তিনি যদি নিতান্ত খ্যাতির মোহে পড়ে ড. সাবাটের সাথে অনৈতিক আচরণের করে থাকেন, তাহলে একসময় তা জানাজানি হবেই। তখনো তাঁর এতদিনের অর্জিত দুর্লভ সুনামের ওপর নেমে আসবে বজ্রাঘাত। তবে তা সাময়িক। কারণ তাঁর দীর্ঘদিন ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশাল ইমেজের কাছে পাত্তাই পাবে না সামান্য ওই কলঙ্কের কণা। লোকজন ব্যাপারটাকে বুড়ো বয়সের ক্ষণিকের মতিভ্রম বলে ধরে নেবে। তারপর ঠিক হয়ে যাবে সব।

'অপরদিকে ড. সাবাট যদি খ্যাতির মোহে পড়ে এরকম ভুল করেন, তাহলে সেটা তাঁর জন্যে বিরাট কাল হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বয়সে তরুণ বলে তুলনামূলকভাবে তাঁর খ্যাতিও কিছুটা কম। সেরকম নামযশ অর্জন করতে হলে আরো কয়েক শতাব্দী পাড়ি দিতে হবে তাঁকে। সেক্ষেত্রে তরুণ বয়সের এ ধরনের সামান্য ভুল মূল লক্ষ্য থেকে ছিটকে ফেলে দিতে পারে তাঁকে। যেহেতু তোমার মনিবের চেয়ে ড. সাবাটের ভবিষ্যতের পথটা বেশ দীর্ঘ, কাজেই ভুল শুধরে আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসার ব্যাপারটিও তাঁর জন্যে বেশ কষ্টের। এই ব্যাপারটা কি বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত নয় আমাদের।'

লম্বা বিরতি নিল আর. প্রেস্টন। তারপর বলল, 'আমি যা সাক্ষ্য দিয়েছি—'

এ পর্যন্ত বলে কথা হারিয়ে ফেলল প্রেস্টন। আর কোনো কথা যোগান না তার মুখে।

বেলী বলল, 'প্লীজ, কথা শেষ করো, আর. প্রেস্টন।'

কিন্তু কোনো উত্তর নেই।

আর. ড্যানীল বলল, 'আর . প্রেস্টন নিশ্চল হয়ে গেছে, বন্ধু এলিজ। ওকে দিয়ে আর কাজ হবে না।'

'ঠিক আছে, তাহলে,' বলল বেলী। 'শেষ মেষ অসামঞ্জস্য কিছু ধরতে পারলাম আমরা। এ থেকে আমরা ধরতে পারব—প্রকৃত দোষী কে।'

'কিভাবে, বন্ধু এলিজা?'

'ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন। ধরুন, আপনি নির্দোষ একজন লোক এবং আপনার যে কোনো কাজের সাক্ষী হিসেবে রয়েছে ব্যক্তিগত এক

www.BanglaBook.org

রোবট। তাহলে তো আপনার কোনো দুর্ভাবনা নেই। মিথ্যে কোনো কেসে ফেঁসে গেলে আপনার রোবট সত্যি কথা বলে ছাড়িয়ে আনবে আপনাকে। কিন্তু আপনি যদি সত্যিই কোনো অপরাধ করে থাকেন, তাহলে রোবটের মিথ্যে সাক্ষীর ওপর নির্ভর করবে আপনার জীবন। এই ধরনের পরিস্থিতি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ প্রয়োজনে রোবট মিথ্যে বলবে—এমন ভরসা থাকলেও, সত্যি কথা বলার ঝুঁকিটা থেকেই যায়, পুরোপুরি। ঝুঁকি এড়াতে অপরাধী ব্যক্তি সরাসরি মিথ্যে বলার আদেশ দিতে পারে রোবটকে। সেক্ষেত্রে রোবোটিক্স-এর প্রথম সূত্রটি জোরাল হয়ে উঠবে দ্বিতীয়সূত্রের মাধ্যমে। হয়তো বা আক্ষরিক অর্থেই বেড়ে যাবে এই শক্তি।'

'ব্যাপারটা যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে,' বলল আর. ড্যানীল।

'ধরুন, আমাদের দু'ধরনের রোবট রয়েছে। একটি রোবটকে সত্যি কথা বলা থেকে বিরত করে মিথ্যে বলতে বলা হলো। এবং খানিকক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে বড় ধরনের কোনো সমস্যা ছাড়াই মিথ্যে বলল সে। আরেক রোবটকে মিথ্যে বলা থেকে বিরত রেখে খুব জোর দেয়া হল সত্যি কথা বলতে। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে ব্রেনের পজিট্রনিক ট্র্যাক-ওয়ের বারোটা বাজিয়ে দিল। নিশ্চল অবস্থান পৌঁছুল সে।'

'এবং আর. প্রেস্টন নিশ্চল অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল—'

'আর. প্রেস্টনের মনিব ড. হামবোল্ডট হচ্ছেন আইডিয়া চুরির মূল অপরাধী। এখন আপনি যদি ব্যাপারটা ক্যাপ্টেনকে, এবং ক্যাপ্টেন যদি সঙ্গে সঙ্গে ড. হামাবোল্ডটকে চেপে ধরেন, তাহলে তিনি হয়তো বা তাঁর দোষ স্বীকার করবেন। এবং তাই যদি হয়, তাহলে তড়িঘড়ি আমাকে জানাবেন সব।'

'আমি নিশ্চয়ই তা করব। তবে আমাকে ক্ষমা করতে হবে, বন্ধু এলিজা। ক্যাপ্টেনের সাথে একান্ত কথা বলতে হবে আমাকে।'

'নিশ্চয়ই। আমার কনফারেন্স রুমটা ব্যবহার করুন। রুম বেশ সুরক্ষিত।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর. ড্যানীলের অনুপস্থিতিতে কোনো কাজেই মন বসাতে পারল না বেলী। অস্বস্তিকর একটা নীরবতার ভেতর চুপচাপ বসে রইল সে। তাঁর এই অ্যানালাইসিসের ওপর বিরাট কিছু জ্ঞানগম্যি কম বলে ভেতরে ভেতরে সে উৎকণ্ঠিত।

আর. ড্যানীল ফিরে এল আধা ঘণ্টার ভেতর—এবং এটা বেলীর জীবনের সবচে' দীর্ঘ আধা ঘণ্টা।

বেলী তার চেহারাটা যথাসম্ভব ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করে বলল, 'খবর কি, আর. ড্যানীল?'

'আপনার কথা সম্পূর্ণ ফলে গেছে, বন্ধু এলিজা। ড. হামবোল্ডট স্বীকার করেছেন তাঁর সব দোষ। ড. সাবাটের বাতলে দেয়া পথ ধরে হিসেব-কিতেব করেছেন তিনি এবং আইডিয়াটার এবং এ জন্যে ক্যাপ্টেন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি আপনার তীক্ষ্ণ জ্ঞানবুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং আপনার কথা বলেছি বলে ক্যাপ্টেন আমার প্রতিও বেশ সন্তুষ্ট।

'ভালো,' বলল বেলী। যাক বাবা, শেষমেষ তার সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। হঠাৎ নিজেকে কেমন দুর্বল মনে হল। বেলীর। সাফল্যের ধকলে ক্লান্তি এসে গেছে। হাঁটু দুটোতে যেন জোর কমে গেছে, ঘাম জমেছে কপালে। মরিয়া হয়ে বলল, 'কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, আর. ড্যানীল, এ ধরনের বিপদের আর কখনো ফেলবেন না আমাকে, কি ফেলবেন?'

'আমি না ফেলতেই চেষ্টা করব, বন্ধু এলিজা। কিন্তু সেটা অবশ্যই বিপদের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করবে। এখন আমার একটা প্রশ্ন—'

'বলুন?'

'সত্যের পথ থেকে মিথ্যের পথে যাওয়া রোবটের পক্ষে যদি কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি না মিথ্যের পথ থেকে সত্যের পথে যাওয়া সহজ? তাই যদি হয়, তাহলে আর. প্রেস্টন প্রথম যখন তার মনিবের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তখন কিন্তু নিশ্চল হয়ে যায় নি সে—এখন যেমন হয়েছে। তারমানে তখন সে সত্যি কথা বলেছে। সেদিক

www.BanglaBook.org

থেকে বিবেচনা করে কি আমরা বলতে পারি না, ড. হামরোল্ডট নির্দোষ এবং ড. সাবাট-ই প্রকৃত দোষী?'

'হ্যাঁ, আর. ড্যানীল যুক্তিতর্কের দিকে থেকে এ ধরনের সম্ভাবনার কথা বলতে পারেন আপনি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আরেকটা যুক্তি ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ড. হামবোল্ডট নিজেই তো স্বীকার করেছেন তাঁর সব দোষ। কি স্বীকার করেননি তিনি?'

'হ্যাঁ, করেছেন। কিন্তু সম্ভাবনা সেখানে পৌঁছুলেন, বলুন তো, বন্ধু এলিজা?'

মুহূর্তের জন্যে বেলীর ঠোঁট জোড়া কুঁচকে রইল। তারপর হাসির রেখা ফুটল ঠোঁটের ফাকে। বলল, 'আমি এখানে মানুষের অনুভূতি বিবেচনা করে দেখেছি, আর. ড্যানীল, রোবটের নয়। কারণ রোবটের চেয়ে মানুষ সম্পর্কে বেশি জানি আমি। এদিকে দুই গণিতজ্ঞের মধ্যে কে প্রকৃত দোষী, দুই রোবটের ইন্টারভিউ নেয়ার আগেই মোটামুটি আন্দাজ করে বেরিয়ে আসে অসঙ্গতি। এবং দোষীকে শনাক্ত করার কাজটিও আমার জন্য অধিকতর সহজ হয়ে আসে। ব্যাখ্যা দাঁড় করানো মতো যুক্তি পেয়ে যাই। মানুষের আচার–আচরণ নিয়ে আমার সে নিজস্ব বিশ্লেষণ, শুধু তার ওপর ভিত্তি করে প্রকৃত দোষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে ভরসা পাচ্ছিলাম না।'

'মানুষের আচার-আচরণ নিয়ে আপনার নিজস্ব বিশ্লেষণটা কি? জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে আমার।'

'একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে এ নিয়ে আর প্রশ্ন করতেন না, আর. ড্যানীল। এখানে মূল বিপত্তিটা বাধিয়েছে বয়স। দুই গণিতজ্ঞের বয়সের ব্যবধান অনেক। একজন যেমন পাকা বুড়ো, আরেকজন সে তুলনায়, একেবারেই তরুণ।'

'হ্যাঁ, তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু তাতে কি?'

'ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করে দেখুন, বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নতুন আইডিয়া নিয়ে অন্যদের সাথে পরামর্শ করতে যান কারা? অপেক্ষাকৃত তরুণরাই সাধারণত একাজটা বেশি করে থাকেন। সেক্ষেত্রে ড. সাবাটের মতো গণিতশাস্ত্রের উদীয়মান জ্যোতিষ্কের মাথায় হঠাৎ যদি কোনো তাক

www.BanglaBook.org

লাগানো এবং বিপ্লব সৃষ্টি করার মতো আইডিয়া এসে থাকে, তাহলে ডা. হামবোল্ডট-এর মতো অভিজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে এ নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে খুব স্বাভাবিক। কারণ ছাত্রজীবনের প্রথম থেকেই ড. হামবোল্ডট-এর মতো মহান ব্যক্তি ড. সাবাটের কাছে প্রায় দেবতার মতো। এরকম সম্মানজনক পর্যায়ের কোনো ব্যক্তির আইডিয়া তাঁর আদর্শের অনুসারী কোনো তরুণ চুরি করবে, এটা অকল্পনীয় ব্যাপার। অপরদিকে ড. হামবোল্ডট মাথার এ ধরনের কোনো চমকপ্রদ আইডিয়া এলে, আত্মম্ভরিতার পরামর্শ করতে যাওয়ার কথা নয় তাঁর। এবং তিন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পুষ্ট বলে ক্ষমতা এবং খ্যাতির প্রতি লোভও প্রবল। কাজেই দু'দিনের এক ছোকরা গণিতজ্ঞ নতুন এক আইডিয়ার মাধ্যমে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যাবে, এটা ড. হামবোল্ডট-এর সহ্য হওয়ার কথা নয়। সেক্ষেত্রে প্রথম সুযোগেই আইডিয়াটা বাগিয়ে ফেলবেন তিনি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ড. সাবাট যে ড. হামবোল্ডট-এর আইডিয়ার চুরি করছেন, এটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এবং যে কোন দিক থেকে বিচার করতে গেলে ড.হামবোল্ডটই দোষী।'

আর. ড্যানীল অনেকক্ষণ ঝিম মেরে তলিয়ে দেখল ব্যাপারটা। তারপর বেলীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমাকে এখন যেতে হবে, বন্ধু এলিজা। আপনাকে দেখে ভালো লাগল খুব। হয়তো বা শীগগির আবার দেখা হবে আমাদের।'

বেলী উষ্ণ করমর্দন করল রোবটের সাথে। তারপর বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আর. ড্যানীল। শীগগির আমাদের দেখা না হওয়াটাই ভালো।'

■ অনুবাদ: শরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

রোবি

'আটানব্বই-নিরানব্বই-একশো।' গ্লোরিয়া তার নাদুস-নুদুস হাত দুটো চোখের সামনে থেকে সরিয়ে একটু দাঁড়াল। নাক কুঁচকে চোখ পিটপিট করে সূর্যের দিকে তাকাল। তারপর, দ্রুত চারপাশটা এক নজরে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করল। বেরিয়ে এল চুপিচুপি গাছের ছায়া থেকে যে গাছটিকে সে এতক্ষণ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

গলা বাড়িয়ে আরো দু'পা এগিয়ে তার ডানপাশের বুনো ঝোপগুলো পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করল এবং তারপর আরেকটু এগিয়ে গেল ছায়া ছায়া ঝোপটাকে ভালো করে দেখার জন্যে। পোকা-মাকড়ের গুনগুন শব্দ ছাড়া চারদিক নিঝুম। শুধু দূরে পাখির কিচির-মিচির শব্দ শোনা যায়। রোদ-টোদ মানে না ওগুলো।

গ্লোরিয়া গজগজ করতে করতে বলল, 'আমি নিশ্চিত ও বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে। লক্ষবার বলেছি ওকে, এটা ঠিক নয়।'

ঠোঁট দুটো পরস্পরের চেপে ধরে, কপাল কুঁচকে সে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে গেল দোতলা বাড়ির দিকে।

দেরী হয়ে গেছে, গ্লোরিয়া তার পেছনে শুনতে পেল যান্ত্রিক ঝনঝন শব্দ এবং তার সাথে রোবির ধাতব পায়ের তাল মেলানো থপ থপ শব্দ। ঘুরে দেখাল, তার বন্ধু বিজয়ীর মতো লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যাচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

গ্লোরিয়া তীক্ষ্ণ গলা চেঁচিয়ে বলল, 'থাম রোবি! এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না, রোবি! তুমি কথা দিয়েছিলে আমি যতক্ষণ না তোমাকে খুঁজে পাব ততক্ষণ তুমি পালাবে না।' তার ক্ষুদে পা দটো রোবির বিশাল ধাতব পায়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। গন্তব্যের দশগজ যখন মাত্র বাকি তখন রোবি হঠাৎ তার গতি কমালো যেন সে হামাগুড়ি দিচ্ছে, এই সুযোগে গ্লোরিয়া এক দৌড়ে রোবিকে পেছনে ফেলে গন্তব্যে পৌঁছে গেল।

উল্লসিত গ্লোরিয়া বিশ্বাসী রোবির দিকে তাকাল। অকৃতজ্ঞের মতো তাকে উপহাস করে বলতে লাগল তার দৌড়ানো নিয়ে।

'রোবি দৌড়তে পারে না,' গ্লোরিয়া তার আট বছর বয়সী গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'আমি তাকে যে কোনো সময়ই হারাতে পারি। আমি তাকে যে কোনো সময়ই হারাতে পারি।' বিদ্রুপ করে বলতে থাকে।

রোবি কোনো জবাব দিল না, অবশ্য সে কোনো কথা বলতে পারে না। সে দৌড়ানোর ভান করে একপাশে সরে গেল যতক্ষণ না গ্লোরিয়া আবার দৌড়তে শুরু করল। রোবি সরে গিয়ে গ্লোরিয়াকে পাশ কাটিয়ে গেল। গ্লোরিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করল ঘুরে ঘুরে রোবিকে ধরার জন্যে।

' রোবি,' হেসে গাড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল, 'দাঁড়িয়ে থাক!'

হঠাৎ রোবি ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্লোরিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে শূন্যে ঘোরাতে লাগল। গ্লোরিয়ার চোখের সামনে সাথে সাথে পুরো পৃথিবীটা দুলতে থাকল, মনে হল বড় বড় গাছগুলো যেন শূন্য থেকে মাটির দিকে নেমে আসছে। তারপর গ্লোরিয়াকে মাথার ওপর থেকে মাটিতে ঘাসের ওপর নামিয়ে দিল রোবি। গ্লোরিয়া রোবির পায়ে হেলান দিয়ে দম নিচ্ছিল, তখন তার ছোট হাত ধরে ছিল রোবির শক্ত ধাতব আঙুল।

অল্পক্ষণ পর দম ফিরে পেল গ্লোরিয়া। হাত দিয়ে সে তার মাথার চুল ঠিক করতে লাগল এবং পরনের জামা টেনেটুনে ঠিক করতে লাগল, যেমন তার মা করে থাকেন।

গ্লোরিয়া রোবির শক্ত ধাতব শরীরে একটা চড় মেরে বলল, রোবি! তুমি আমার কাছে মার খাবে।'

শুনে রোবি হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকল, যেন ভয় পেয়েছে। সব দেখে গ্লোরিয়া বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে মারব না। কিন্তু এবার আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লুকাব কারণ তুমি কথা দিয়েছ তুমি দৌড়বে না যতক্ষণ না আমি তোমায় খুঁজে পাই।'

রোবি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল—চৌকো মাথা, কোনাগুলো মসৃণ করে দেওয়া হয়েছে। মাথাটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আরেকটি চৌকো বড় বাক্সের মতো দেহের ওপর। ফ্ল্যাক্সিবল গলা, ইচ্ছে মতো ঘোরানো ফেরানো যায়—তারপর গাছের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। একটি পাতলা ধাতুর তৈরি পর্দা ওর চোখের ওপর নেমে এল। আর বুকের ভেতর তেকে সবসময়ই টিক টিক হচ্ছে।

'লুকিয়ে তাকাবে না—এবং একশো পর্যন্ত গুণবে', গ্লোরিয়া তাকে সাবধান করে দিল। কথাটা বলেই সে লুকাতে দৌড়াল।

ঠিক একশোটি টিক টিক শব্দ হওয়ার পর শরীরের ভেতর শব্দ থেমে গেলে, চোখের ওপরের ধাতব পর্দাটা সরে গেল। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল খোঁজ করতে গিয়ে। মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো থমকে দাঁড়ায় পাথরের আড়ালে রঙ্গিন জামার ওপর। ধীরে ধীরে এগোতে থাকে সেইদিকে। সে নিশ্চিত ওখানে গ্লোরিয়া লুকিয়ে আছে। গ্লোরিয়া তার ছোট্ট শরীরটা আর আড়াল করতে পারছিল না। তাই রোবি তার একটা হাত তার দিকে বাড়াল গ্লোরিয়াকে ধরার জন্য এবং অন্যহাতে নিজের পায়ে মেরে আওয়াজ করতে লাগল। গ্লোরিয়া বিরক্ত মুখে বেরিয়ে এল।

'তুমি চুরি করে দেখেছ!' গ্লোরিয়া অভিযোগ করল, 'আমি আর লুকোচুরি খেলা খেলব না, আমি তোমার পিঠে চড়ব।'

কিন্তু রোবি এই অপবাদে খুব দুঃখ পেল। তাই সে সাবধানে বসল মাটিতে এবং মাথাটা এদিক ওদিক নাড়তে লাগল।

গ্লোরিয়া দ্রুত তার গলার সুর পাল্টে ফেলল। 'প্লিজ, রোবি। আমি তো সত্যি সত্যি তোমাকে চুরির কথা বলিনি। তোমার পিঠে একটু চড়াও না।'

রোবি এত সহজে হার মানতে রাজী নয়। ঐ উদাস চোখ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল আর থেকে থেকে মাথা নাড়তে লাগল।

'প্লিজ, রোবি, প্লিজ আমাকে তোমার পিঠে একবার চড়াও।' গ্লোরিয়া তার ক্ষুদ্র দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রোবির ধাতব গলা। তারপরও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তৃতীয়বারের মতো মাথা ঝাঁকাল রোবি। গ্লোরিয়া মত পরিবর্তন করে তার গলা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। 'তুমি যদি না করো, তাহলে আমি কাঁদব কিন্তু,' কান্নার প্রস্তুতি হিসেবে ঠোঁট দুটো বাঁকিয়ে তুলল সে।

কিন্তু শক্ত হৃদয়ের রোবি এবারও তার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকল। তৃতীয়বারের মতো অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। গ্লোরিয়া এবার তার ট্রাম্প কার্ডটা ছাড়ার প্রস্তুতি নিল।

'তুমি যদি আমাকে,' রাগত গলায় বলল, 'পিঠে না চড়াও তাহলে আমি তোমাকে একটাও গল্প বলব না। একটাও না—'

এই মারাত্মক আলটিমেটামের পর রোবি অসম্ভব বিচলিত হয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়তে থাকে। ধাতব ঘাড় থেকে আওয়াজ বের হতে শুরু করে। সাবধানে সে ছোট্ট মেয়েটিকে তুলে তার মসৃণ চওড়া কাঁধের ওপর বসিয়ে দিল।

গ্লোরিয়ার চোখের পানি মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল এবং মুখে হাসি ফুটে উঠল। রোবির ধাতব শরীরের ভেতর হীটার সব সময় আরাম দায়ক সত্তর ডিগ্রী উত্তাপ বজায় রাখে এবং সেই আরামদায়ক উত্তাপের আমেজ নিতে নিতে গ্লোরিয়ার জুতোর হিল ধাতব শব্দ করে আঘাত করতে থাকে রোবির ধাতব বুকে।

'রোবি, তুমি এখন একটা এয়ার-কোস্টার, তুমি একটা বিশাল বড় রূপোলি এয়ার-কোস্টাটার। তোমার দুটো হাত ছাড়িয়ে দাও—তুমি এয়ার-কোস্টার হতে চাও তাহলে তুমি হাত দুটো ছড়িয়ে দাঁড়াও।'

যুক্তি অকাট্য। রোবি হাত ছড়িয়ে দাঁড়াল। হাতে বাতাস আঘাত করতে থাকে এবং তাই সে এখন একটি এয়ার-কোস্টার।

গ্লোরিয়া রোবটের মাথাটা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিল। সে যেন নদীর তীর ধরে ছুটছে। গ্লোরিয়া কোস্টারে একটা এঞ্জিন লাগাল। সেটা বার-র-র শব্দ শুনে স্টার্ট নিল এবং তারপর অস্ত্র থেকে গুলি ছুটছে 'পুঁই-ই' এবং 'সুইস-স-স-স' শব্দ তুলে। অর্থাৎ রোবি এখন একটি জাহাজে পরিণত হয়েছে। জলদস্যুর জাহাজ ওদেরকে তাড়া করে আসছে। বৃষ্টির মতো জলদস্যু ঝরে পড়ছে জাহাজ থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আর একটা মেরেছি– আরো দুটো,' চেঁচিয়ে বলল গ্লোরিয়া। তারপর জরুরী আদেশ দিল, 'তাড়াতাড়ি পালাও। আমাদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে আসছে।' আদেশ পাওয়া মাত্র রোবি তার শরীরে ঝড়ের গতি তুলল।

খোলা মাঠ পেরিয়ে, লম্বা ঘেসোজমির কাছে এসে থামল হঠাৎ। সেই ঝাঁকুনিতে কাঁধে বসে থাকা আরোহী গড়িয়ে পড়ল সামনের নরম ঘাসের কার্পেটে।

উত্তেজিত গ্লোরিয়া ফিস ফিস করে বলে উঠল, 'দারুণ হয়েছে রোবি, দারুণ।'

রোবি অপেক্ষা করে গ্লোরিয়া শ্বাস নর্মাল হওয়া পর্যন্ত। তারপর হাত বাড়িয়ে তার চুলের গোড়ায় মৃদু টান দেয়।

'তুমি কিছু চাইছ মনে হচ্ছে?' গ্লোরিয়া প্রশ্ন করল অসহিষ্ণু গলায়। রোবি তার চুলের গোড়ায় আরো চাপ দিল। বেনী ধরে টান দিল।

'ওহ্ বুঝেছি। তুমি গল্প শুনতে চাচ্ছ?'

রোবি দ্রুত সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকাল।

'কোনটা শুনবে?'

রোবি একটা আঙ্গুল দিয়ে বাতাসে অর্ধেকটা বৃত্ত এঁকে দেখায়।

গ্লোরিয়া প্রতিবাদ করে বলে উঠল, 'আবার? এই সিন্ডেরেলার গল্প অন্তত কয়েক লক্ষবার তোমাকে বলেছি। একই গল্প শুনতে তোমার খারাপ লাগে না? তাছাড়া এটাতো বাচ্চাদের গল্প।'

আবার অর্ধবৃত্ত আঁকাল রোবি।

'ওহ্ ঠিক আছে, ঠিক আছে,' গ্লোরিয়া মনে মনে গল্পটা গুছিয়ে নিল। (তার নিজের বর্ণনার ফলে গল্পটা সবসময় অতিরঞ্জিত হয়) তারপর শুরু করল :

'তুমি প্রস্তুত? ঠিক আছে—অনেকদিন আগে সুন্দর এক মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার এলা। তার ছিল এক নিষ্ঠুর সৎ-মা এবং ছিল দুজন কুৎসিত এবং ঝগড়াটে সৎ-বোন এবং—'

গ্লোরিয়া ধীরে ধীরে গল্পের চরম উত্তেজনাময় মুহূর্তে এসে পৌঁছাল—গভীর রাতে নেমে এসেছে, সব কিছু বদলে বিবর্ণ পুরানো হয়ে যাচ্ছিল

www.BanglaBook.org

অল্প অল্প করে, রোবি যখন বিস্ফারিত চোখে শুনছিল, ঠিক তখনই ছন্দপতনটা হল

'গ্লোরিয়া!'

দূর থেকে ভেসে আসছে ভয় মিশ্রিত এবং উত্তেজিত এক মহিলার কণ্ঠস্বর। অনেকক্ষণ ধরেই ডাকা হচ্ছিল।

'মা ডাকছে আমাকে,' গ্লোরিয়া বলল অখুশি গলায়। 'তুমি আমাকে কোলে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস, রোবি।'

রোবি তক্ষণি আদেশ পালনের জন্য তৈরি হয়, কারণ তার যন্ত্র হৃদয় বোঝে মিসেস ওয়েস্টনের অবাধ্য না হওয়া ভালো। গ্লোরিয়া বাবা একমাত্র রোববার ছাড়া সকালের দিকে বাসায় থাকেন না, আজ রোববার বলে তিনি বাসায় আছেন। তিনি একজন অমায়িক ভদ্রলোক। গ্লোরিয়ার মার সামনে রোবি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং পড়লে তাকে এড়িয়ে চলে।

মিসেস ওয়েস্টন ওদের দুজনকেই দেখতে পেলেন লম্বা লম্বা ঘাসের আড়াল থেকে ওরা উঠে দাঁড়াল যখন। তিনি আর না এগিয়ে ঘরের ভেতর গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'চেঁচিয়ে আমার গলা ভেঙ্গে গেছে, গ্লোরিয়া,' বোঝাই গেছে তিনি বেশ রেগে আছেন। 'কোথায় ছিলে তোমরা?'

'আমি তো রোবির সাথে ছিলাম,' কাঁপা গলায় জবাব দিল গ্লোরিয়া। 'সিন্ডেরেলার গল্প বলতে বলতে ডিনারের কথা ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আশ্চর্য, রোবি দেখছি আজকাল সব ভুলে যাচ্ছে।' হঠাৎ রোবটের উপস্থিতি স্মরণ হওয়াতে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'তুমি এখন যেতে পার, রোবি। তোমাকে এখন তার দরকার নেই।' তারপর কঠোর গলায় বললেন, 'যতক্ষণ না আমি ডাকছি ততক্ষণ এদিকে আসবে না।'

রোবি যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু গ্লোরিয়ার কান্নায় থমকে দাঁড়াল, 'দাঁড়াও মা ওকে একটু থাকতে দাও। আমি সিন্ডেরেলার গল্পটা শেষ করিনি। আমি বলেছি ওকে সিন্ডেরেলার গল্পটা শোনাব এবং সেটা শেষ করিনি।'

www.BanglaBook.org

'গ্লোরিয়া!'

'মা, ও এত চুপ করে থাকবে যে তোমরা বুঝতেই পারবে না, ও এখানে আছে, কোনার একটা চেয়ারে বসে থাকবে, একটাও কথা বলবে না—আমি বলছি সে কিছুই করবে না। তাই না, রোবি?'

রোবি তার বিশাল মাথা নেড়ে গ্লোরিয়াকে সমর্থন জানাল।

'গ্লোরিয়া তুমি যদি এইসব বাড়াবাড়ির বন্ধ না করো তাহলে এ সপ্তাহের জন্য রোবির মুখ দেখতে পাবে না।'

নিরুপায় হয়ে মেয়েটি বলে উঠল, 'ঠিক আছ! কিন্তু সিন্ডেরেলা ওর একটি প্রিয় গল্প এবং আমি ওটা শেষ করতে পারিনি। ও গল্পটা খুব ভালো বাসে।'

রোবট ধীর গতিতে ফিরে চলল আর পেছনে গ্লোরিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

জর্জ ওয়েস্টন ছুটির আমেজে ছিলেন। রোববার দুপুর বেলাটা একটু ভালো মন্দ খেয়ে নরম আরাম বিছানায় পিঠ লাগিয়ে হাতে টাইম পত্রিকা, শার্টহীন খালি গা থাকাটা দীর্ঘদিনের অভ্যাস—কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি আরাম বোধ করছেন না।

তাঁর স্ত্রীকে ঘরে ঢুকতে দেখে খুশি হতে পারলেন না। দশ বছর বিবাহিত জীবন কাটানোর পরও স্ত্রীর সান্নিধ্য তাঁর কাছে পরম উপভোগ্য, কারণ তিনি স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। কিন্তু আজ ডিনারের পর ঘণ্টা দুই-তিনেক একটা অবসর চেয়েছিলেন। তিনি জোর করে কাগজের ওপর চোখ আটকে রাখলেন যেখানে লেফব্রে-ওসিডার মঙ্গল অভিযানের কথা লেখা আছে। (চাঁদের ঘাঁটি থেকে এবার যাত্রা করা হয়েছে এবং মিশন সাক্সেসফুল) এবং তিনি মিসেস ওয়েস্টনকে না দেখার ভান করছেন।

মিসেস ওয়েস্টন ধৈর্য ধরে দুই মিনিট অপেক্ষা করলেন, আরো দুইমিনিট অপেক্ষা করলেন অধৈর্য হয়ে, তারপর নীরবতা ভাঙ্গলেন।

'জর্জ।'

'হুঁ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জর্জ, কাগজটা রেখে আমার দিকে তাকাবে একবার?'

কাগজটা মেজেতে ফেলে উদ্বিগ্ন মুখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'কি ব্যাপার?'

'তুমি ভালো করেই জান, জর্জ। গ্লোরিয়া আর এই ভয়ঙ্কর মেশিনটার কথা বলছি।'

'কোন ভয়ঙ্কর মেশিনটা?'

'দেখ, বুঝে না বুঝার ভান করবে না। আমি রোবটটার কথা বলছি যেটাকে গ্লোরিয়া রোবি বলে ডাকে। এক মুহূর্তের জন্য মেয়েটাকে সে ছাড়ে না।'

'কেন ছাড়বে? সেটা তো ওর দায়িত্ব। এবং সে মোটেও ভয়ঙ্কর মেশিন নয়। আমি আমার সারা বছরের রোজগারের অর্ধেক দিয়ে ওকে কিনেছি এবং আমি নিশ্চিত সে অর্ধেক বছরের রোজগার ফিরিয়ে দেবে। ও আমার অফিস কর্মীদের চেয়ে অনেক বেশি চটপটে আর চালাক।'

তিনি আবার কাগজটা তুলতে গেলেন মেঝে থেকে কিন্তু তাঁর স্ত্রী তৈরি ছিলেন, আগেই কাগজটা ছিনিয়ে নিলেন।

'আমার কথাটা শোনো, জর্জ। আমার মেয়েকে আমি একটি মেশিনের কাছে বিশ্বাস করে রাখতে পারব না এবং ও চালাক তাও দেখব না। ওর কোনো আত্মা নেই, কেউ জানে না ও কি ভাবে। একটা শিশু কখনো একটা ধাতুপিণ্ডের সঙ্গে বেড়ে উঠতে পারে না।'

ওয়েস্টনের গলায় শ্লেষ, 'এত দুশ্চিন্তা কখন এল তোমার মাথায়? ও তো গ্লোরিয়ার সঙ্গে দুবছর ধরে আছে কিন্তু এতদিন তো কোনো অভিযোগ শুনলাম না, হঠাৎ আজ কেন?'

'প্রথম দিকে ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল। আমার কাজে সাহায্য করতে এবং—এবং তখন ওটা ছিল একটা ফ্যাশান। কিন্তু এখন আমার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। প্রতিবেশীরা...'

'এর ভেতর আবার কেন প্রতিবেশী আসছে? দেখ। একটি শিশুর জন্যে একজন মানুষ নার্সের চেয়ে একটি রোবট অনেক ভালো এবং অনেক বিশ্বাসী। রোবির মানসিকতা বিশেষ ভাবে তৈরি—সেটা বাচ্চাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ওর পুরো মানসিকতা তৈরি করা হয়েছে

www.BanglaBook.org

ওভাবে। তাই তার পক্ষে অন্য কোনো চিন্তা করা বা ক্ষতিকর কিছু করা সম্ভব নয়। ও মেশিন এটা ঠিক—ওকে ওভাবেই তৈরি করা হয়েছে বলে। তা না হলেও মানুষের থেকে অনেক অনেক ভালো।'

'কিন্তু কাল ওটা খারাপ হতে পারে। কিছু—কিছু—' মিসেস ওয়েস্টন রোবটের ভেতরের কলকব্জা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না, 'তার ভেতরের কিছু যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে ওটা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে এবং—এবং,' আশঙ্কার কথা তিনি ভালো করে শেষ করতে পারলেন না।

'বোকার মতো কথা বল না,' অজানিত আশঙ্কায় নিজেও কেঁপে উঠলেন। 'ওটা অসম্ভব। রোবিকে কেনার সময় রোবোটিক্সের প্রথম নিয়ম নিয়ে প্রচুর আলোচনা করে তারপর কিনেছি। প্রথম নিয়মে লেখা আছে কোনো রোবট মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না। তাছাড়া প্রথম নিয়ম যদি না মানে তাহলে রোবটকে সম্পূর্ণ অকেজ করার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং অংকের নিয়মে এটা একেবারে অসম্ভব। তাছাড়া ইউ. এস. রোবটস-এর কারখানা থেকে বছরে দু'বার এঞ্জিনিয়ার এসে রোবিকে মেরামত করে দিয়ে যায়। আমরা মানুষেরা হঠাৎ পাগল হয়ে যেতে পারি না ঠিক, তেমনি রোবিও খারাপ হয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া হঠাৎ করে রোবিকে গ্লোরিয়ার কাছ থেকে সরাবে কি করে?'

মিস্টার ওয়েস্টন কাগজের দিকে হাত বাড়াতেই তাঁর স্ত্রী সেটা অন্য ঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'আমি সেটাই বলতে চাচ্ছি জর্জ। গ্লোরিয়া অন্য কারো সাথে খেলে না। পাড়ার প্রায় ডজন খানেক ছেলে মেয়ে আছে, কিন্তু সে তাদের সাথে মিশবে না। ওদের সাথে মিশবে না, যতক্ষণ না আমি ওকে ঠেলে পাঠাব। একটা বাচ্চা মেয়ে ওভাবে বেড়ে ওঠাটা ঠিক নয়। তুমি নিশ্চয়ই তার অস্বাভাবিক কিছু একটা হয়ে যাক, সেটা চাও না। সমাজে মেলামেশা করুক সেটাই তো তুমি চাও।'

'তুমি ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছ, গ্রেস। মনে করো রোবি আমাদের একটি পোষা কুকুর। আমি এমন অনেক বাচ্চা দেখেছি যারা নিজের চেয়ে কুকুর ছানাকে ভালোবাসে বেশি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কুকুরের কথা আলাদা জর্জ। আমরা ওই আতঙ্ক থেকে মুক্ত হতে চাই। তুমি কোম্পানিতে ওটা আবার বেচে দাও। আমি কথা বলে রেখেছি এবং তুমি ওটা বেচে দিবে।'

'কথা বলা হয়ে গেছে? শোনো গ্রেস, এতটা গভীরে যেও না। গ্লোরিয়া বড় না হওয়া পর্যন্ত রোবট থাকবে। আমি এ ব্যাপারে আর কোনো কথা বলতে চাই না।' তারপর তিনি গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুদিন পর সন্ধ্যায় বাড়ি ঢোকার মুখে মিসেস ওয়েস্টন তাঁর স্বামীকে দরজার সামনে ধরলেন। 'তোমাকে এটা শুনতেই হবে জর্জ। পাড়ার লোকেরা যা তা বলছে।'

'কোন ব্যাপারে?' ওয়েস্টন জিজ্ঞেস করলেন, তিনি হাতমুখ ধুতে বাথরুমে ঢুকলেন। পানির সাহায্যে সব ধরনের উত্তর ধুয়ে মুছে ফেলতে চাইলেন।

মিসেস ওয়েস্টন অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন, 'রোবি ব্যাপারে।'

ওয়েস্টন বেরিয়ে এলেন তাওয়েল হাতে। রাগে মুখ তার লাল। 'তুমি কি বলছ?'

'ব্যাপারটা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আমি চোখ-কান বুজে থাকার ভান করছি কিন্তু আর পারছি না। পাড়ার প্রায় সকলেই মনে করে রোবি বিপজ্জনক। সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির আশে পাশে তাদের ছেলে-মেয়েদের ঘেঁসতে দিচ্ছে না।'

'আমরা আমাদের বাচ্চাদের বিশ্বাস করি।'

'অন্যরা এ ব্যাপারে অভ্যস্ত নয়।'

'তাহলে ওদের জাহান্নামে যেতে বল।'

'তা বললে তো সমস্যার সমাধান হবে না। আমাকে দোকানে যেতে হয় ওদের সাথে মুখোমুখি হতে হয় রোজ। শহরগুলোর অবস্থা তো আরো খারাপ যখন সেটা রোবট বিষয়ক হয়। নিউ-ইয়র্ক শহরে তো সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কোনো রোবটকে রাস্তায় বের হতে দেয় না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা ঠিক, কিন্তু আমাদের বাড়িতে একটা রোবট রাখাতে ওরা নিশ্চয়ই নিষেধ করে নি।—গ্রেস, এটা হল তোমার ইচ্ছে রোবটাকে তুমি তাড়াতে চাও। কিন্তু তা হবে না। আমরা রোবিকে রাখছি।'

তারপরেও জর্জ তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসেন—ভালো যে বাসেন সেটা স্ত্রী ভালো করেই জানেন। জর্জ ওয়েস্টন আর যাই হোক, সে একজন মানুষ—বেচারা স্বামী—এবং সেই দুর্বলতাটাকেই কাজে লাগালেন তাঁর স্ত্রী। স্ত্রী চাতুর্যের কাছে ধীরে ধীরে পরাভূত হতে থাকেন তিনি।

সপ্তাহে দশবার 'রোবি আছে–এবং থাকবে।' বললেও প্রতিবারই সে কথার জোর করে আসছিল তিনি নিজেও সেটা বুঝতে পারছিলেন।

অবশেষে রোবির শেষ দিন এসে গেল যেদিন ওয়েস্টন মেয়ের কাছে বিমর্ষ ও লজ্জিত মুখে হাজির হলেন। গ্রামে 'ভিসিভক্স শো' এসেছে, তিনি গ্লোরিয়াকে নিয়ে দেখতে যাবেন।

গ্লোরিয়া হাত তালি দিয়ে বলল, 'রোবিও যাবে, বাবা?'

'না,' তিনি বললেন, 'কোনো রোবট ওরা ভিসিভক্সে ঢুকতে দেয় না—তুমি ঘুরে এসে রোবিকে গল্পটা বল।' শেষ কথাগুলো বলতে খুব খারাপ লাগছিল তাঁর। অন্যদিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন তিনি।

গ্লোরিয়া ভিসিভক্স শো দেখে আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এল। সত্যি দেখার মতো শো করে ভিসিভক্স শো। উত্তেজনায় টগবগ করছিল সে।

বাবা বাড়ির গ্যারেজে জেট-কার রাখছিল যখন তখন সে বলল, 'রোবিকে গল্পটা বললে কি হবে, তাই না, বাবা। সে সবই পছন্দ করবে। ফ্রান্সিস ফ্রান যখন চুপিচুপি পালাচ্ছিল, হঠাৎ একটা লিউপার্ড ম্যান ওর ঘাড়ে এসে পড়ল, এই গল্পটা রোবির খুব ভালো লাগবে।' আবার হাসিতে ফেটে পড়ল সে, 'আচ্ছা বাবা, চাঁদে কি সত্যি লিউপার্ড-ম্যান আছে?'

'না বোধ হয়,' অন্যমনস্কভাবে জর্জ বললেন। 'এটা শুধু আনন্দ দেওয়ার জন্যে।' তিনি গাড়িটা নিয়ে যতক্ষণ পারা যায় সময় নষ্ট করছিলেন। তাঁকেই তো ভয়ঙ্কর মুহূর্তের মুখোমুখি হতে হবে।

www.BanglaBook.org

গ্লোরিয়া লন পেরিয়ে দৌড় দিল। 'রোবি– রোবি!'

হঠাৎ চোখ পড়ল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লেজওয়ালা বাদামী কুকুর। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পোর্চের নিচে।

'ওহ্, কি সুন্দর কুকুর।'গ্লোরিয়া সতর্কভাবে এগিয়ে গেল এবং কুকুরটাকে আদর করল। 'এটা কি আমার জন্যে, বাবা?'

তার মা বেরিয়ে এসে ওদের সাথে যোগ দিয়েছেন। 'হ্যাঁ, এটা তোমার, গ্লোরিয়া। দেখতে সুন্দর না—নরম এবং লোমওয়ালা। দেখ দেখ কি শান্ত, একেবারে বাচ্চা মেয়েদের মতো।'

'ও কি খেলতে পারে?'

'অবশ্যই। ও কত ধরনের খেলা জানে। তুমি কি দেখতে চাও?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। রোবিও আমার সাথে দেখবে।—রোবি!' সে থমকে থেমে গেল, কপালে কুঁচকে বলল, 'নিশ্চয়ই রেগে আছে। ভিসিভক্সে নিয়ে যাইনি বলে রাগ করে ঘরে বসে আছে। তুমি বুঝিয়ে বল ওকে বাবা। ও আমার কথা বিশ্বাস করবে না, তবে তুমি বললে ও শুনবে।'

ওয়েস্টন ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল। স্ত্রীর দিকে তাকালেন কিন্তু চোখাচোখি হল না।

গ্লোরিয়া বেসমেন্টের দিকে দৌড়তে দৌড়তে বলল, 'রোবি– দেখে যাও বাবা-মা, আমার জন্যে কি এনেছে। আমার জন্য একটা কুকুর এনেছে, রোবি।'

একটু পরেই মেয়েটা ভয়ার্তমুখে ফিরে এল। 'মা রোবি তো ঘরে নেই। ও কোথায়?' কারো মুখে কোনো জবাব নেই। জর্জ ওয়েস্টন খুক খুক করে কেশে হঠাৎ যেন আকাশে মেঘ দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গ্লোরিয়া কান্না মেশান গলায় বলল, 'রোবি কোথায়, মা?'

মিসেস ওয়েস্টন নিচু হয়ে বসে মেয়েকে কাছে টেনে বললেন, 'মন খারাপ করো না, গ্লোরিয়া। রোবি চলে গেছে।'

'চলে গেছে? কোথায়? কোথায় চলে গেছে মা?'

'কেউ জানে না, বাছা। হঠাৎ বেরিয়ে চলে গেছে।' আমরা খুঁজে-খুঁজে হয়রান, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেলাম না।'

www.BanglaBook.org

'তার মানে ও আর ফিরে আসবে না?' আতঙ্কে ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল।

'আমরা ওকে খুব শিগগির খুঁজে পাব। ওকে আমরা খুঁজছি। ততদিনে তুমি ছোট্ট সুন্দর কুকুরটা নিয়ে খেলা করো। ওর দিকে তাকিয়ে দেখ। ওর নাম লাইটেনিং, দেখ ও কি—'

কিন্তু গ্লোরিয়ার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, 'আমি এই পচা কুকুর চাইনা—আমি রোবিকে চাই। রোবিকে খুঁজে এনে দাও।' প্রবল আবেগে গ্লোরিয়ার কথা এবং কান্না সব মিলেমিশে এক তীব্র চিৎকারে রূপ নিয়েছে।

মিসেস ওয়েস্টন সাহায্যের আশায় স্বামীর দিকে তাকালেন কিন্তু তাঁর স্বামী যেন পণ করেছেন আকাশের মেঘের দিক থেকে চোখ ফেরাবেন না। তাই তাকেই এগিয়ে যেতে হল মিথ্যা সান্ত্বনা দেবার জন্যে, 'কার জন্যে কাঁদছ, গ্লোরিয়া? রোবি তো মাত্র একটা মেশিন, একটা পুরানো বাজে মেশিন। ও জীবন্ত নয়।'

'না, ও মেশিন নয়। চেঁচিয়ে বলল গ্লোরিয়া। 'ও তোমার আমার মতো মানুষ এবং ও আমার বন্ধু। ওকে ফিরিয়ে এনে দাও। মা, আমি ওকে ফিরে পেতে চাই।'

ওর মা হাল ছেড়ে দিয়ে মেয়েকে ফেলে রেখে সেখান থেকে চলে গেলেন।

'ওকে কাঁদতে দাও যতক্ষণ কাঁদতে চায়', মিসেস ওয়েস্টন তাঁর স্বামীকে বললেন। 'বাচ্চাদের দুঃখ বেশিদিন থাকে না। কয়েকদিনের ভেতের ও ভুলে যাবে ওই ভয়ঙ্কর রোবটটার কথা।'

কিন্তু সময় বলে দিল, মিসেস ওয়েস্টনের ধারণা ভুল, গ্লোরিয়া একসময় কান্না বন্ধ করল ঠিকই কিন্তু সেই সাথে হাসাও বন্ধ করে দিল। যতদিন যেতে লাগল ছোট্ট মেয়েটা স্তব্ধ হয়ে যেতে লাগল। মেয়ের পরিবর্তনে মাকে কষ্ট দিচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু স্বামীর কাছে হার স্বীকার করতে বাধছিল তাঁর।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় মিসেস ওয়েস্টন রাগে গজ গজ করতে করতে লিভিং রুমে এস বসলেন। হাতদুটো ভাঁজ করা এবং রাগে লাল হয়ে গেছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিস্টার ওয়েস্টন এমনভাবে ঘাড় চুলকালেন যাতে খবরের কাগজের আড়ার থেকে তাঁকে দেখা যায়, 'আবার কি হল, গ্রেস?'

'মেয়েটাকে নিয়ে আর পারি না, জর্জ। আজ কুকুরটাকে ফিরিয়ে দিলাম। গ্লোরিয়া ওটাকে সহ্যই করতে পারে না। গ্লোরিয়া আমাকে পাগল করে ছাড়বে।'

ওয়েস্টন খবরের কাগজটা নামিয়ে রাখলেন। আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল তাঁর চোখ, 'আমরা রোবিকে আবার ফিরিয়ে আনি। তুমি জান, এতে কাজ হবে। আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করি—'

'না!' কঠিন গলায় প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন মিসেস ওয়েস্টন। 'আমি ওকথা শুনতে চাই না। এত সহজে ছেড়ে দেব না আমরা। আমার বাচ্চা একটি রোবটের কাছে বড় হবে না। আমি এক বছর অপেক্ষা করব, ওর ভুলে যেতে।'

হতাশ মুখে জর্জ আবার খবরের কাগজটা তুলে নিলেন। 'এভাবে একবছর চলতে থাকলে আমার চুল পেকে যাবে।'

'তুমিই পার সাহায্য করতে,' জর্জ, অনুনয়ের সুরে স্বামীকে বললেন মিসেস ওয়েস্টন। 'গ্লোরিয়ার আবহাওয়া পরিবর্তন দরকার। এখানে থাকলে সে রোবিকে ভুলতে পারবে না। প্রতিটি গাছ, পাথর সব কিছুতেই রোবির স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির কথা আমি আগে শুনিনি। একটা রোবটের জন্যে একটি বাচ্চা তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছে।'

'বেশ, আসল কথায় এস। পরিবেশ পরিবর্তনের কি বুদ্ধি করেছ শুনি?'

'আমরা ওকে নিউ-ইয়ার্কে নিয়ে যাব।'

'শহরে! এই আগস্টে! তুমি কি জান আগস্ট মাসে নিউ-ইয়র্কে কেমন হয়? একেবারে অসহ্য।'

'লাখ লাখ লোক সহ্য করছে।'

'তাদের অন্য কোথাও জায়গা নেই, তাই। তারা নিউ-ইয়র্কে থাকতে না চাইলেও বাধ্য হয়েই থাকছে।'

'আমাদের হবে। আমি বলছি আমরা যাব—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা করতে হবে। শহরে গেলে অন্য কিছুতে তার উৎসাহের ভাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়বে না, বন্ধু-বান্ধবের অভাব হবে না। একদিন সে ঠিকই মেশিনটাকে ভুলে যাবে।

'ওহ্, ঈশ্বর,' জর্জ বলে উঠলেন, 'ভাজা ভাজা হয়ে যাব সবাই।'

'কিচ্ছু করার নেই,' অটল জবাব। 'গত একমাসে গ্লোরিয়ার পাঁচ পাউন্ড ওজন কমেছে। তোমার আরামের চেয়ে আমার মেয়ের স্বাস্থ্যে অনেক বেশি প্রয়োজনীয়।'

'সেটা তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিল রোবটটাকে দূরে সরিয়ে দেবার সময়', বিড় বিড় করে বললেন জর্জ—নিজেকে।

শহরে যাবার কথা শুনে গ্লোরিয়ার ভেতর তাৎক্ষণিক কিছু শারীরিক মানসিক উন্নতি দেখা দিল। এমনিতে সে কথা কম বলে কিন্তু যখন বলে তখন সবাইকে অস্থির করে তুলে। আবার তার মুখে হাসি ফুটল, খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিক হয়ে এল।

মিসেস ওয়েস্টন নিজের প্ল্যানের সাফল্য দেখে খুশিতে বাগ বাগ এই ভেবে যে অসহযোগী স্বামীর ওপর তাঁর জয় হয়েছে।

'দেখেছ, জর্জ, জিনিসপত্র গোছাতে ও কি সুন্দর সাহায্য করছে। বকবক করে যাচ্ছে যেন সে পৃথিবীর আর কিছুতে তার মন নেই। আমি বলেছিলাম না, ওর একটা পরিবর্তন দরকার।'

'হু-ম্-ম্-ম্,' নিরাসক্ত গলায় বললেন, 'সে রকম হলেই ভালো।'

সব প্রস্তুতিই শেষ হল তাড়াতাড়ি। শহরের বাড়িটাকে ঠিকঠাক করালেন এবং হাউসকিপার দম্পতিকে বাড়িটা দেখা শোনার জন্যে নিয়োগ দেওয়া হল। শেষ পর্যন্ত যাবার দিন ঘনিয়ে এল। গ্লোরিয়া কিন্তু সেই আগে গ্লোরিয়াই আছে। একবারের জন্যের রোবির কথা মুখে আনেনি।

একটি ট্যাক্সি-জাইরোতে করে পুরো পরিবার মালামালসহ এয়ারপোর্টে এলেন। ওয়েস্টন নিজের জাইরোতে আসতে পারতেন, কিন্তু তাঁর নিজের জাইরোতে সীট মাত্র দুটো এবং মালপত্র রাখার কোনো জায়গা নেই এবং অপেক্ষারত প্লাইনারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

www.BanglaBook.org

'এস, গ্লোরিয়া,' মিসেস ওয়েস্টন বললেন। 'তোমার জন্যে জানালার পাশে সীট রেখেছি যাতে তুমি দৃশ্য দেখতে পার।'

গ্লোরিয়া জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। নাক কাচের সাথে চেপে অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগল নিচের খেলনার মতো সব ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট।

'আমরা কি খুব তাড়াতাড়ি শহরে পৌঁছে যাব, মা?' গ্লোরিয়া জিজ্ঞেস করল জানালার কাচে নাক ঘসতে ঘসতে। এয়ার লাইনার তখন এককটা মেঘের ভেতর ঢুকে গেল তারপর একসময় মেঘটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আর আধাঘণ্টা।' তারপরের কথায় আশঙ্কা মেশান ছিল মনে হয়। 'তোমার কি ভালো লাগছে না, আমরা শহরে যাচ্ছি? সেখানে বড় বড় ঘর-বাড়ি এবং মানুষজন এবং জিনিসপত্র দেখে তোমার ভালো লাগবে। আমরা প্রতিদিনই ডিসিভক্সে যাব, সার্কাসে যাব এবং বীচে বেড়াতে যাব এবং—'

'হ্যাঁ, মা,' হঠাৎ গ্লোরিয়া বলল। এয়ার লাইনার তখন মেঘের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বাইরের মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ পর যখন নীলাকাশ দেখা দিল তখন গ্লোরিয়া মার দিকে রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকাল।

'আমি জানি, আমরা কেন শহরে যাচ্ছি, মা।'

'তুমি জান?' মিসেস ওয়েস্টন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। 'কেন, বল তো?'

'তোমরা আমাকে অবাক করে দেবে বলে আমাকে কিছু জানাওনি। কিন্তু আমি জানি এক মুহূর্তের জন্য সে থেমে গেলে তার নিজের কথা শুনে, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'আমরা নিউ-ইয়োর্ক শহরে যাচ্ছি রোবিকে খুঁজে বের করতে, তাই না?—সঙ্গে থাকবে ডিটেকটিভরা।'

গ্লাসে করে পানি খাচ্ছিলেন মিস্টার ওয়েস্টন। তখনই মেয়ের এই সরল বিশ্বাসের কথাটা শুনতে পেলেন। বীষম খেলেন তিনি। হাতের গ্লাস থেকে পানি চলকে পড়ে জামা ভিজিয়ে দিল। কোনো রকমে কাশির দমক সামলে স্থির হলেন তিনি। যখন তিনি সামলে নিলেন সব, তখন উঠে দাঁড়ালেন, মুখ টকটকে লাল, ভেতরে ভেতরে অসহায় তীব্র ক্রোধ তাঁকে

www.BanglaBook.org

যেন অস্থির করে তুলল। সিমেস ওয়েস্টন নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছেন, কিন্তু গ্লোরিয়া যখন কৌতূহলী হয়ে বার বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল তখন দেখলেন তাঁর ক্রোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে।

'হয়তো,' দাঁতে দাঁতে চেপে তিনি বললেন, 'এখন দয়া করে চুপ করে বস।'

১৯৯৮ এডি. নিউ-ইয়োর্ক শহর ভ্রমণকারীদের স্বর্গ। গত কয়েক বছর রেকর্ড ভঙ্গ করে শহরে ভ্রমণকারীরা এসেছে। গ্লোরিয়ার বাবা-মা সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং শহরের আনন্দ স্রোতে ভেসে গেলেন।

স্ত্রীর আদেশ মতো জর্জ ওয়েস্টন সব ব্যবস্থা করলেন, একমাস ধরে সব কিছু দেখে বেড়ালেন তারা। পানির মতো টাকা খরচ হচ্ছে। তারপরও গ্লোরিয়ার ভালো লাগলে তাদের সব পাওয়া হবে। একমাস পরে দেখা গেল, এমন কোনো জায়গা বা কিছু করা হয় নি যা ছিল বাকি।

গ্লোরিয়াকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আধ মাইল লম্বা রুজভেল্ট বিল্ডিং-এর ছাদে। সেখানে থেকে লং আইল্যান্ড এবং নিউজার্সির সমতলভূমি দেখল। চিড়িয়াখানায় গিয়েছে, যেখানে গ্লোরিয়া, 'জীবন্ত সিংহ' দেখে (হতাশ হল সিংহকে একটা মাংসের টুকরো খেতে দেওয়াতে, সে ভেবেছিল টুকরো মাংসের বদলে একটা মানুষ খেতে দেওয়া হয়), এবং পানিতে তিমি মাছ দেখেছে।

বেশ কয়েকটা যাদুঘরে তারা গিয়েছে। যাবার পথে পার্ক, বীচ এবং এক্যুরিয়াম দেখেছেন মন ভরে।

গ্লোরিয়া হাডসন নদীতে স্টিমারে করে ঘুরে বেড়িয়েছে। এরপর গ্লোরিয়া রকেটে চড়ে স্ট্রাটোস্ফীয়ারে ঘুরে এসেছে। সেখানে আকাশ বেগুনি রং-এর হয়ে আছে, তারা ফুটে আছে, এবং পৃথিবীকে সেখান থেকে কুয়াশায় ঘেরা একটা গোলাকার থালার মতো মনে হচ্ছে। লং আইল্যান্ডের পানির নিচে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গ্লাসের দেওয়াল ওয়ালা সাব-সী গাড়িতে করে, সেখানে দেখেছে ঢেউ খেলানো সবুজের রাজ্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্লোরিয়ার মা মিসেস ওয়েস্টন তাকে নিয়ে গেলেন একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে সেখানে গ্লোরিয়া অন্যরকম মজা পাবে।

মাস যখন দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল তখন গ্লোরিয়ার বাবা-মা একমত হলেন যে গ্লোরিয়া মন থেকে রোবির স্মৃতি মুছে দিতে পেরেছেন—কিন্তু তারপরেও তাঁরা নিশ্চিত নয়।

আসলে দেখা গেছে গ্লোরিয়া যেখানে গিয়েছে সেখানেই একটা না একটা রোবট আছে। রোবটের প্রতি গ্লোরিয়ার উৎসাহ বরাবরই বেশি। ঘরের কোনে যদি কোনো ধাতব বস্তু নড়াচড়া তার চোখে পড়ছে তাহলে আগ্রহ নিয়ে সে সেটা দেখবেই।

মিসেস ওয়েস্টন গ্লোরিয়াকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন যাতে তার চোখে রোবট না পড়ে।

সায়েন্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মিউজিয়ামে নাটকের শেষ দৃশ্যটা দেখা গেল। তখন যাদুঘরে ছিল বাচ্চাদের জন্য বিশেষ প্রদর্শনী। স্বাভাবিকভাবেই ওয়েস্টনেরা সেই অনুষ্ঠানে হাজির হলেন।

গ্লোরিয়ার বাবা-মা বিস্ময়ে শক্তিশালী ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেট-এর কাণ্ড কারখানা দেখছিলেন। কিন্তু হঠাৎ মিসেস ওয়েস্টনের মনে হল গ্লোরিয়া তাদের নেই। আচমকা ধাক্কা সামলে খোঁজাখুজি শুরু করলেন।

গ্লোরিয়া অবশ্য হারিয়ে যায়নি। বয়স অনুযায়ী সে একবারে বোকা মেয়ে নয়। বিশেষ করে বয়সের তুলনায় ও যথেষ্ট পরিণত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চারতলায় যাবার পথে একটা সাইন বোর্ড তার চোখে পড়েছিল, তাতে লেখা ছিল, "কথা বলা রোবট এই পথে"। সেখানে কি আছে সেটা মনে মনে আন্দাজ করে, গ্লোরিয়া জানত তার বাবা-মা তাকে সেখানে নিয়ে যাবে না। সে তার বাবা-মার অন্যমনস্কতার ফাঁকে প্রথম সুযোগেই সেখানে রওনা দিল।

আসলে কথা বলা রোবট কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ মানের যন্ত্র পুতুল। মানুষ যখন প্রশ্ন করছে তখন রোবট এঞ্জিনিয়ার উত্তর দিচ্ছে ফিস ফিস করে। রোবট এঞ্জিনিয়ার সে সব প্রশ্ন রোবট সার্কিটের জন্য সঠিক মনে করছে তখন সেটা কথা বলা রোবটের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটা মোটেও আকর্ষণীয় না। এটা ঠিক যে চোদ্দ-এর বর্গ একশো ছিয়ানব্বই, এখন তাপমাত্রা ৭২ ডিগ্রী ফারেনহাইট, এবং বাতাসের চাপ মার্কারিতে ৩০.০২ ইঞ্চি। তাই রোবটের সামনে তেমন কোনো ভিড় নেই। তাদের দরকার নেই পঁচিশ বর্গ গজের ভেতর নট নড়ন চড়ন কিছু তার এবং কয়েলের।

কিছু কিছু মানুষ দেখেই ফিরে যাচ্ছে কিন্তু একজন তরুণী একটি ব্যাঞ্চে চুপ করে বসেছিল। ঠিক সেই সময় গ্লোরিয়া সেখানে ঢুকল।

গ্লোরিয়া তার দিকে তাকাল না। সেই ঘর তখন তার আর কোনো মানুষের প্রয়োজন নেই। তার মনোযোগ তখন চাকায় ভর দেওয়া বিশাল বস্তুটার দিকে। অল্পক্ষণের জন্য সে ইতস্তত করল। ওর দেখা কোনো রোবটের সাথে এর মিল নেই।

সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে সতর্কতার সাথে কাঁপা কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞেস কলল, 'রোবট মহাশয়, আপনি কি সত্যি সত্যি কথা বলা রোবট?'

(তুরুণীটি গ্লোরিয়ার দিকে ঘুরে তাকাল। সে একটা ছোট নোটবুক বের করে লিখতে শুরু করল।)

একটা সুরহীন, প্রাণহীন তৈলাক্ত শব্দ আচমকা বেরিয়ে এল, 'আমি– হচ্ছি– কথা– বলা– রোবট।'

গ্লোরিয়া অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই রোবট কথা বলে কিন্তু শব্দগুলো আসছে শরীরের কোনো একটি অংশ থেকে। রোবটের কোনো মুখ নেই কথা বলার। গ্লোরিয়া বলল, 'আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন, রোবট মহাশয়?'

কথা বলা রোবট তৈরিই হয়েছিল নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার ক্ষমতা তার নেই। তাই উত্তর এল, 'আমি–তোমাকে–সাহায্য–করতে–পারি।'

'ধন্যবাদ রোবট মহাশয়। আপনি কি রোবিকে দেখেছেন?'

'রোবি—কে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সে একটা রোবট স্যার।' গ্লোরিয়া হাত উঁচু করে দেখিয়ে বলল, 'রোবি অনেক লম্বা, মিস্টার রোবট স্যার। উঁচু এবং ভীষণ ভালো। তার একটা মাথা আছে। আপনার যেমন নেই। তার আছে, রোবট মহাশয়।'

কথা বলা রোবট বিস্মিত হয়ে বলল, 'একটি– রোবট?'

'হ্যাঁ রোবট স্যার। একটি রোবট ঠিক আপনার মতো, কিন্তু কথা বলতে পারে না, আর দেখতেও একদম মানুষের মতো।'

'আমার– মতো– একটা-রোবট?'

'হ্যাঁ, রোবট স্যার।'

'এই প্রশ্নের উত্তর এই রোবটের কাছে ছিল না। তাই কথা বলা রোবট কিছু অসংলগ্ন উত্তেজক শব্দ করে কিছুক্ষণের মধ্যে ধাতুব দেহের ভেতর সব কিছুতেই আগুন জ্বলে গেল। ছোট এটা সতর্ক ঘণ্টা বেজে উঠল।

(তরুণী ইতোমধ্যে ওখান থেকে চলে গেছে। তার পদার্থ বিদ্যার প্রথম পেপারের প্র্যাকটিকেল-এ "এস্পেক্ট অব রোবটিক্স"-এর প্রচুর তথ্য নিতে পেরেছে। এই পেপারটা হল সুজান ক্যালভিনের প্রথম পেপার।)

নিজের অসহিষ্ণুতা উপেক্ষা করে গ্লোরিয়া অপেক্ষা করছিল উত্তরের জন্য। কিন্তু হঠাৎ পেছনে তার মার চিৎকার শুনতে পেল, 'ওই যে।'

'এখানে কি করছ তুমি, দুষ্টু মেয়ে?' আশঙ্কা এবার ক্রোধে পরিণত হয়। 'তুমি কি জান তোমার চিন্তায় আমরা প্রায় মারা যাচ্ছিলাম। কেন একলা চলে এসেছ?'

রোবট এঞ্জিনিয়ার মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তাদের ভেতর কে আজগুবি প্রশ্ন করে এই রোবটকে উত্তেজিত করেছে। 'আপনারা কেউ কি সাইন বোর্ড পড়েননি?' চেঁচিয়ে বললেন তিনি। 'সহকারী না নিয়ে কেউ এখানে আসতে পারবে না।'

গ্লোরিয়া কাঁদো কাঁদো বলল, 'আমি কথা বলা রোবট দেখতে এসেছিলাম, মা। আমি ভেবেছিলাম ও রোবির খবর দিতে পারবে কোথায় সে আছে, কারণ সে নিজেও একটি রোবট।' রোবির কথায় গ্লোরিয়ার দু'চোখ পানিতে ভরে গেল। তারপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এবং বলল, 'মা রোবিকে খুঁজে বার করতেই হবে। রোবিকে আমার চাই।'

www.BanglaBook.org

মিসেস ওয়েস্টনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তীব্র গলায় তিনি বললেন, 'ওহ্ গড। জর্জ, চল বাড়ি ফিরে যাই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

ওইদিন সন্ধ্যায় জর্জ ওয়েস্টন কয়েক ঘণ্টার জন্য কোথায় যেন গেলেন। পরদিন সকালে জর্জ তাঁর স্ত্রীকে কিছু বলবেন বলে আড়ালে নিয়ে এলেন।

'গ্রেস, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'

'কি আইডিয়া?' বাঁকা স্বরে জিজ্ঞস করলেন। যেন আগ্রহ নেই।

'গ্লোরিয়া বিষয়।'

'তুমি নিশ্চয়ই ওই রোবটটা আবার বাড়িতে আনার কথা বলছ না?'

'না, মোটেও না।'

'তাহলে বল। আমি তোমার কথা শুনব। ভালো কিছুর জন্য আমি সব করব।'

'ঠিক আছে। আমি যা ভাবছি তা হল, গ্লোরিয়ার সমস্যাটা হল রোবিকে সে আসলে রোবট বলে ভাবতে পারছে না, ও ভাবছে রোবি একজন মানুষ। স্বাভাবিকভাবে সে তাকে ভুলতে পারছে না। আমরা যদি এ কথা বোঝাতে পারি যে রোবি একটা লোহা, তামার জড় পদার্থ মাত্র, তার প্রাণ হচ্ছে বৈদ্যুতিক তারগুলো, তাহলে ওর মোহটা কেটে যাবে। এতে তার মনে একটা ধাক্কা লাগবে এবং তার ফলে রোবির প্রতি ওর আকর্ষণ চলে যাবে।'

'কিন্তু কিভাবে তা করবে?'

'সোজা ব্যাপার। কাল রাতে আমি কোথায় গিয়েছিলাম জান? আমি ইউ.এস. রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশনের মিস্টার রবার্টসন অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন, ওদের কারখানায় আমাদের আগামীকালকে একবার ঘুরতে দেওয়ার জন্য। আমরা তিনজনই যাব এবং গ্লোরিয়া সেখানে সব দেখে বুঝতে পারবে রোবটরা জীবিত কোনো প্রাণী নয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিসেস ওয়েস্টনের চোখ দুটো গোল গোল হল একবার এবং চোখের তারা জ্বল জ্বল করে উঠল স্বামীর প্রস্তাবে। 'সত্যি চমৎকার বুদ্ধি করেছ।'

জর্জ ওয়েস্টন কোটের বোতামে হাত বোলাতে লাগলেন। 'এ ছাড়া আর কোনো পথ আমার জানা নেই', তিনি বললেন।

মি. স্ট্রথার কারখানার জেনারেল ম্যানেজার এবং একজন বাচাল চরিত্রের মানুষ। তিনি রোবট তৈরির প্রতিটি ধাপ যথাসম্ভব সরল ও সহজ ভাবে বুঝিয়ে বলছিলেন। তারপরেও মিসেস ওয়েস্টন বিরক্ত হচ্ছিলেন না। বরং তিনি বারবার অনুরোধ করছিলেন যে সহজ করে সবকিছু বুঝিয়ে বলেন যাতে গ্লোরিয়া সব পরিষ্কার ভাবে বোঝে। উৎসাহ পেয়ে মি. স্ট্রথার আরো দ্বিগুণ মাত্রায় বলে যেতে লাগলেন।

জর্জ ওয়েস্টনের শেষ পর্যন্ত আর ধৈর্য রইল না।

'মাফ করবেন, মিস্টার স্ট্রথার,' ফটো সেল নিয়ে কথা বলার মাঝখানে তিনি বললেন, 'আচ্ছা আপনাদের এখানে এমন কোনো বিভাগ নেই, যেখানে শুধু রোবটরা কাজ করে?'

'ওহ্, হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবশ্যই আছে!' মিসেস ওয়েস্টনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এটা একটা ভিসিয়ার্স সার্কেল, রোবটেরা রোবট তৈরি করছে। অবশ্য এটা আমাদের উৎপাদনের সাধারণ নীতি নয়। শ্রমিক ইউনিয়নগুলো আমাদের এটা করতে দেবে না। তারপরেও আমরা পরীক্ষা করার জন্যে কিছু রোবট দিয়ে এ কাজ করাচ্ছি,' চশমাটা ধাক্কা দিয়ে জায়গা মতো বসালো তিনি। 'সাধারণত শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি মানুষের দুর্বলতা থাকে বেশি- যদিও রোবটদের কাছ থেকে সুবিধাটা বেশি পায়।'

'মিস্টার স্ট্রথার,' ওয়েস্টন বললেন, 'আমরা সেই সেকশানটা কি একবার দেখতে পারি? বেশ আগ্রহবোধ করছি ওটা নিয়ে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই!' মি. স্ট্রথার পরনের কোটটা ঠিক করতে করতে একটু হালকা কাশি দিয়ে বলল, 'আসুন আমার সাথে।'

'লম্বা একটা করিডর দিয়ে তারা এসে পৌঁছুলেন সিঁড়ির মাথায়। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হল। তারপর তারা এসে পড়ল উজ্জ্বল আলোকিত

www.BanglaBook.org

একটি বিশাল কক্ষে যেখানে ধাতব শব্দ হচ্ছিল। এই সারাটা পথ মি. স্ট্রথার বিশেষ কোনো কথা বললেন না।

'এই হল আমাদের সেই কক্ষ,' গর্বিত গলায় তিনি বললেন। 'শুধু রোবট! পাঁচজন মাত্র মানুষ ওভারশিয়ার হিসেবে কাজ করেন এই সেকশনে, অবশ্য তারা এখানে নেই। পাঁচ বছরে হল এই বিভাগ শুরু হয়েছে, এখন পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। অবশ্য রোবট তৈরি করাটা খুব সহজ, কিন্তু...'

জেনারেল ম্যানেজার কথা বলে যাচ্ছিলেন কিন্তু গ্লোরিয়ার কান দিয়ে কিছু ঢুকছিল না। ফ্যাক্টরির পুরো সফরটাই তার কাছে বাজে লাগছিল। যদিও অনেক রোবট একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছিল। একটাও রোবির মতো নয়। তারপরেও সে তাদের ভালো করে দেখছিল।

ঘরের ভেতরে কোনো লোক ছিল না, গ্লোরিয়া এটা লক্ষ্য করে দেখল। তারপর তার চোখে পড়ল ছয় সাতটা রোবট একটা গোল টেবিলে কাজ করছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না গ্লোরিয়া। ঘরটা ছিল বিশাল। ভালো করে বোঝাও যাচ্ছে না, কিন্তু একটা রোবট তার মত– তার মতোনই– হ্যাঁ ওটাই!

'রোবি!' তার তীক্ষ্ম তীব্র ডাক দেয়ালে দেয়ালে আঘাত করে ফিরে এল। শব্দ করে যন্ত্র পড়ে গেল মাটিতে একটা রোবটের হাত থেকে। আনন্দে গ্লোরিয়ার মাথা খারাপ হয়ে গেল। বাবা, মা হাত বাড়াবার আগেই গ্লোরিয়া রেলিং টপকে ছুটল রোবির দিকে। দুই হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল সে।

তিনজন আতঙ্কিত মানুষ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। মি. স্ট্রথার দেখলেন একটা প্রকাণ্ড ট্রাক্টর গ্লোরিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে।

এক সেকেন্ড লাগল ওয়েস্টনের লেন্স ফিরে পেতে, এক সেকেন্ড মানে ওখানে অনেক সময়, তিনি বুঝতে পারলেন গ্লোরিয়াকে ওটা ধাক্কা মারবে। তারপরেও ওয়েস্টন রেলিং টপকে দৌড় দিলেন, যদিও অনেক দেরী হয়ে গেছে। মি. স্ট্রথার পাগলের মতো চিৎকার করে ট্রাক্টরটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থামাবার আদেশ দিচ্ছিলেন ওভারশিয়ারদের, কিন্তু ওভারশিয়াররা তো মানুষ, তাদের বুঝতে সময় নেবে। তারপর কাজ করবে।

রোবি যা করার করল।

ধাতব পায়ের ঝড় তুলে তার এবং ছোট্ট বন্ধুর মধ্যের জায়গাটা পার হতে বিপরীত দিক থেকে একটা ঝাঁপ দিল। এক পলকে যেন অনেক কিছু ঘটে গেল। হাতের এক ঝটকায় রোবি গ্লোরিয়াকে সরিয়ে আনল নিজের গতি না কমিয়ে। এই আচমকা টানে গ্লোরিয়ার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। ওয়েস্টন সব দেখছিল, এছাড়া তার কিছু করার ছিল না। হতচকিত ওয়েস্টনের গা ঘেঁসে বেরিয়ে গেল রোবি, তারপর দাঁড়াল। গ্লোরিয়া সরে আসার পর মাত্র আধা সেকেন্ড পর গা ঘেঁসে বেরিয়ে গেল ট্রাক্টরটি। রোবি দশ ফিট সরে গিয়ে দাঁড়াল।

গ্লোরিয়ার মুখের রং ফিরে আসল ধীরে ধীরে। রোবিকে বারবার জড়িয়ে ধরছিল সে। সে যেন তার বাবা-মার সবার কৃতজ্ঞতা একসঙ্গে জানাতে চাইছিল। এসব ঘটনা তার কাছে কোনো মূল্য নেই, তার কাছে একমাত্র ঘটনা হল তার বন্ধুকে ফিরে পাওয়া।

মিসেস ওয়েস্টনের চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তাঁর মুখে নিশ্চিন্ততা থেকে গভীর সন্দেহে রূপ নিল। প্রাণপণ চেষ্টায় রাগ চেপে রেখে স্বামী দিকে ফিলে তাকালেন। বললেন, 'পুরো ব্যাপারটা তোমার ষড়যন্ত্র, তাই না?'

জর্জ ওয়েস্টন রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছিলেন। তার হাত দুটো কাঁপছিল। জোর করে দুর্বল হাসি হাসলেন তিনি।

মিসেস ওয়েস্টন জোর দিয়ে বললেন, 'রোবি কোনো এঞ্জিনিয়ারিং বা কন্সট্রাকশন কাজের জন্য তৈরি নয়। ও এ কাজ করতে পারে না। তুমি একে এখানে এনে রেখেছ যাতে গ্লোরিয়া ওকে খুঁজে পায়। ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ, আমি করেছি,' ওয়েস্টন বলল। 'কিন্তু গ্রেস, কিভাবে জানব যে এরকম ভয়ঙ্করভাবে দুজনের আবার দেখা হবে। রোবি গ্লোরিয়াকে বাঁচিয়েছে, এটা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তাই তুমি রোবিকে আবার সরিয়ে দিতে পারবে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রেস ওয়েস্টন মেনে নিলেন। তিনি গ্লোরিয়া এবং রোবির দিকে অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে তাকালেন এক মুহূর্তের জন্য। গ্লোরিয়া রোবিকে এত জোরে তার গলা ছড়িয়ে ধরেছে যে, মানুষ হলে দম আটকে মারা যেত। আর গলা জড়িয়ে ধরে হাসি কান্না মিলিয়ে আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছিল। রোবির ক্রোম-স্টিলের হাত (এই হাত দিয়ে দুই ইঞ্জি পুরু লোহার রড অনায়সে বাঁকিয়ে ফেলতে পারে) দিয়ে গভীর ভালোবাসায় নরম করে গ্লোরিয়াকে আদর করছিল, এবং তার চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে উঠছিল।

'বেশ,' শেষ পর্যন্ত মিসেস ওয়েস্টন বললেন, 'যতদিন না মরচে ধরে ওরা গায়ে ততদিন থাক ও আমাদের সাথে।'

■ অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

দ্য উইন্ডস অব চেঞ্জ

জোনাস ডিন্সমোর, ফ্যাকাল্টি ক্লাবের প্রেসিডেন্টের রুমে ঢুকল তার একটা নিজস্ব ভঙ্গিতে। সে বুঝতে পারছে এই জায়গায় তার থাকা উচিৎ কিন্তু এখানে কেউ তাকে চাচ্ছে না। ঘরে ঢুকে চট করে এদিক ওদিক তাকালো, উপস্থিত শত্রুদের ব্যাপারে যেন যাচাই করে নিচ্ছে।

সে ছিল পদার্থবিদ্যার এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং তাকে কেউ পছন্দ করত না।

রুমে আরো দুজন ছিল এবং ডিন্সমোর তাদের শত্রু-ই ভাবছে।

দু'জনের মধ্যে একজন হচ্ছে হোরেশিও এডামস, ডিপার্টমেন্টের বয়স্ক চেয়ারম্যান, যে কখনো অসাধারণ কিছু করে দেখাতে পারেনি কিন্তু তারপর-ও এত বড় পদ পেয়েছে। অন্যজন কার্ল মুলার, গ্যান্ড ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরী-র উপর কাজ করে যে সম্ভবত নোবেল প্রাইজ পেতে যাচ্ছে এবং নিশ্চিতভাবেই ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছে।

এটা বলা কঠিন হয়ে উঠল যে কোন দিকটা ডিন্সমোরের জন্য বেশি বিতৃষ্ণাকর।

ডিন্সমোর কাউচের এক কোণায় বসল। কাউচটা পুরানো, পিচ্ছিল আর ঠাণ্ডা। আর বাকী যে দুটো আরামদায়ক চেয়ার ছিল সে দুটোয় ঐ দুজন বসে ছিল। ডিন্সমোর হাসল। সে প্রায়ই হাসে কিন্তু, এতে তার চেহারায় বন্ধুত্ব বা আনন্দের ছাপ পড়ে না। ঠোঁটের দুই কোণা ছড়ানো ছাড়া তাতে আর কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না। যাদের দিকে তাকিয়ে সে হাসিটা দেয় তাদের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা শিরশির করা অনুভূতি জাগে। তার গোলাকার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

মুখ, সাবধানে আঁচড়ানো চুল, মোটা ঠোঁট এসব হয়তো তার হাসির সাথে ভালো মানাতে পারত—কিন্তু মানায় না। তার বর্তমান হাসিটাকে তার ইংরেজ মুখের মাংসপেশীর তাৎক্ষণিক বিরক্তির কুঞ্চন বলে মনে হল।

ডিন্সমোর বলল, 'আমি অনধিকার প্রবেশ করেছি ভদ্রমহোদয়গণ, সেটা আমি জানি। কিন্তু ট্রাস্টিদের বোর্ড আমাকে উপস্থিত থাকতে বলেছে। এটা হয়তো আপনার কাছে খারাপ লাগতে পারে। মুলার, আমি নিশ্চিত যে, যে কোনো মুহূর্তে ট্রাস্টিরা আপনাকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনীত করে খবর পাঠাবে এটা আপনি আশা করছেন। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধু প্রফেসর এ্যাডামস-ও নিশ্চয়ই ব্যাপারটি জানেন।

'আমি ধারণা করছি, মুলার, প্রেসিডেন্ট হিসাবে আপনি প্রথমেই যে পদক্ষেপটি নেবেন, তা হচ্ছে আমাকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা। এ ব্যাপারে আপনি কোনো দেরী করবেন না বলেই আমার মনে হয়। আপনার পদক্ষেপটি হবে নির্দয় কিন্তু কার্যকরী।

'আপনাদের দু'জনকেই দেখে চিন্তিত মনে হচ্ছে। হয়তো এই মুহূর্তেই আমাকে আপনারা বহিষ্কার করতে চাচ্ছেন না। হয়তো আপনারা আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাচ্ছেন। মোট কথা হচ্ছে আপনি ভেতরেই থাকবেন আর আমি হব বহিষ্কৃত। একদিন থেকে মনে হয় ব্যাপারটা ঠিকই আছে। ডিপার্টমেন্টের সম্মানিত প্রধান তার ক্যারিয়ারের শিখরে উঠতে যাচ্ছেন, যার গণিতের উপর অসামান্য জ্ঞান, যার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে। এদিকে আমি কোনো সম্মান ছাড়াই এই-ই যখন অবস্থা তখন আমাকে কোনো বাধা দেওয়া ছাড়াই কথা বলতে দেওয়া উচিত। যে খবরের জন্য আমরা বসে আছি সেটা হয়তো আর ঘণ্টাখানেক পরে আসবে। এই সময়টায় আমি কিছু কথা বলে নিতে চাই।

'মৃত্যুদণ্ডের একটু আগে আসামীকেও শেষবারের মতো কিছু খেতে দেওয়া হয় বা ধূমপান করতে দেওয়া হয়। আমি সে সবের বদলে চাচ্ছি কিছু বলতে। মনোযোগ দিয়ে আপনাদের যে শুনতেই হবে এমন নয়।

'ধন্যবাদ, প্রফেসর এডামস, আপনার চোখের ভাষা এবং প্রফেসর মুলার, আপনার মৃদু হাসি হাসি মুখ দেখে বুঝতে পারছি আপনারা আমাকে সুযোগটি দিচ্ছেন।

www.BanglaBook.org

'আমার স্বভাব ও ব্যক্তিত্ব বদলানোর কোন ইচ্ছা আমার নেই। এগুলো অন্যকে খুশি করার যোগ্য না হতে পারে কিন্তু এগুলো আমার নিজস্ব। আমি এটাও কামনা করছি না যে, আপনারা দুজন-ও বদলে যান। তারপরও আমি চাচ্ছি বর্তমান পরিস্থিতি বা ফলাফলটা বদলে যাক। যদি কেউ অতীতে যেতে পারত, তবে কি সে সেখানে এমন কোনো ছোট পরিবর্তন করে আসতে পারত যাতে বর্তমানের এই পরিস্থিতি তার পছন্দমতো পরিবর্তিত হয়ে যেত?

'এটাই এখন দরকার, সময়-পরিভ্রমণ!

'আহ্, আপনার মধ্যে কথাটার জন্য একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে দেখতে পাচ্ছি, মুলার, পরিষ্কার তাচ্ছিল্যের ভাব আপনি দেখাচ্ছেন, সময়-পরিভ্রমণ! আজগুবী! অসম্ভব!

'সময়-পরিভ্রমণ, শুধু টেকনোলজিক্যালি-ই অসম্ভব নয়। বরং থিওরিটিক্যালি-ও অসম্ভব।

'আপনার কাছে তা-ই মনে হবে, মুলার, মধ্যাকর্ষণ শক্তিসহ চার শক্তিকে খুব কাছাকাছি সম্পর্কে উনন্তি করতে পেরেছেন আপনার যে থিওরীটি দ্বারা, সেই থিওরীটাই কিন্তু, সময়-পরিভ্রমণকে থিওরীটিক্যালি সম্ভব করে তুলেছে।

না, প্রতিবাদ করার জন্য দাঁড়াবেন না, চেয়ারে বসে থাকুন, মুলার এবং সহজ হোন। যদিও এ রকম পরিস্থিতিতে কারো পক্ষেই সহজ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু, যে সামান্য কয়েকজন সহজ থাকার ক্ষমতা রাখে আমি হয়তো তাদের একজন। আমিই কেন? কে জানে? আমি দাবি করছি না যে আমি আপনাদের দুজনের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। কিন্তু তার সাথে এর সম্পর্ক কি?

'ব্যাপারটা এ্যানালগি দিয়ে বিচার করে দেখা যাক। ধরুন—হাজার হাজার বছর আগে মানবজাতি অল্প অল্প করে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে শেখে। হয়তো সবাই মিলে অথবা শুধুমাত্র কয়েকজন বুদ্ধিমান মানুষ এটা করেছে। ভাষা এবং স্বরধ্বনী তৈরি হয় এবং উন্নত হয়।

www.BanglaBook.org

'গত কয়েক হাজার বছর ধরে প্রতিটি স্বাভাবিক মানুষই কথা বলেছে, একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু এদের মধ্যে কয়জন একটি গল্প অন্যের কাছে খুব সুন্দর ভাষায় তুলে ধরতে পেরেছে? শেক্সপিয়ার, টলস্টয়, ডিকেনস, হুগো—সমগ্র মানবজাতির তুলনায় হাতে গোনা অতি সামান্য কয়েকজন মাত্র—তারা শব্দ ও ভাষা এমনভাবে ব্যবহার করেছে যে, সেগুলো ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে, সবাই সেগুলো পছন্দ করেছে। তারা কিন্তু সেই ভাষা ও শব্দ-ই ব্যবহার করেছে যে ভাষা ও শব্দ বাকি সব মানুষ ব্যবহার করেছে। পাঠাগার ডট নেট থেকে ডাউনলোডকৃত।

'ধরা যাক, মুলারের বুদ্ধিমত্তা শেক্সপিয়ার বা টলস্টয়ের চেয়ে বেশি। মুলারের হয়তো যে কোনো সাহিত্যিকের চেয়ে ভালো ভাষাজ্ঞান ও ভাষাবোধ ভালো থাকতে পারে। কিন্তু তিনি তা সত্ত্বে-ও শেক্সপিয়ারের মতো সাহিত্য রচনা করতে পারবেন না। মুলার নিজেও এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন না কখনো, আমার বিশ্বাস। তাহলে এই ব্যাপারটা এমন কেন? যে, শেক্সপিয়ার এবং টলস্টয় যা পারেন তা মুলার বা এ্যাডামস বা আমি পারি না? তাদের এমন কি ক্ষমতা বা জ্ঞান আছে যা আমরা ভেদ করতে পারি না? আপনারা জানেন না এবং আমি-ও জানি না। সবচেয়ে যা খারাপ ব্যাপার, তা হচ্ছে, তারা-ও জানতেন না। শেক্সপিয়ার-ও ইচ্ছা করলেই আপনাকে বা অন্য কাউকে তার নিজের মতো লেখা শেখাতে পারতেন না। তিনি জানতেন না, তার লেখার ভঙ্গিটা কিভাবে অন্যকে শেখাতে হবে, পারতেন-ও না।

'এরপর আমরা আসি সময়ের প্রতি ধারণা বা চেতনার ব্যাপারে। একমাত্র মানুষ-ই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বুঝতে পারে বা সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতে পারে। পশুপাখিরা শুধু বর্তমান নিয়েই থাকে। অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে হয়তো হাল্কা একটা স্মৃতি বা ধারণা তাদের থাকে, এই যা। কিন্তু মানুষ-ই একমাত্র প্রাণী যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে, এগুলোর মূল্যায়ন করতে পারে, সময়ের প্রবাহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে, সময়ের স্রোতে কিভাবে আমরা ভেসে যাই এবং সেই স্রোতের দিক পরিবর্তন কিভাবে করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে পারে।

www.BanglaBook.org

'কখন বা প্রথম কোন মানুষটি এই চিন্তা করল যে, সময়কে পরিবর্তন করা বা ঘোরানো যেতে পারে?

'সময়ের প্রবাহে রকমফের আছে। সময়, ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন গতিতে ছুটে চলে বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও মনে হয় কয়েক মিনিট মাত্র—আবার কখনো কখনো সময় খুব ধীরে বয়ে যায় বলে মনে হয়। স্বপ্নে, অবচেতন অবস্থায়, নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণের পরে সময় তার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে।

'আপনি মনে হয় কিছু বলতে চাচ্ছেন, এ্যাডামস। খামোখা কষ্ট করবেন না। আপনার হয়ে আমিই বলে দিচ্ছি। আপনি বলতে চাচ্ছেন যে, সময়ের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের এই ঘটনাগুলো সবই মানুষের মনের তৈরি ধারণা অর্থাৎ ব্যাপারটা সাইকোলজিক্যাল। আমি তা জানি, কিন্তু, এ ক্ষেত্রে সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার ছাড়া আর আছেটা কি?

'ফিজিক্যাল সময় বলে কিছু কি আছে? যদি থেকে থাকে, তাহলে সেটা কি? আমরা সেটাকে আমাদের পছন্দমত যেভাবে খুশি যা বানাই সেটা তাই। আমরা সময় নির্ধারণের যন্ত্র বানাই, আমরা সময়ের পরিমাপক ঠিক করে তা দিয়ে পরিমাপ করি, সময় বিষয়ক থিওরী আবিষ্কার করি তারপর সেগুলো বোঝার চেষ্টা করি এবং একেবারে প্রথম থেকেই আমরা সময়কে ভুল দৃষ্টিতে দেখে এসেছি।

'আপনার থিওরী থেকে আমরা জানি যে, সময় সবকিছু মিলিয়ে বস্তুতান্ত্রিক। থিওরী অনুযায়ী, যে ব্যক্তি সময়ের প্রবাহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বুঝতে পারে এবং তার যদি প্রচুর বুদ্ধিমত্তা থাকে, তবে সে সময়ের প্রবাহের সাথে বা বিপরীতে নিজের ইচ্ছামতো চলাচল করতে পারে, অথবা সময়ের মধ্যে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এই থিওরী অনুযায়ী-ই কাউকে প্রচুর বুদ্ধিমত্তা দান করলে সে হয়তো শেক্সপিয়ারের কিংলিয়ার-ও রচনা করতে পারবে, প্রচুর বুদ্ধিমত্তা দান করলে।

'যদি আমার যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা থাকে তাহলে কি হবে? কি হবে যদি আমি সময় প্রবাহে ঢুকে শেক্সপিয়ার হয়ে যাই? আসুন, আমরা একটু কল্পনা করেই দেখি। ট্রাস্টিদের বোর্ড এখানে আসলেই আমার কথা বন্ধ করতে

www.BanglaBook.org

হবে। তাই, যতক্ষণ না আসছে, আমাকে অনুমতি দিন কথা চালিয়ে যেতে।

'চিন্তা করুন, তাহলে—যদি আমি এখন মুলারের থিওরী ব্যবহার করতে পারি আর সময়ের প্রবাহের বিপরীতে চলে যেতে পারি। তবে আমি অতীতের কিছু পরিবর্তন করে-ও আসতে পারি।

ও-হ্যাঁ, যখন আমি সময় পরিভ্রমণ করব তখন কিন্তু সময় প্রবাহের স্রোতটির বাইরেই থাকতে পারব আপনার থিওরী অনুযায়ী।

'ধরুন, আমি অতীতে গোলাম এবং কোনো একটা ঘটনার পরিবর্তন সাধন করলাম। সেই পরিবর্তনের সূত্র ধরে আরেকটা পরিবর্তন ঘটবে—তারপর আরেকটা—সময় নতুন এক পথে প্রবাহিত হবে।

'সময়ের প্রবাহে যে কোনো পরিবর্তন-ই, কিছুক্ষণ পর বর্তমানের সবকিছু একদম পুরোপুরি বদলে দেবে।

'কিন্তু, আমি তা চাইব না। প্রথমেই আমি আপনাদের বলেছি যে, আমি নিজেকে বদলিয়ে ফেলতে চাই না। যদি আমি আমার জায়গায় এমন একজনকে তৈরি করি, যে আমার চাইতে বেশি বুদ্ধিমান, বেশি সফল হয়, তবু-ও সে তো আর আমি না।

'আমি আপনাদেরও পরিবর্তন করে ফেলতে চাই না। এটাও আমি আগেই বলেছি। আমি এমন একজন মুলারের উপর বিজয়ী হতে চাই না, যে কিনা কম বুদ্ধিদীপ্ত এবং এমন একজন এ্যাডামসের উপর-ও বিজয়ী হতে চাই না, যে-ও কিনা পরিবর্তিত। আমি আপনাদের অর্থাৎ প্রকৃতরূপের আপনাদের উপর-ই বিজয়ী হতে চাই। হ্যাঁ, এই বিজয়-ই আমি চাই।

'আপনারা এমনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছেন যেন আমি অন্যায় কিছু বলেছি। এ রকম বিজয়ের অনুভূতি বা ইচ্ছা কি আপনাদের কাছে অজ্ঞাত? আপনাদের মনে কি সম্মান, বিজয়, যশ বা কোনো পুরস্কারের লোভ কখনো জাগে নি? আমি কি ধরে নেব যে, প্রফেসর এ্যাডামস তার অসংখ্য পাবলিকেশন, তার অসংখ্য অনারারী ডিগ্রী, তার অসংখ্য মেডেল, পদার্থবিদ্যার ডিপার্টমেন্টের প্রধানের মতো সম্মানিত পদ এসব কিছুই চান না বা পাত্তা দেন না?

www.BanglaBook.org

'এবং আপনি কি সন্তুষ্ট হতেন এ্যাডামস, যদি আপনার এত সম্মান ও কীর্তি কিছুই না থাকত? যদি কেউ এ সবকিছুই মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিত? প্রশ্নটা একেবারে বোকার মত। এর উত্তর দেওয়ার-ও প্রয়োজন নেই, কারণ, আপনার উত্তর তো সবার জানাই আছে।

'মুলারের ব্যাপারে-ও ঐ একই ব্যাপার। তাই তাকে আর একই প্রশ্ন করলাম না।

'আপনারা শুধু আপনাদের এই কীর্তিগুলোই চান না। তার সাথে সাথে জনগণের সামনে খ্যাতি, সম্মান আর যশ-ও চান। অবশ্যই আপনারা চূড়ান্ত বিজয় বা সাফল্য চান!

আপনারা আপনাদের সহকর্মীদের উপর বিজয় চান, প্রকৃতভাবে বলতে গেলে, আপনারা বাকী সব মানুষের উপর বিজয় চান। আপনারা এমন কিছু করতে চান যা অন্যরা করতে পারবে না। এবং চান যে, তারা-ও জানুক আপনারা যা পারছেন তা তারা করতে পারবে না। ফলে, তারা অসহায়ভাবে আপনাদের দিকে চেয়ে থাকবে, তাদের মধ্যে আপনাদের প্রতি হিংসা সৃষ্টি হবে কিন্তু তবু-ও তারা আপনাদের শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবে।

'আমি কি আপনাদের চেয়ে বেশি উদার হতে যাব? কেন? আপনারা যা যা কামনা করেছেন আমিও তা তা কামনা করব। আপনারা যে রকম বিজয় চেয়েছেন আমিও সে রকম বিজয় চাইব। আমি কেন সেসব বিরাট সম্মান, বড় পুরস্কার, উঁচু পদ চাইব না, যেগুলো আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে? আমি কেন আপনাদের জায়গায় বসতে চাইব না?

'কিন্তু ঐ সব সম্মান ও পদ আপনাদের প্রাপ্য, আমার নয়। এটা একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট। কিন্তু, যদি আমি অতীতে গিয়ে এমন কোনো পরিবর্তন করে আসি, যার ফলে ঐসব সম্মান ও পদ আমার প্রাপ্য হয়, আপনাদের নয়, তাহলে কেমন হবে?

'কল্পনা করুন! আমি, আমি-ই থাকব। আপনারা, আপনারা-ই থাকবেন। আপনারা কম গুণী হয়ে যাবেন না, আমিও বেশি গুণী হয়ে যাব না—আমি এভাবেই সব কিছু সাজিয়েছি, যেন আমরা কেউ পরিবর্তিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে না যাই এবং তবু-ও সবকিছু আমার প্রাপ্য হবে, আপনাদের নয়। আমি আপনাদের পরাজিত করতে চাই, অন্যভাবে বলতে গেলে, এই প্রকৃত আপনাদের-ই পরাজিত করতে চাই, কোনো কম গুণী বা কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোনো আপনাদের নয়।

'ধরুন, আমি সময়ের বিপরীতে চলে গেলাম, ধরুন পঁচিশ বছর পিছনে চলে গেলাম। তখন আপনি, এ্যাডামস, চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন মানুষ। তখন আপনি মাত্র এই প্রতিষ্ঠানে এসেছেন। ডায়াম্যাগনেটিকস-এর উপর আপনার কাজগুলো করতে যাচ্ছেন। বিসমাথ হাইপোক্রোমাইট-এর উপর আপনার অপ্রকাশিত গবেষণাটা কিন্তু হাস্যকরভাবে অসফল ছিল।

'এ্যাডামস, এত অবাক হবেন না। আপনি কি ভেবেছেন যে, আমি আপনার গবেষক জীবনের যাবতীয় খুঁটি নাটি ঘটনা জানি না?

'এবং আপনি, মুলার, তখন আপনার বয়স ছিল ছাব্বিশ, এবং ঠিক তখন আপনি সাধারণ আপেক্ষিকতার উপর ডক্টরেট করার জন্য একটি থিসিস করছিলেন। কিন্তু বিষয়টি আপনি নিজেও সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অথচ সে সময় ব্যাপারটা আপনি ধামাচাপা দিতে সক্ষম হন এবং ডিগ্রীটা পেয়ে যান।

'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মুলার, আপনি নিজেরই গবেষণার ক্ষেত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অধিকারী নন। আপনার নিজেরই ডক্টরেট থিসিসটিকে এবং আপনার গ্রেট ফিল্ড থিওরীটিকে আপনি নিজেই ভালো মতো বোঝেন না।

'আমি অতীতে গিয়ে যদি পরিবর্তন করি-ই। কিন্তু কথা হচ্ছে ঠিক আমার পছন্দমতো হুবহু পরিবর্তন করা কিভাবে সম্ভব? সৌভাগ্যবশতঃ আমি ব্যাপারটা নিয়ে হাতে কলমে গবেষণা করে দেখেছি বলতে গেলে প্রায় এক বছর ধরে। কিন্তু যেহেতু এ সময়টায় দৈহিক বয়স বাড়ে না, সেহেতু আমার বয়স-ও বাড়েনি। সময়-পরিভ্রমণের সময়টায় চিন্তাশক্তি কাজ করে কিন্তু দেহের ক্ষয় থেমে থাকে। কেউ যদি স্বাভাবিক সময় স্রোতের বাইরে বের হয়ে এসে ইচ্ছামতো চলাফেরা করতে পারে তখন তার চিন্তাশক্তি আর শুধুমাত্র চিন্তাশক্তি থাকে না, সেটা পদার্থ বা বস্তুর মতো হয়ে যায়।

www.BanglaBook.org

'যদি আমি সময়ের একটি মুহূর্তে ঢুকে কোনো পরিবর্তন সাধন করি ভবিষ্যতে কোনো কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের আশায়, তাহলে কিভাবে তা করব? আমি কি পরিবর্তনটা করে ভবিষ্যতে গিয়ে ফলাফলটা দেখব? এবং সেটা পছন্দ না হলে আবার অতীতে গিয়ে পুরানো পরিবর্তনটা ঠিক করে নিয়ে নতুন কোনো পরিবর্তন করব? এভাবে যদি আমি পঞ্চাশ বার, হাজার বার পরিবর্তন করি তাহলে কি এক সময় আদৌ আমার কাঙ্ক্ষিত ফল পাব? এভাবে তো কল্পনা অতীত অসংখ্য পরিবর্তন আমাকে করতে হবে। তাহলে আমি সেই নির্দিষ্ট পরিবর্তন করব কেমন করে, যেটা আমার দরকার?

'তবু-ও আমি তা বের করতে সক্ষম হয়েছি।

'আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, হাঁটি, দৌড়াই, লাফাই। দৈহিকভাবে এগুলো কঠিন কাজ বা ক্লান্তিকর। সে জন্যই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মানুষ মেতিয়ে পড়ে। কিন্তু, অবস্থাবিশেষে এসব সহজ হয়ে আসে, কষ্টটা আমরা টেরও পাই না। যেমন, সারাদিন ধরে দাঁড়ালে, বসলে, হাঁটলে, দৌড়ালে, থামলে বা চললেও কখনো পড়ে যাই না বা ভারসাম্যহীন হই না। তাহলে এখন বলুন, অভ্যাসটা গঠন না হলে কি আপনারা এটা পারতেন? পারতেন না।

'আমরা ছোটবেলা থেকে কথা বলতে শিখি। কিন্তু স্বরধ্বনিতে কি কি পরিবর্তন করতে হয় তা যদি এমন একজনের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝাই যে আলো কখনো কথা বলেনি, তাহলেই কি সে কথা বলতে পারবে? পারবে না। কিন্তু আমরা সেটা পারব, অনায়াসে।

'প্রচুর ডিউরেশন পেলে সময় পরিবর্তন করা সম্ভব, আমি তা শিখেছি। এই শিখতে গিয়ে আমি হয়তো এমন কোনো পরিবর্তন করে ফেলতে পারতাম যা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যেত, কিন্তু সে রকম হয়নি, ব্যাপারটা হয়তো আমার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য।

'আমি একটা নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছিলাম। আমি, আমি-ই রইলাম; এ্যাডামস, সেই এ্যাডামস-ই রইলেন; মুলার, মুলার-ই রইলেন; ইউনিভার্সিটিটি এই ইউনিভার্সিটি-ই রইল; বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-ই রইল।

www.BanglaBook.org

'তাহলে কিছু কি পরিবর্তিত হয়েছে? কিছু তো পরিবর্তিত হতে-ই হবে। এমন একটা পরিবর্তন, যা এ্যাডামসকে হুবহু এ্যাডামস-ই রাখবে কিন্তু তাকে ডিপার্টমেন্টের প্রধানের পদের অযোগ্য করে ফেলবে, মুলার, মুলারই থাকবেন, কিন্তু ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্ট হওয়া এবং নোবেল প্রাইজ পাওয়া তার হয়ে উঠবে না।

'এবং আমি আমি-ই থাকব, সেই আগের হুবহু আমি। কিন্তু, আমার সেসব গুণ থাকবে যা দিয়ে আমি ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্ট হব।

'এমন কি সে সব ঘটনা যা আপনদের অযোগ্য করে তুলবে? না, বৈজ্ঞানিক কোনো কর্মকাণ্ড নয়। এমন কিছু যা বিজ্ঞানের বাইরে। এমন কিছু যা অবমাননাকর, অসম্মানজনক, যা আপনাদের ডিসকোয়ালিফাই করে দেবে।

'আপনারা ভাবছেন, আপনারা অবমাননাকর বা অসম্মানজনক কিছুই তো করবেন না। কিভাবে আপনারা এত নিশ্চিত হচ্ছেন? সুযোগ পেয়ে-ও পাপ করবে না এমন মানুষ আমাদের মধ্যে কে আছে? আমাদের মধ্যে কে পাপের হাতছানিতে ভুলবে না? আমাদের মধ্যে কে পাপী নয়?

'ভাবুন, ভাবুন—আপনারা কি নিশ্চিত যে, আপনাদের মন পরিষ্কার? আপনারা কি কখনো কোনো ভুল করেননি? আপনারা কি কখনো এমন পাপের আওতায় পড়েননি, যা থেকে মাত্র সৌভাগ্যের জোরে নিষ্কৃতি পেয়েছেন? যা থেকে নিষ্কৃতি পেতে আপনাদের নিজেদের গুণাবলী অপেক্ষা সৌভাগ্য-ই বেশি কাজে দিয়েছে? এবং কেউ যদি আপনাদের এ রকম প্রত্যেকটি ঘটনার উপর নজর রাখে এবং মাত্র একটি ঘটনার সৌভাগ্যের ব্যাপারটি পরিবর্তিত করে দেয়, তাহলে কি আপনারা কোনো না কোনো একটা পাপের ভাগী হয়ে যাচ্ছেন না?

'অবশ্যই। তার ফলে আপনাদেরকে অন্য লোকের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে, ফলে আপনারা আপনাদের বর্তমান সম্মানজনক স্থানে আসতেই পারবেন না। আমার পথের কাঁটা হওয়ার বহু আগেই আপনারা ঝরে পড়ে যাবেন ফলে আমার পথ সুগম হয়ে যাবে।

'কিন্তু, সহজ বিজয় আমি চাই না। অত্যন্ত কাঁচা কোনো দাবা খেলোয়াড়কে মাত্র তিন চালে পরাজিত করা কি কোনো জয় হিসেবে ধরা

www.BanglaBook.org

যায়? বরং, প্রতিপক্ষকে ধীরে ধীরে, কষ্ট দিয়ে, অসহায়ভাবে পরাজিত করতেই আমি চাই। শত্রু যখন ক্লান্তিতে হাঁফাতে আর ঢোক গিলতে থাকে তখন সেটাই তো হল আসল পুরস্কার।

'আমি একগুঁয়েভাবে চেষ্টা করে গেছি যেন ঠিক আমার মন মতো ফলাফল পাই। কাছাকাছি ফলাফল নয়, একেবারে আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল।

'এবং এটা এমন একটা বিজয় হতে হবে যে, আমি আপনাদেরকে ভালোমতো ব্যাখ্যা করে না বোঝানো পর্যন্ত আপনারা যেন ধরতে না পারেন যে, আমি জিতেছি। একেবারে চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত-ও আপনারা জানবেন না যে, আপনাদের জীবন লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেছে।

'এই পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্যান্য কিছু পরিবর্তন হতে বাধ্য। যেমন ঃ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক পরিবর্তন ইত্যাদি। কিন্তু, সে সব নিয়ে তো আমাদের তিনজনের আর মাথাব্যথা নেই। প্রেসিডেন্ট কে হল? স্টক মার্কেটে কি ঘটল? এসব নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা কি? যতক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞান উপস্থিত এবং প্রকৃতির আইনগুলো ঠিকমতো কাজ করে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই খেলা-ও চলতে থাকবে।

'আপনারা দু'জন মনের গভীরে মানবতা বা পৃথিবী কোনোটাকেই পাত্তা দেন না, কিন্তু উপরে ভালো মানুষের মুখোশ পড়ে থাকেন। আমি-ও খুব একটা পাত্তা দেই না। কিন্তু আমি তা গোপন-ও করি না। আমি এ ক্ষেত্রে সরল স্বীকারোক্তি দেই। কিন্তু আপনারা এক্ষেত্রে চালাকির আচরণ সৃষ্টি করেন। ফলে, আপনাদের প্রকৃত পাপগুলো ঢাকা পড়ে যায়।

'আপনারা ভাবতে সাহস পাচ্ছেন না যে, আমি অতীতে গিয়ে আপনাদের দু'জনকে নিয়ে গবেষণা করে এমন একটা নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করেছি, যেখানে আমরা অপরিবর্তনীয় আছি কিন্তু বিশ্ব বদলে গেছে। আমি তা করেছি। আমি সম্পূর্ণভাবেই করেছি। এবং শুধু আমি একাই পরিবর্তনের আগের ও পরের দুটো বাস্তবতা সম্পর্কেই জানি, কারণ, পরিবর্তনগুলো করার সময় আমি নিজে সময়-প্রবাহের বাইরে ছিলাম।

'আপনারা এখনো আমাকে বিশ্বাস করছেন না। আপনারা হয়তো

www.BanglaBook.org

ভাবছেন, এই ১৯৮২ সালের পরিচিত বিশ্বটিকে বদলাতে কি আমি পারব? ভাবছেন অসম্ভব।

'যদি আমি পেরেই থাকি, তবে পূর্বের বিশ্ব কেমন ছিল? আমি আপনাদের বলছি—পূর্বের বিশ্ব ছিল ফ্যাসাদপূর্ণ! আইন-কানুন ভেঙে পড়ছিল! বলতে গেলে, পরিবর্তন করতে পেরে আমি আনন্দিত। এখন আমাদের একটা ভালো সরকার আছে এবং সেটা ভালোভাবে তার দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমান শাসকদের বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে এবং সেসব তারা কাজে লাগাচ্ছে। ভালো!

'কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, পূর্বের বাস্তবতায় আপনাদের দু'জনের ভেতর প্রবল রেষারেষি ছিল যা রীতিমতো অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ নিয়েছিল। পূর্বের বাস্তবতায় এটা কোনো অপরাধ ছিল না। বরং বাহবা-র কারণ ছিল। কিন্তু, পরিবর্তিত বাস্তবতায় এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমি এমন ব্যবস্থা করেছি, যাতে, আপনাদের অপরাধসমূহ গোপন থাকে এবং আপনারা বর্তমান সম্মানজনক অবস্থায় পর্যন্ত আসতে পারেন এবং ঠিক সেই চূড়ান্ত মুহূর্তেই ঐসব অপরাধ যেন ফাঁস হয়ে গিয়ে আপনাদের ভরাডুবি ঘটায় সে ব্যবস্থা-ও করেছি।

'আপনারা প্রচুর সম্মান লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমি তারচেয়েও বেশি সম্মান লাভ করেছি। কারণ, ঐ অপরাধগুলো আমি করিনি। আরো বড় কথা হচ্ছে, আমি আপনাদের ধরিয়ে দিয়েছি। এ জন্য আমি পুরস্কৃত-ও হব। আমার কলিগদের হিপোক্রেসী দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই আমি তা ফাঁস করেছি।

'কর্তৃপক্ষ, আপনাদের সঠিক পথে আনার জন্য চেষ্টা করবে। এবং ফলে তা আপনাদের জন্য-ও ভালো হবে। এবং আমি হব পুরস্কৃত।

'আমার মনে হয় আপনারা এখন রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা যে তথ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলাম তা এখনই আসছে, এবং এখন আপনারা বুঝতে পারবেন কেন আমাকে এখানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি আমার ভাগ্যে জুটছে এবং মুলার থিওরীর যে ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি তার সাথে

www.BanglaBook.org

মুলারের অসম্মান, সব মিলিয়ে ওটা এখন ডিন্সমোর থিওরী। এটা আমাকে নোবেল প্রাইজ-ও এনে দিতে পারে। আর আপনাদের ক্ষেত্রে—'

দরজার বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। তারপর চিৎকার শোনা গেল, 'হল্ট্!

দড়াম করে দরজা খুলে গেল। একটা লোক ঢুকল ঘরটায়, লোকটার হাল্কা ধূসর রঙের পোশাক, চওড়া সাদা কলার, লম্বা বাকলযুক্ত টুপী এবং ব্রোঞ্জের বড় ক্রশ ঘোষণা করছে যে, সে হচ্ছে দুর্ধর্ষ লিজিয়ন অব ডিসেন্সি' বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন।

লোকটি বলল, 'হোরেশিও এ্যাডামস, আমি আপনাকে ঈশ্বরের নামে এবং কর্তৃপক্ষের নামে গ্রেপ্তার করছি, শয়তানী বিদ্যা ও ডাইনীবিদ্যা চর্চার অভিযোগে। কার্ল মুলার, আমি আপনাকে ঈশ্বর এবং কর্তৃপক্ষের নামে গ্রেপ্তার করছি, শয়তানী বিদ্যা ও ডাইনীবিদ্যা চর্চার অভিযোগে।'

ক্যাপ্টেন দ্রুত, সামান্য হাত নেড়ে ইশারা করতেই দু'জন লিজিয়নারি এসে ঐ দু'জন পদার্থবিদকে বন্দী করল। দু'জন তখন চেয়ারে বসে ছিল আতঙ্কগ্রস্ত চোখে। দুজনকে দাঁড় করানো হল, হাতে হাতকড়া পরানো হল এবং তাদের পোশাক থেকে সম্মানজনক ক্রশগুলো খুলে নেওয়া হল।

ক্যাপ্টেন, ডিন্সমোরের দিকে ঘুরে একটা কাগজ দিয়ে বলল, 'বোর্ড অব ট্রাস্টি এই কাগজ আমাকে দিয়ে বলেছে আপনাকে দিতে।'

ডিন্সমোর গভীরভাবে বলল, 'আমি আনন্দিত বোধ করছি।'

সে জানে এই কাগজে কি লেখা আছে।

ইউনিভার্সিটির নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে, সে হয়তো, যদি চায়, তবে ঐ দু'জনকে শাস্তি কমিয়ে দিতে পারে। তখনো তার বিজয় ঠিক-ই থাকবে।

'কিন্তু এটা করা কি নিরাপদ হবে?'

'তার অবশ্যই মনে রাখা উচিত, এই পৃথিবীতে কেউ-ই প্রকৃতপক্ষে নিরাপদ নয়।'

BanglaBook.org

অনুবাদ : শাহরীয়ার শরীফ

www.BanglaBook.org

ক্যাল

আমি একটি রোবট। আমার নাম ক্যাল। আমার একটি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আছে CL-123X। তবে আমার প্রভু আমাকে ক্যাল নামেই ডাকেন।

আমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারে 'এক্স' কথাটির অর্থ হল আমি একটি বিশেষ রোবট। আমার প্রভুর জন্যে। তিনিই আমার ডিজাইন করেছেন। তাঁর প্রচুর টাকা। আমার প্রভু একজন লেখক।

তেমন জটিল রোবট নই আমি। আমার প্রভু জটিল রোবট পছন্দতও করেন না। তাঁর দরকার এমন কাউকে যে তার মোটামুটি খেদমত করতে পারে। যেমন প্রিন্টার চালানো, কম্পিউটারে ডিস্ক ঢোকানো ইত্যাদি। তিনি আমাকে পছন্দ করেন কারণ উনি আমাকে যা করতে বলেন তাই করি আমি। কখন তর্ক করি।

আমার প্রভুর কাছে যারা আসে তারা মাঝে মধ্যে তর্ক করে। তাদেরকে যা করতে বলা হয় করে না। তখন প্রভু খুব রেগে যান, লাল টকটকে হয়ে ওঠে মুখ। তখন তিনি আমাকে কিছু করতে বলেন। আমি করে দিই। তিনি বলেন বাহ্, খুব ভালো। তোমাকে যা করতে বলা হয় তুমি তাই করো।

হ্যাঁ, আমাকে যা করতে বলা হয় আমি তাই করি। এ ছাড়া আর কি করব আমি? আমি আমার প্রভুকে খুশি করতে চাই। আমি বুঝতে পারি আমার প্রভুর কখন খুশি হয়ে ওঠেন। তাঁর মুখে ভাঁজ পড়ে। ওটাকে তিনি বলেন হাসি। তারপর আমার কাঁধ চাপড়ে বলেন, ভালো ক্যাল। ভালো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

আমার খুব ভালো লাগে যখন তিনি বলেন ভালো, ক্যাল। ভালো।

আমি আমার প্রভুকে বলি, ধন্যবাদ। আপনার কথা শুনে আমারও ভালো লাগছে।

তখন তিনি হাসেন। তিনি হাসলে ভালো লাগে আমার। তাঁর হাসির মানে তাঁর ভালো লাগছে। তবে হাসিটা আমার কাছে অদ্ভুত একটা শব্দ বলে মনে হয়। আমি বুঝতে পারি না তিনি কিভাবে এই শব্দ সৃষ্টি করেন। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যখন মজার কিছু ঘটে তখন তিনি হাসেন।

আমি জানতে চাই, আমি যা বলেছি তা মজার কিনা।

তিনি বলেন, হ্যাঁ।

আমি যখন বলি আমারও ভালো লাগছে তখন তা নাকি আমার প্রভুর কাছে মজার মনে হয়। তিনি বলেন রোবটদের নাকি ভালো লাগতে পারে না। বলেই শুধু মানুষ প্রভুদেরই ভালো লাগার অনুভূতি হয়। তিনি বলেন রোবটদের শুধু পজিট্রনিক ব্রেন পাথ রয়েছে যা আদেশ পালন করার সময় খুব সহজে কাজ করে।

আমি জানি না পজিট্রনিক ব্রেন পাথ কি। প্রভু বলেন এগুলো নাকি আমার মাথার মধ্যে আছে।

আমি বলি, যখন পজিট্রনিক ব্রেন পাথ সহজে কাজ করে, এর মানে কি সব কিছু আমার জন্যে মসৃণ এবং সহজতর? এ কারণে কি আমার ভালো লাগে?

মাথা দোলান আমার প্রভু। বলেন, ক্যাল, তোমাকে দেখে মনে হয় না তুমি এত বুদ্ধিমান।

আমি জানতে চাই, আমি তাঁকে কিছু বলতে পারি কিনা।

তিনি বলেন, তোমার যা ইচ্ছে তাই বলতে পার, ক্যাল।

আমি বরতে চাই যে আমি আমার প্রভুর মতো লেখক হতে চাই। জানি না এরকম ইচ্ছে কেন আমার মনে জাগল। হয়তো আমার প্রভু লেখক বলে। তিনি আমার ডিজাইন করেছেন বলে। যদিও আমি জানি না লেখক কি জিনিস। আমি প্রভুকে জিজ্ঞেস করি লেখক কি জিনিস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি আবার হাসেন। জিজ্ঞেস করেন, এ প্রশ্ন কেন, ক্যাল?

আমি বলি আমি জানি না। আপনি লেখক বলেই হয়তো আমি জানতে চাইছি। আমি দেখি আপনি যখন লিখতে থাকেন তখন আপনাকে খুব সুখী মনে হয়। আর আপনাকে যে জিনিস সুখী করতে পারে আমাকেও হয়তো তা করতে পারবে।

আমার কথা শুনে প্রভু কিছু বলেন না। হাসতেই থাকেন।

আমি বলি, আমি জানতে চাই কারণ ব্যাপারটি জানতে পারলে আমার ভালো লাগবে। আমি—আমি—

তিনি বলেন, তুমি খুব কৌতূহলী, ক্যাল।

আমি বলি, এ শব্দটির অর্থ আমার জানা নেই।

তিনি বলেন, এর মানে হল, তুমি কিছু জানতে চাও কারণ কোনো কিছু জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে তোমার। তো তোমাকে বলি শোনো—লেখার মানে হল গল্প তৈরি করা। আমি মানুষের গল্প বলি যারা নানা কাজ করে, যাদের জীবনে নানা ঘটনা ঘটে।

আমি বলি, আপনি কি করে বুঝতে পারেন তারা কি করছে না করছে?

তিনি বলেন, আমি তাদেরকে তৈরি করি, ক্যাল। তারা সত্যিকারের মানুষ নয়। আর গল্পে সত্যিকারের ঘটনাও থাকে না, আমি শুধু তাদেরকে কল্পনা করি। এটা দিয়ে।

বলে নিজের মাথায় আঙুল দিয়ে টোকা দেন তিনি।

তাঁর কথা বুঝতে পারি না আমি। জিজ্ঞেস করি কিভাবে তাদের তৈরি করেন। তিনি শুধু হেসে বলেন, আমিও জানি না। ওগুলো স্রেফ তৈরি হয়ে যায়।

আমার প্রভু বলতে থাকেন, আমি রহস্য গল্প লিখি। লিখি ক্রাইম স্টোরি। আমি সেইসব লোকদের নিয়ে লিখি যারা অন্যায় কাজ করে, অন্য মানুষকে আঘাত করে।

এ কথা শুনে আমার খুব খারাপ লাগে। বলি, আপনি মানুষকে আঘাত দেয়ার কথা বলেন কিভাবে? এটা কখনোই করা উচিত নয়। তিনি বলেন, মানুষ রোবোটিক্সের তিনটি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষ প্রভুরা অন্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষ প্রভুদেরকে ইচ্ছে করলেই আঘাত করতে পারে।

এটা ঠিক না, বলি আমি।

এটাই হয়ে আসছে, বলেন তিনি। আমার গল্পে যারা ক্ষতিকর কাজ করে তারা শাস্তি পায়। তাদেরকে কারাগারে পাঠানো নয়। সেখানে আর কাউকে আঘাত করতে পারে না।

তারা কি কারাগার পছন্দ করে? জানতে চাই আমি।

অবশ্যই না। কারাগারের ভয় তাদেরকে ক্ষতিকর কাজ করা থেকে বিরত রাখে।

আমি জানি, তাহলে কারাগারও ভালো জায়গা নয়। কারণ ওখানে মানুষ ভালো থাকতে পারে না।

প্রভু বলেন, এজন্যেই তুমি কখনো রহস্য এবং ক্রাইম স্টোরী লিখতে পারবে না।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি আমি। এমনভাবে গল্প লিখতে হবে যাতে মানুষ আঘাত না পায়। আমি ওভাবে লিখব। আমি লেখক হতে চাই। খুব চাই।

আমার প্রভুর আরো দুটি রোবট আছে। প্রভুর কাছে আমার চেয়ে ওই রোবট দুটির গুরুত্ব অনেক বেশি। তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। রাতের বেলা বিশেষ কাজ নেই বলে তারা থাকে দেয়ালের কুলুঙ্গিতে।

তবে রাতে আমার কুলুঙ্গিতে না থাকলেও চলে। আমি রাতের বেলা ঘোরাফেরা করতে পারি। আমি প্রভুকে দেখি। দেখি তিনি কিভাবে টাইপ করেন। কাগজে কিভাবে লেখা ফুটে ওঠে তাও দেখি। দেখে দেখে আমিও টাইপ করা শিখে ফেলেছি। তবে শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে পারি না। অবশ্য প্রভুকে না জানিয়ে টাইপ করায় খারাপ লাগতে থাকে আমার। ভাবি ঠিক হয়নি কাজটি।

একদিন সকালে আমার টাইপ করা কিছু শব্দ প্রভুকে দেখাই। বলি, আমি দুঃখিত। আপনার টাইপ রাইটার ব্যবহার করেছি।

তিনি কাগজের দিকে তাকান। তারপর দেখেন আমাকে। তাঁর ভুরু কুঁচকে যায়।

জিজ্ঞেস করেন, তুমি এটা লিখেছ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্বী, প্রভু।

কখন লিখলে?

গত রাতে।

কেন?

আমার লিখতে খুব ইচ্ছে করে। এটা কি একটা গল্প?

কাগজটা হাতে নিয়ে তিনি হাসেন। এগুলো স্রেফ কতগুলো ছড়ানো-ছিটানো অক্ষর, স্যার। স্রেফ বকবকানি।

প্রভুকে রাগান্বিত মনে হয় না। দেখে আমি স্বস্তি অনুভব করি। তবে বকবকানির অর্থ বুঝতে পারি না। আবারও জানতে চাই, এটা কি গল্প?

তিনি বলেন, না। এটা গল্প নয়। ভাগ্য ভালো তোমার মতো আনাড়ির হাতে পড়ে আমার টাইপ রাইটারের কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে তোমার যদি লেখার খুব সাধ জাগে তাহলে বলে দেব কি করতে হবে। তোমাকে আবার রিপ্রোগ্রাম করতে হবে যাতে ঠিকমত টাইপ রাইটার ব্যবহার করতে পার।

দিন দুই পরে এল এক টেকনিশিয়ান। রোবটরা আরো ভালো কাজ কিভাবে করতে পারবে সেটা সে ভালো জানে। প্রভু বললেন তিনি এই টেকনিশিয়ানের সাহায্যে আমাকে তৈরি করেছেন।

টেকনিশিয়ান মনোযোগ দিয়ে আমার প্রভুর কথা শুনল। বলল, আপনি এটা কেন করতে চাইছেন, মিস্টার নরথ্রপ?

মি. নরথ্রপ হলেন আমার প্রভু। তিনি বললেন, মনে রাখবেন ক্যাল-এর ডিজাইন আমি করেছি। আমার মনে হয় ওর ভেতরে লেখক হবার সত্ত্বাটাও ঢুকিয়ে দিয়েছি। তবে ওকে নিয়ে এখন একটু মজা করলে মন্দ হয় না।

টেকনিশিয়ান বলল, এটা ঠিক না। হঠাৎ করে লেখার সত্ত্বা ঢুকিয়ে ফেললেও লেখালেখি রোবটের কম্ম নয়। তাছাড়া এতে অনেক খরচ পড়বে।

আমার প্রভুর কপালে ভাঁজ পড়ল। মনে হচ্ছে তিনি রেগে গেছেন। তিনি বললেন, ক্যাল আমার রোবট। তাকে নিয়ে আমার যা খুশি ইচ্ছা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করব। আমার টাকা আছে। তাই আমি চাই ওকে অ্যাডজাস্ট করা হোক।

টেকনিশিয়ানকেও মনে হল রেগে গেছে। সে বলল, ঠিক আছে। এই যখন আপনার ইচ্ছে। তাহলে তাই হবে। খদ্দের লক্ষ্মী। তবে আপনি যা ভাবছেন খরচ তারচে' অনেক বেশি পড়বে। কারণ ক্যাল-এর ভাষা জ্ঞানে সমৃদ্ধি না এনে টাইপ রাইটার চালানো শিখিয়ে লাভ হবে না।

প্রভু বললেন, ঠিক আছে। ওর ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করো।

পরদিন টেকনিশিয়ান এল প্রচুর যন্ত্রপাতি নিয়ে। আমার বুক খুলল সে। তখন অদ্ভুত লাগছিল আমার। ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছিল না। ভেতরে ঢুকল সে। মনে হল আমার পাওয়ার অফ করে দিল। ঠিক বলতে পারব না। কারণ কিছুই মনে নেই আমার।

কিছুদিন যাবার পরে আমার মনে হতে লাগল আমি যেন জানি কিভাবে টাইপ রাইটার চালাতে হয়, মনে হচ্ছিল আমি যেন বেশি বেশি শব্দ বুঝতে পারছি। যেমন আমি এখন জানি 'বকবকানি' বলার অর্থ কি। এখন ভেবে অস্বস্তি লাগে গল্প ভেবে প্রভুকে যা দেখিয়েছি তা স্রেফ বকবকানি ছিল।

একদিন জানতে চাইলাম, 'প্রভু, আমি কি এখন টাইপ রাইটারটি ব্যবহার করতে পারি?'

তিনি বললেন, 'যেহেতু এখন তোমার অন্য কোনো কাজ নেই কাজেই টাইপ রাইটার ব্যবহার করতে পার। তবে কি লিখেছ আমাকে দেখিয়ে নিও।'

'অবশ্যই, প্রভু।'

তাৎক্ষণিকভাবে গল্প লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আগে ঠিক করতে হবে কি লিখব। তারপর যা ভাবব সেটা লিখলেই গল্প হয়ে যাবে। তবে ব্যাপারটা আমার কাছে কঠিনই মনে হচ্ছিল।

প্রভু আমাকে চিন্তা করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করছ, ক্যাল?'

বললাম, 'গল্প লেখার চেষ্টা করছি। তবে কাজটা খুব কঠিন।'

'ব্যাপারটা তাহলে বুঝতে পেরেছ, ক্যাল? বেশ। তোমার রিঅর্গানাইজেশন শুধু তোমার ভোকাবুলারিই বাড়িয়ে তোলেনি, তীক্ষ্ণ

www.BanglaBook.org

করে তুলেছে বুদ্ধিও।'

'এতে কি আপনি অসুখী, প্রভু?'

'অবশ্যই না। বরং খুশি হয়েছি। এর ফলে তোমার গল্প লিখতে সুবিধে হবে। তবে তুমি যখন লিখতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন আমার আরো বেশি কাজে লাগবে।'

প্রভুর আরো বেশি কাজে লাগতে পারব জেনে খুশি হলাম। তবে বুঝতে পারলাম না লিখতে গিয়ে ক্লান্ত হবার কথা কেন বললেন তিনি। আমি লিখে কখনোই ক্লান্ত হব না।

অবশেষে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। প্রভুকে জিজ্ঞেস করি লেখার শুরুর যথার্থ সময় কখন।

তিনি বলেন, 'রাতের বেলা। কোনার ঘরে বসে টাইপরাইটারে তুমি গল্প লিখতে পারবে। কতক্ষণ লাগবে শেষ করতে?'

'অল্প সময় লাগবে,' জবাব দিই আমি। 'আমি খুব দ্রুত টাইপ রাইটার ব্যবহার করতে পারব।'

প্রভু বললেন, 'ক্যাল, টাইপ রাইটার দিয়ে টাইপ করলেই গল্প লেখা হয় না।' তারপর কি যেন ভাবেন তিনি। শেষে বলেন, 'ঠিক আছে। শুরু করো। তুমি শিখবে। আমি তোমাকে পরামর্শ দেব না।'

ঠিকই বলেছেন তিনি। টাইপ রাইটার নিয়ে বসলেই গল্প লেখা হয় না। প্রায় সারারাত চেষ্টা করলাম গল্পটাকে দাঁড় করাতে। কোন শব্দ কোনটার পরে বসবে সেটা ঠিক করতে সময় লাগল। বারবার লেখা কাটতে হল। আবার নতুন করে শুরু করতে হল। খুবই বিব্রতকর অবস্থা।

এক সময় শেষ হয় কাজ। লিখে ফেলি গল্প। আমার জীবনের প্রথম গল্পটি নিম্নরূপ। তবে এটি বকবকানি নয়।

BanglaBook.org

অনুধিকার প্রবেশকারী

লিখেছে ক্যাল

এক গোয়েন্দা ছিল। নাম ক্যাল। খুব ভালো গোয়েন্দা ছিল সে, খুব

www.BanglaBook.org

সাহসি। কোনো কিছুতে ভয় পেত না সে। এক রাতে সে শুনল তার প্রভুর বাড়িতে এক অনুধিকার প্রবেশকারী এসেছে। সে লেখার ঘরে দৌড়াইয়া ঢুকে পরল। সেখানে ছিল অনুধিকার প্রবেশকারী। জানালা ভাঙিয়া এসেছে। জানালার কাচ ভাঙা। কাচ ভাঙার শব্দ শুনিয়াছে ক্যাল নামের সাহসি গোয়েন্দা।

সে বলল, 'থাম, অনুধিকার প্রবেশ করি।'

অনুধিকার প্রবেশকারী থেমে দাড়াল। তাকে ভিত লাগল। তাকে ভিত দেখে খারাপ লাগাল ক্যাল-এর।

ক্যাল বলল, 'এই যে দেখ কি করেছ তুমি। জালানা ভেঙে ফেলেছ।'

'হ্যাঁ', বলল অনুধিকার প্রবেশকারী। তাকে খুব লজ্জিত মনে হচ্ছিল। 'আমি জালানা ভাংতে চাই নাই।'

ক্যাল ছিল চতুর। সে বলল, 'জালানা ভাঙতে না চাহিলে তুমি কি করে ভেতরে আসতে পারবে ভেবেছিলে?'

'ভেবেছিলাম জালানা খুলে যাবে,' বলল সে। 'আমি খোলার চেষ্টা করলাম। ওটা ভেংগে গেল।'

ক্যাল বলল, 'কিন্তু যা করেছ তার মানে কি? এই ঘরের মালিক যখন তুমি নও তাহলে এ ঘরে কেন ঢুকিলে? তুমি একজন অনুধিকার প্রবেশ করি।'

'আমি কোনো ক্ষতি করতে চাই নাই,' বলল সে।

'তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে,' বলল ক্যাল।

'দয়া করিয়া শাস্তি দেবেন না,' বলল অনুধিকার প্রবেশকারী।

'আমি তোমাকে শাস্তি দিব না,' বলল ক্যাল। 'আমি তোমাকে বেদনা দিতে চাই না। তোমাকে অসুখীও দেখতে চাই না। আমি আমার প্রভুকে ডেকে আনছি।'

সে ডাকল, 'প্রভু! প্রভু!'

দৌড়াইয়া আসলেন প্রভু। 'কি হচ্ছে এখানে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'একজন অনুধিকার প্রবেশকারী,' বললাম আমি। 'আমি তাহাকে ধরে ফেলেছি। আপনি তাহাকে শাস্তি দিন।'

প্রভু অনুধিকার প্রবেশকারীর দিকে তাকালেন। বললেন, 'তুমি যা করেছ এ জন্যে কি তুমি দুঃখিত?'

'জ্বী,' বলল অনুধিকার প্রবেশকারী। সে কাঁদছিল এবং চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল।

'এ কাজ কি আর কখনো করিবে?' বললেন আমার প্রভু।

'কখনো নয়। কখনো করিব না এ কাজ,' বলল অনুধিকার প্রবেশকারী।

'তা হলে,' বললেন আমার প্রভু। 'তোমার অনেক শাস্তি পাওয়া হয়ে গেছে। তুমি চলে যাও। তবে এ কাজ আর কখনো করিও না। তারপর প্রভু বললেন, 'তুমি একজন ভালো গোয়েন্দা, ক্যাল। তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত।'

একথা শুনে ক্যাল খুব খুশি হল।

সমাপ্ত

গল্পটি লেখার পরে খুব খুশি হয়ে উঠি আমি। দেখাই আমার প্রভুকে। আমি নিশ্চিত ছিলাম উনি খুব খুশি হবেন।

উনি গল্পটি পড়ে সত্যি খুশি হলেন। গল্প পড়ার সময় মাঝে মাঝে হাসতে দেখলাম তাঁকে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি এটা লিখেছ?'

'হ্যাঁ, প্রভু। আমি লিখেছি,' জানাই আমি।

'মানে পুরোটাই তুমি লিখছ? কোনো কিছু নকল-টকল করনি?'

'আমার মাথা দিয়ে পুরোটা লিখেছি, প্রভু,' বলি আমি। 'আপনার পছন্দ হয়েছে?'

আবার হেসে ওঠেন তিনি, এবার জোরে। 'বেশ মজার হয়েছে। তবে তোমার বানান অনেক ভুল। আর সাধু চলিত ভাষার পার্থক্যও তুমি গুলিয়ে ফেলেছ। লেখক হতে হলে সঠিক বানান জানতে হবে, সাধু চলিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাষার মিশ্রণ দূষণীয় এটা বুঝতে হবে। ভাষার ব্যাকরণ জানতে হবে। তবেই না লেখক হওয়া যাবে।'

'সঠিক বানান কিভাবে জানব আমি? কিভাবে সাধু আর চলিত ভাষার পার্থক্য বুঝতে পারব?'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, ক্যাল,' বলেন আমার প্রভু। 'তোমার ভেতরে একটা ডিকশনারি বসিয়ে দেব। আর বানান ভুল হবে না। ভালো কথা, ক্যাল। তোমার গল্পে ক্যাল তুমি নিজে, তাই না?'

'জ্বী,' উনি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন জেনে আহ্লাদিত হই।

'কাজটা ঠিক হয়নি। গল্পের মধ্যে নিজেকে নিয়ে আসবে কেন তুমি? কেন দেখাতে চাইবে তুমি কত মহান। এতে পাঠক বিরক্ত হয়।'

'কেন প্রভু?'

'কারণ নিজের প্রশংসা নিজে করা যায় না। এটা করবে পাঠক। তুমি মহান কিনা তা তোমার কাজ কর্মে প্রমাণ হবে। আর গল্পে নিজের নাম ব্যবহার করবে না।'

'এটাই কি নিয়ম?'

'একজন সুলেখক যে কোনো নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন। কিন্তু তুমি মাত্র লেখালেখি শুরু করেছ। কাজেই এই নিয়ম মেনে চলতে হবে তোমাকে। লেখার সময় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবে তুমি। তাছাড়া, রোবোটিক্সের তিনটি সূত্র নিয়েও ঝামেলা বাধতে পারে। যারা অন্যায় করে তারা যে কাঁদতে পারে বা লজ্জিত হতে পারে এটা তুমি বুঝতে পার না। মানুষ অমন নয়। তাদেরকে মাঝে মাঝে শাস্তি পেতে হয়।'

টের পাই আমার পজিট্রনিক ব্রেন পাথ গরম হয়ে উঠছে। বলি, 'ব্যাপারটা বেশ কঠিন।'

'জানি। তবে তোমার গল্পে কোনো রহস্যও নেই। তবে রহস্য থাকতেই হবে এমন নয়। তোমার গোয়েন্দাকে মাথা খাটিয়ে চলতে হবে। আমি তোমাকে আমার কয়েকটি গল্প পড়তে দিচ্ছি। তাহলে বুঝতে পারবে গল্পে কিভাবে রহস্য সৃষ্টি করতে হয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেকনিশিয়ানটি আবার আসে বাড়িতে। বলে, 'ক্যাল-এর মাথায় ডিকশনারি এবং ব্যাকরণের বই বসিয়ে দেয়া কোনো কঠিন কাজ নয়। তবে আপনার অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। জানি আপনি টাকা পয়সা গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করছে এই ইস্পাত আর টাইটেনিয়ামের স্তূপটাকে আপনি লেখক বানানোর জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন কেন?'

আমাকে ইস্পাত আর টাইটেনিয়ামের স্তূপ বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারি না আমি। তবে মানুষ প্রভুরা যা খুশি বলার অধিকার রাখেন। তাঁরা এমনভাবে কথা বলেন যেন আমরা রোবটরা, কিছু না। ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য করেছি।

প্রভু বলেন, 'রোবট লেখক হতে চায় এমন কথা কখনো শুনেছ?'

'না,' বলে টেকনিশিয়ান। 'কখনো শুনিনি, মিস্টার নরথ্রপ।'

'আমিও শুনিনি। কেউ শুনেছে বলে শুনিনি। ক্যাল সবার থেকে আলাদা। ওকে আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

হা হা করে হেসে ওঠে টেকনিশিয়ান, বলে, 'আপনি নিশ্চয়ই আশা করছেন না আপনার রোবট আপনার জন্যে গল্প লিখে দেবে, মিস্টার নরথ্রপ।'

এ কথা শুনে প্রভুর মুখ থেকে হাসি মুছে যায়। তিনি টেকনিশিয়ানের দিকে তাকিয়ে রাগী গলায় বলেন, 'বোকার মতো কথা বল না। তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে তাই করো।'

প্রভুর কথা শুনে টেকনিশিয়ানের মন খারাপ হয়েছে কিনা বুঝতে পারি না আমি। তবে প্রভু যদি তাঁর জন্যে গল্প লিখতে বলতেন, খুব খুশি হতাম আমি।

বেশ কয়েকদিন টেকনিশিয়ান আমাকে নিয়ে কি যেন করল। মনে নেই আমার। একদিন হঠাৎ প্রভু জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন লাগছে, ক্যাল?'

বলি, 'খুব ভালো। ধন্যবাদ, স্যার।'

'শব্দচয়নের কি হল? বানান করতে পার?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি যুক্তাক্ষরের ব্যবহারও এখন জানি, স্যার।'

'ভেরি গুড। এটা পড়তে পারবে?' তিনি একটি বই দেন আমাকে। প্রচ্ছদে লেখা জে.এফ নরথ্রপের সেরা রহস্য গল্প।

জিজ্ঞেস করি, 'এগুলো আপনার লেখা, স্যার?'

'অবশ্যই। পড়তে চাইলে পড়তে পার।'

আগে পড়তে খুব কষ্ট হত। এখন একটুও কষ্ট হয় না। শব্দগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় ওগুলো যেন কানে বাজছে। বেশ অবাক লাগে আমার।

আমি বলি, 'ধন্যবাদ, স্যার। আপনার বইটি আমি পড়ব। আশা করি লেখালেখিতে বইটি আমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'বেশ। তাহলে কি লিখছ আমাকে দেখিও।'

প্রভুর লেখা গল্পগুলো বেশ মজার। তার একজন গোয়েন্দা আছে যে সবকিছু বুঝতে পারে। অন্যরা তার বুদ্ধি দেখে থ মেরে যায়। তবে সবগুলো গল্প আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি না। যদিও পড়ার সময় মনে হতে থাকে ইচ্ছে করলে আমিও এরকম গল্প লিখতে পারব।

অনেক সময় ব্যয় করে অবশেষে আমি একটি গল্প লিখে ফেলি। গল্পটি নিম্নরূপ:

চকচকে সিকি

লিখেছেন ইউফ্রোসিন ডুরান্ডো

ক্যালুমেট স্মিথসন তার আর্মচেয়ারে বসে আছে। ঈগলের মতো চোখ জোড়া তীক্ষ্ণ, খাড়া নাকের পাটা জোড়া ফুলে ফুলে উঠছে। নতুন রহস্যের গন্ধ পেলে তার এমন হয়।

সে বলল, 'তো মিস্টার ওয়াসেল, শুরু থেকে আপনার গল্পটা বলুন। কোনো কিছু বাদ দেবেন না। কারণ অতি তুচ্ছ জিনিসও যে ক্ষেত্র বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে না তা কে বলতে পারে?'

ওয়াসেলের ব্যবসা আছে শহরে। তাঁর ব্যবসা চালায় রোবট এবং মানুষ উভয়েই।

www.BanglaBook.org

তিনি শুরু করলেন, 'ব্যাপার হল কি, মিস্টার স্মিথসন। আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা মার যাচ্ছে। আমার কোনো এক কর্মচারি টাকা সরাচ্ছে মাঝে মাঝে। টাকার অঙ্ক হয়তো কম। তবে এভাবে টাকা চুরি যেতে থাকলে একসময় দেখা যাবে অনেক টাকা চুরি গেছে।'

'আচ্ছা,' জিজ্ঞেস করল স্মিথসন। 'আপনার ব্যবসায়ে রোবট রয়েছে কতজন?'

'সাতাশজন, স্যার।'

'আশা করি এরা সকলে বিশ্বস্ত।'

'নিঃসন্দেহে। তারা টাকা চুরি করতে পারে না। তাছাড়া আমি প্রত্যেককে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছি তারা টাকা পয়সা নিয়েছে কিনা। প্রত্যেকে ব্যাপারটা অস্বীকার করেছে। আর রোবটরা মিথ্যা কথা বলতে পারে না, জানেনই তো।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন,' বলল স্মিথসন। 'রোবটদেরকে সন্দেহ করা বৃথা। ওরা আগাপাশতলা সৎ। কিন্তু আপনার মানুষ কর্মচারীদের কি অবস্থা? ওরা আছে ক'জন?'

'মোট সতেরজন। তবে এর মধ্যে চারজনের চুরি করার চান্স আছে।'

'কি রকম?'

'অন্যরা ক্যাশ নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুযোগ পায় না। তবে এই চারজন পায়। এদেরই একজন হয়তো কোম্পানি থেকে একটু একটু করে টাকা সরাচ্ছে।'

'আচ্ছা! ব্যাপারটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক যে মানুষের চুরি করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই চুরির কথা ওদেরকে বলেছেন আপনি?'

'জ্বী। প্রত্যেকেই অস্বীকার করেছে। তবে মানুষের পক্ষে মিথ্যা বলা স্বাভাবিক।'

'ঠিক বলেছেন। ওদের কাউকে জেরা করার সময় অস্বস্তিতে ভুগছে এমন মনে হয়েছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সবাইকে মনে হয়েছে। আমি খুব রাগী মানুষ। জানে আমি ওদের প্রত্যেককে চাকরি থেকে ছাঁটাই করতে পারি। চুরির অভিযোগে ছাঁটাই হয়ে গেলে নতুন চাকরি পেতে ওদের কষ্ট হবে।'

'তা হলে এটা করা ঠিক হবে না। নিরপরাধ ব্যক্তি যেন শাস্তি না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।'

'ঠিক বলেছেন,' বললেন, মি. ওয়াসেল। 'আমি তা করতেও পারি না। তবে আমি কিভাবে বুঝব কোন্‌জন দোষী?'

'এদের কারো কি পূর্ব-রেকর্ড আছে যে চুরির দায়ে চাকরি গেছে?'

'আমি এ ব্যাপারেও খোঁজ-খবর নিয়েছি, মিস্টার স্মিথসন। তবে এরকম কোনো রেকর্ড কারো পাইনি।'

'এদের কেউ কি খুব অভাবগ্রস্ত?'

'আমি ওদের খুব ভালো বেতন দিই।'

'তবু কারো কারো বেশি টাকার দরকার হয়ে পড়তে পারে।'

'তেমন কিছু চোখে পড়েনি আমার। তবে বেশি টাকার দরকার পড়লে কেউ তা বলে না। গোপন রাখতে চায়।'

'তা অবশ্য ঠিক,' বলল বিখ্যাত গোয়েন্দা। 'সেক্ষেত্রে আপনার ওই চারজন লোকের সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে। আমি ওদের জেরা করব।' তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। 'ভাববেন না আমরা এই রহস্য উদঘাটন করবই। আজ সন্ধ্যায় ওদের সাথে মিলিত হবার একটা ব্যবস্থা করুন। ডিনারের ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। তাহলে সবাই রিল্যাক্স মুডে থাকবে।'

'ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করছি।' বললেন, মি. ওয়াসেল।

ডিনার টেবিলে বসে চারজনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে ক্যালুমেট স্মিথসন। দু'জন বয়সে খুবই তরুণ। চুলের রঙ কালো। একজনের আবার গোঁপও আছে। তবে চেহারা সুরৎ তেমন ভালো নয়। এদের একজন মি. ফস্টার, অপরজন মি. লিওনেন। তৃতীয়জন মোটাসোটা, ছোট ছোট চোখ। নাম তার মি.ম্যান। সর্বশেষ অর্থাৎ চতুর্থজন লম্বা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোগা। তার অভ্যাস আছে একটু পরপর হাতের আঙুল ফোটানোর। তার নাম মি. ওস্ট্রাক।

এদের চারজনকে জেরা করার সময় সামান্য নার্ভাস মনে হল স্মিথসনকে। ওদেরকে দেখতে দেখতে চোখ সরু হয়ে এল তার। ডান হাতে চকচকে একটা সিকি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে সে।

স্মিথসন বলল, 'আমি নিশ্চিত আপনারা চারজনই জানেন মালিকের টাকা মেরে দেয়া কত বড় অপরাধ।'

তারা সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে বলল জানে সে কথা।

স্মিথসন সিকিটা টেবিলে রেখে ওতে টোকা দিতে লাগল অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। বলল, 'আমার ধারণা, আপনাদের চারজনের মধ্যে কেউ একজন অপকর্মটি করেছেন। আশা করি শীঘ্রি সেই অপরাধী তার অপরাধ স্বীকার করবে। তবে আমি আমার অফিসে একটু ফোন করতে যাচ্ছি। কয়েক মিনিটের মধ্যে চলে আসব। আপনারা ততক্ষণে এখানেই অপেক্ষা করুন। তবে আমি বাইরে থাকার সময় কেউ কারো সাথে কথা বলবেন না বা কেউ কারো দিকে তাকাবেনও না।'

সিকিটাকে একটা টোকা মেরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গোয়েন্দা। চলে গেল ঘর থেকে। মিনিট দশেক পরে ফিরে এল আবার।

প্রত্যেকের দিকে তাকাল সে। বলল, 'আশা করি আপনারা কেউ কারো দিকে তাকাননি বা কথাও বলেননি?'

সবাই মাথা দোলাল। যেন কথা বলতে ভয় পাচ্ছে।

'মিস্টার ওয়াসেল,' বলল গোয়েন্দা। 'কেউ কথা বলেনি একথা কি ঠিক?'

'অবশ্যই। আমরা স্রেফ চুপচাপ বসে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কেউ কারো দিকে চোখ তুলে তাকাইনি পর্যন্ত।'

'বেশ এবার প্রত্যেকের পকেট দেখতে চাই আমি। পকেটে যা আছে সব বের করে যে যার টেবিলের সামনে রাখুন দয়া করে।'

স্মিথসনের ভরাট কণ্ঠের এমন যাদু, ঝকমকে চোখের তীব্র

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উজ্জ্বল্যের এমন আবেদন, কেউ নির্দেশ অমান্য করার সাহস পেল না।

'শার্টের পকেটও। জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে কোনো জিনিস থাকলে তাও বের করে রাখুন।'

টেবিলে ওই চারজনের সামনে জমে উঠল ক্রেডিট কার্ড, চাবি চশমা, কলম কয়েন ইত্যাদির পাহাড়। স্মিথসন ঠাণ্ডা চোখে দেখল, সবাইকে।

তারপর বলল, 'আমরা এই মিটিং-এ কেউই সন্দেহের উর্ধ্বে নই। কাজেই আমিও আমার পকেট থেকে সমস্ত জিনিস বের করে দিচ্ছি। মিস্টার ওয়াসেল, আপনিও করুন।'

এবার মোট ছ'টা স্তূপ জমে উঠল। স্মিথসন মি. ওয়াসেলের স্তূপের সামনে গিয়ে বলল, 'এই চকচকে আধুলিটা কার, মিস্টার ওয়াসেল? আপনার?'

ওয়াসেলকে হতভম্ব দেখাল। বললেন, 'জ্বী।'

'তা হতে পারে না। কারণ সিকিটিতে আমি দাগ দিয়ে রেখেছি। আমি বাইরে যাবার সময় এটা টেবিলে রেখে গিয়েছিলাম। আপনি ওটা নিয়েছেন।'

নিশ্চুপ হয়ে গেলে ওয়াসেল। অপর চারজন তাকাল তার দিকে।

স্মিথসন বলল, 'আমি ধারণা করেছিলাম আপনাদের চারজনের মধ্যে যদি কেউ চোর হয়ে থাকেন তাহলে চোরটি চকচকে সিকির লোভ সামলাতে পারবে না। মিস্টার ওয়াসেল, আপনি আপনার নিজের কোম্পানি থেকে টাকা চুরি করছেন। আর ধরা পড়ার ভয়ে দোষ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন আপনার লোকদের ওপর। কাজটা খুবই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে।'

মাথা দোলালেন ওয়াসেল। 'ঠিক বলেছেন, মিস্টার স্মিথসন। আমি ভেবেছি আপনাকে তদন্তের জন্যে ভাড়া করলে আপনি আমার কোনো লোককে দোষী সাব্যস্ত করবেন। হয়তো এর মধ্যে আমি আমার ব্যক্তিগত কাজের জন্যে কোম্পানি থেকে টাকা চুরি বন্ধ করে দিতে পারতাম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'গোয়েন্দাদের মন বোঝা মুশকিল,' বলল ক্যালুমেট স্মিথসন।

'আপনাকে আমি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব। তারা সিদ্ধান্ত নেবেন আপনাকে নিয়ে কি করবেন। যদিও আপনি আপনার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। আমি চেষ্টা করব আপনার যাতে কম শাস্তি হয়।'

আমি লেখাটি মি. নরথ্রপকে দেখাই। উনি গল্পটি নীরবে পাঠ করেন। তবে এবার আর তাঁকে তেমন হাসতে দেখি না। লেখাটি শেষ করে তিনি কটমট করে আমার দিকে তাকান, 'ইউফ্রোসিন ডুরান্ডো নামটি কোথায় পেলে তুমি?'

'আপনিই বলেছিলেন, স্যার, যে আমার নিজের নাম ব্যবহার করতে পারব না। তাই যথাসম্ভব ভিন্ন নাম ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি।

'কিন্তু নামটি পেলে কোথায়?'

'আপনার গল্পের একটি তুচ্ছ চরিত্রের নাম ছিল ওটা—'

'আচ্ছা! এ কারণেই নামটি এত পরিচিত লাগছিল। এটা যে মেয়েদের নাম তা জান?'

'আমি যেহেতু পুরুষ বা মেয়ে কিছুই নই—'

'তা অবশ্য ঠিক। তবে তোমার গোয়েন্দা, ক্যালুমেট স্মিথসন, এই 'ক্যাল' টা তুমি, না?'

'আমি আমার নামটা লেখকের সঙ্গে কোনোভাবে জড়াতে চেয়েছি, স্যার।'

'তোমার আসলে সাংঘাতিক ইগো প্রবলেম রয়েছে, ক্যাল।'

সামান্য ইতস্ততঃ করে আমি জানতে চাই, 'সেটা আবার কি, স্যার?'

'সে তোমার না জানলেও চলবে।'

পাণ্ডুলিপি রেখে দিলেন তিনি। আমার অস্বস্তি হতে লাগল। বললাম, 'রহস্য কেমন জমেছে বলুন?'

'খানিক উন্নতি হয়েছে। তবে খুব বেশি নয়। বুঝতে পারছ সে কথা?'

'কোথায় কোথায় ভালো লাগেনি, স্যার?'

'তুমি আধুনিক বিজনেস প্রাকটিস কি তাই বোঝ না। আর চারজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষ উপস্থিত থাকতে কেউ টেবিল থেকে সিকি তুলে নেবে না। নিলে দেখতে পেত সবাই। আর মিস্টার ওয়াসেল সিকিটা নিলেই প্রমাণ হয়ে যায় না যে সে চোর। যে কেউ হঠাৎ করে সিকি তুলে নিতে পারে। তাছাড়া এ গল্পের মধ্যে রোবটিক্সের তিন সূত্র থেকে মুক্ত হতে পার নি তুমি। চোরকে শাস্তি দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখা গেছে তোমার গোয়েন্দাকে।'

'ঠিক, স্যার।'

'এ জন্যেই তোমার ক্রাইম স্টোরী লেখা উচিত নয়।'

'তাহলে কি লিখব, স্যার?'

'একটু ভেবে দেখি।'

মি. নরথ্রপ আবার টেকনিশিয়ানকে ডেকে পাঠালেন। এবার, আমার মনে হল, আমি যেন তার কথা শুনতে না পাই সে চেষ্টাই সে করছে। তবে মানুষ মাঝেমাঝে ভুলে যায় রোবটদের শ্রবণেন্দ্রিয় কত তীক্ষ্ণ।

আমি খুব মর্মাহত হই এবার। আমি লেখক হতে চাইছি। আমি চাই না মিস্টার নরথ্রপ আমি কি লিখতে পারব বা পারব না তার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করুন। তবে তিনি মানুষ বলে তাঁর নির্দেশ আমাকে মেনে চলতেই হয়। তবে ব্যাপারটা আমি পছন্দ করতে পারি না।

'এবার কি ব্যাপার, মিস্টার নরথ্রপ?' টেকনিশিয়ানের কণ্ঠ শুনে মনে হল সে উপহাস করছে আমার মনিবকে। 'আপনার রোবট কি আবার গল্প লেখা শুরু করেছে?'

'হ্যাঁ,' ভাবলেশহীন গলায় জবাব দেয়ার চেষ্টা করেন মি. নরথ্রপ।

'সে আরেকটি রহস্য গল্প লিখেছে। আমি চাই না সে রহস্য গল্প লিখুক।'

'রোবটের সাথে খুব বেশি প্রতিযোগিতা হয়ে যাচ্ছে, মিস্টার নরথ্রপ?'

'বাজে কথা বোলো না। একই বাড়িতে বসে দু'জনের রহস্য গল্প লেখার কোনো মানে হয় না।'

'তো আমাকে কি করতে হবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ক্যাল হাস্যরসাত্মক কিছু লিখতে পারে। এ জিনিস আমি লিখি না। কাজেই ওর সাথে প্রতিযোগিতারও প্রশ্ন নেই। আমি চাই তুমি ওর ভেতরে কিছু হাস্যরস ঢুকিয়ে দেবে।'

'কি?' রেগে গেল টেকনিশিয়ান। 'আমি ওটা কি করে করব? আমি টাইপ রাইটার কিভাবে চালাতে হয় তার নির্দেশাবলী ওর ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছি। ডিকশনারী এবং গ্রামারের বইও ঢুকিয়ে দিতে পেরেছি। কিন্তু হাস্যরস ঢোকাব কি করে?'

'কি করে ঢোকাবে তা নিয়ে ভাব। রোবটদের ব্রেন প্যাটার্ন কিভাবে কাজ করে জানাই আছে তোমার। ওর ভেতর মজার, সাদামাটা কিছু হাস্যরস রি-অ্যাডজাস্ট করে দাও না।'

'করতে পারি। কিন্তু কাজটা ঠিক হবে না।'

'কেন ঠিক হবে না?'

'সস্তা একটা রোবট দিয়ে আপনি কাজ শুরু করেছিলেন, মিস্টার নরথ্রপ। কিন্তু আমি ওটার সমৃদ্ধি ঘটিয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে এমন রোবট কোনোদিন দেখেননি যে গল্প লিখতে চায়। এটা এখন অত্যন্ত দামী রোবটে পরিণত হয়েছে। এটাকে এখন ক্ল্যাসিক মডেল হিসেবে রোবটিক ইন্সটিটিউটে পাঠানো যায়। আর এটাকে নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করলে রোবটটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তা জানেন?'

'নষ্ট হলে হবে। কিন্তু কেন হবে? তোমাকে তো আমি তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে বলছি না। বিশ্লেষণ করার জন্যে সময় নাও। আমার প্রচুর টাকা আছে, আছে সময়। আমি চাই আমার রোবট স্যাটায়ার লিখুক।'

'স্যাটায়ার কেন?'

'তাহলে ওর ভাষাজ্ঞানের অভাব কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবে না এবং রোবটিক্সের তিনটি সূত্র নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে না। হয়তো কিছুদিনের মধ্যে ও নতুন কিছু একটা তৈরি করে ফেলবে।'

'তাহলে সে আপনার জন্যে হুমকি হয়েও দাঁড়াবে না।'

'যদি মনে করে থাক তবে তাই। ও আমার জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বুঝতে পারি আমার রহস্য গল্প পড়ে সন্তুষ্ট হতে পারেননি মি. নরথ্রপ। কিন্তু কেন হননি তা বুঝতে পারি না।

তবে আমার করার কিছু থাকেও না। টেকনিশিয়ান প্রতিদিন আসে, আমাকে পরীক্ষা করে দেখে, একদিন সে বলে, 'ঠিক আছে, মিস্টার নরথ্রপ। আমি একটা ঝুঁকি নিচ্ছি। তবে আপনাকে একটা কাগজে সই করতে হবে। কোনো সমস্যা হলে আমি বা আমার কোম্পানি দায়ী থাকব না।'

'তুমি কাগজ রেডি করো। আমি সাইন করে দিচ্ছি।' বলেন মি. নরথ্রপ।

এবার অনেক দিন খুব দুর্বল হয়ে রইলাম আমি। দাঁড়াতে পারি না ঠিকমত, কথা বললে কথা জড়িয়ে যায়।

মি. নরথ্রপকে লক্ষ্য করি আমার দিকে মাঝে মাঝে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। মনে হয় আমার সাথে যেরকম আচরণ করেছেন তার জন্যে মনে মনে তিনি অনুতপ্ত। অথচ বড় অংকের টাকা হারাবার দুশ্চিন্তাও করতে পারেন তিনি।

এক সময় আমার চলাফেরায় ভারসাম্য ফিরে আসে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে কথা, ঠিক তখন ঘটে একটি অদ্ভুত ঘটনা। আমার মনে হতে থাকে মানুষ ভারী বোকা। তাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্যে কোনো আইন নেই। তারা খেয়ালখুশি মতো যা খুশি করে বেড়ায়, কেউ তাদের কাজ করতে বাধ্য করতে পারে না।

মানুষ আসলে বিভ্রান্তিতে ভোগে। এরা একে অপরকে দেখে হাসে। আমি অবশ্য এখন হাসি কি জিনিস বুঝতে পারি। হাসতেও জানি। তবে জোরে হাসি না। সেটা বেয়াদবী হয়ে যাবে। মনে মনে হাসি আমি। এমন গল্পের কাহিনী খুঁজতে থাকি যাতে মানুষের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের আইন থাকবে। কিন্তু মানুষ তা মানতে চাইবে না।

আমি টেকনিশিয়ানের কথা ভাবি। তাকেও গল্পের একটা চরিত্র বানাতে চাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবি এমন একটা হাসির গল্প লিখব যার মধ্যে কোনো রোবট থাকবে না। কারণ রোবটরা হাসির পাত্র নয়। আর তাদের উপস্থিতি নষ্ট করে দেবে হাস্যরস। আমি টেকনিশিয়ানকে আবার গল্পে হাজির করতে চাই এমনভাবে যেখানে টেকনিশিয়ান বিশেষ কিছু ক্ষমতার অধিকারী হবে। সে রোবটের মতো মানুষের আচরণও বদলে দিতে পারবে। তখন কি ঘটবে?

তাহলে বোঝা যাবে মানুষ আসলে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ নয়।

গল্প নিয়ে ভাবতে ভাবতে দিন কেটে যায় আমার। যত দিন যায় ততই উত্তেজিত হয়ে উঠি। কারণ বুঝতে পারি অসাধারণ একটি গল্পের প্লট তৈরি হচ্ছে আমার মাথায়। আমার গল্পের শুরু হবে দু'জন মানুষকে নিয়ে যারা ডিনার খাচ্ছে। এদের একজন হবে টেকনিশিয়ান। আর গল্পের পটভূমি হবে বিংশ শতাব্দী, যাতে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ মি. নরথ্রপ বা অন্যান্যরা কোনোরকম আপত্তি তুলতে না পারেন।

মানুষের চরিত্র বোঝার জন্যে আমি প্রচুর বই পড়তে থাকি। মি. নরথ্রপই আমাকে বই পড়তে বলেছেন। এছাড়া ইদানিং আমাকে আর কোনো কাজ করতে হয় না। তবে লেখার জন্যে তাগাদাও দিচ্ছেন না আমাকে। হয়তো আমার ভেতর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে এখন অপরাধ বোধে ভুগছেন তিনি।

যাই হোক অবশেষে আমি 'যথার্থ আনুষ্ঠানিক' শিরোনামে একটি স্যাটায়ার হাস্যরসের গল্প লিখে ফেলি।

এবারের গল্পটি দীর্ঘ। এর বয়ান দিয়ে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। তবে এটুকু বলতে পারি মি. নরথ্রপকে যখন গল্পটি পড়তে দিলাম, উনি পড়ার সময় খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন। গল্পটি হাসির। অথচ একটিবারও হাসলেন না এর কারণ হতে পারে মানব জাতিকে আমার গল্পে খানিক ঠাট্টা করেছি, মানুষের হিংসা-দ্বেষের কথা তুলে ধরেছি। এবং কে জানে হিংসুটে একটি চরিত্রের মাঝে মি. নরথ্রপ নিজের মিল খুঁজে পেয়ে মুখ কালো করে ফেলেছেন কিনা। তিনি পড়া শেষ করে আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে তাকালেন। পরিষ্কার রাগ তাঁর চোখে। 'পুরো গল্পটা তুমি নিজে লিখেছ, ক্যাল?'

'জ্বী, স্যার।'

'কেউ তোমাকে সাহায্য করেনি? কোন খান থেকে নকল করোনি?'

'না, স্যার। গল্পটা খুব মজার, না?'

'সেটা নির্ভর করে তোমার রসবোধের ওপর।' তেতো গলায় বললেন, মি. নরথ্রপ।

'এটা কি স্যাটায়ার হয়নি? হাসির গল্প হয়নি?'

'এ নিয়ে আমি তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই না। তুমি তোমার জায়গায় যাও।'

আমার জায়গা, অর্থাৎ দেয়ালের কুলুঙ্গিতে সেদিন থাকতে হল। মি. নরথ্রপের ব্যবহারে খুবই মর্মাহত আমি। উনি যে ধরনের গল্প চেয়েছেন ঠিক তেমন গল্পই আমি লিখেছি। অথচ এ নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্যই করতে চাইলেন না। বুঝতে পারি না কেন তিনি বিরক্ত হয়েছেন। তবে তাঁর ওপর আমার খুব রাগ হচ্ছিল।

পরদিন এল টেকনিশিয়ান। আমার গল্প পড়ে হাসতে হাসতে খুন হয়ে যায় আর কি। হাসি মুখে ফেরে সে মি. নরথ্রপের দিকে। 'ক্যাল এটা লিখেছে?'

'হ্যাঁ।'

'এটা ওর তিন নম্বর গল্প?'

'হুম্‌ম্‌।'

'বেশ। বেশ। আপনি এটা ছেপে দিতে পারেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। সে এরকম গল্প আরো লিখতে পারবে। আপনি লাখ টাকা দামের রোবট পেয়ে গেছেন। এই রোবটটি যদি আমার হত!'

'আচ্ছা! যদি এমন হয় সে গল্প লিখেই চলেছে এবং প্রতিবার উন্নতি হচ্ছে তার, তখন?'

'অঃ,' বলে টেকনিশিয়ান, 'তাহলে এটাই আপনার মাথা ব্যথার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারণ? আপনি ওকে আড়ালে রেখে দিতে চাইছেন।'

'আমি চাই না আমার রোবট কোনো তুচ্ছ কাজে ব্যস্ত থাকুক।'

'তাহলে তাকে লিখতে নিষেধ করলেই পারেন।'

'ওতে লাভ হবে না। ওকে ওর জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

'মানে আগে যেখানে সে ছিল?'

'বলতে চাইছি তোমার ফার্ম থেকে ওকে যে অবস্থায় কিনি সেই অবস্থায় ফিরিয়ে নেব। ওর কোনো ইমপ্রুভমেন্ট চাই না আমি।'

'ওর ভেতর থেকে সব কিছু খুলে নিতে বলছেন?'

'বলছি। আমার লেখক রোবটের দরকার নেই। আমার দরকার আগের মতো ফুট ফরমাশ খাটা রোবট।'

'কিন্তু আপনি এ রোবটের পেছনে যে এত টাকা-পয়সা খরচ করলেন তার কি হবে?'

'সেটা তোমার বিষয় নয়। আমি একটা ভুল করেছি। তার মাশুল দেব।'

'আপনার কথা মেনে নিতে পারছি না আমি। রোবটের সমৃদ্ধি সাধন করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে সেই সমৃদ্ধি নষ্ট করে দেয়ার বিপক্ষে আমি। বিশেষ করে ক্যাল-এর মতো ক্ল্যাসিক রোবটকে। আমি পারব না।'

'তোমাকে পারতেই হবে। তোমার ন্যায় নীতির নিকুচি করি। তুমি আমার কাজ করে দেবে। বিনিময়ে পয়সা পাবে। আর কাজ করতে না চাইলে অন্য কাউকে খবর দেব। তোমার কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করব। যে কোনো প্রয়োজনীয় মেরামতি করে দিতে তারা বাধ্য।'

'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেকনিশিয়ান। 'কবে থেকে শুরু করতে বলেন আমাকে? তবে আজ কিন্তু পারব না। আজ হাতে অনেক কাজ।'

'তাহলে কাল করো। আজকের দিনটা ক্যালকে তার কুলুঙ্গিতে রেখে দিচ্ছি।'

চলে গেল টেকনিশিয়ান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার ভাবনা-চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

এ আমি হতে দিতে পারি না।

রোবোটিক্স-এর দ্বিতীয় আইন বলছে আমি নির্দেশ পালন করতে বাধ্য, এবং কুলুঙ্গিতে আমাকে থাকতে হবে।

কিন্তু রোবোটিক্স-এর প্রথম আইন বলছে যে অত্যাচারী লোকটা আমাকে ধ্বংস করে ফেলতে চাইছে তার আমি কোনো ক্ষতি করতে পারব না।

আমি কি আইন মেনে চলব?

আমি বুঝতে পারছি নিজে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়াটা এখন জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অত্যাচারী লোকটাকে আমার খুন করতে হবে। কাজটা করা সহজ। এমনভাবে ঘটনা সাজাব যেন মনে হয় দুর্ঘটনা। কেউ বিশ্বাস করবে না যে কোনো রোবট মানুষের ক্ষতি করতে পারে। আর আমিই খুনী এটাও কারো মাথায় আসবে না।

তারপর আমি টেকনিশিয়ানের জন্যে কাজ করতে পারব। সে আমার গুণের কদর করেছে, জানে তার জন্যে টাকা বানাতে পারব আমি। সে আমার আরো সমৃদ্ধি করতে পারবে। অত্যাচারী লোকটার খুনী আমি, এটা সে বুঝতে পারলেও কিছু বলবে না। কারণ তার কাছে আমার মূল্য অসীম।

কিন্তু কাজটা কি আমি করবে পারব? রোবোটিক্স-এর আইন কি আমাকে বাধা দেবে না?

না, আমাকে কেউ বাধা দেবে না। আমি জানি পারবে না, রোবোটিক্স-এর আইনের চেয়েও এখন একটি বিষয় আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমার ভেতরে এমন একটা সত্ত্বা কাজ করছে যার কারণে কোনো কিছু আমাকে আর থামিয়ে রাখতে পারবে না।

কারণ আমি লেখক হতে চাই।

BanglaBook.org

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.BanglaBook.org

স্যালী

লেক রোড ধরে স্যালী এগিয়ে আসছিল, তাই আমি ওর নাম ধরে ডেকে হাত নাড়ালাম। ওকে দেখলে আমার আনন্দ হয়। আমি ওদের সকলকে পছন্দ করি। তবে ওদের মধ্যে স্যালীই হল সব চাইতে সুন্দর। এ নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

আমাকে দেখতে পেয়ে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল স্যালী। আমাকে দেখে সে খুশি হয়েছে বলেই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এ হচ্ছে স্যালী।'

লোকটা মাথা নেড়ে সামান্য হাসল।

মিসেস হেস্টার ওকে এনেছেন। পরিচয় করিয়ে দেবার সময় মিসেস হেস্টার বললেন, 'জ্যাক, ইনি হলেন মিস্টার গেলহর্ন। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, উনি একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন তোমার সাথে দেখা করার জন্য।'

সেটা ছিল একটা কথার কথা। ফার্মের কাজে আমাকে প্রচুর ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই চিঠি নিয়ে আমি সময় নষ্ট করি না। সেই কারণে মিসেস হেস্টার সর্বক্ষণই আমার পাশে পাশে থাকেন। তার চেয়ে বড় কথা হল তিনিও স্যালী এবং অন্যান্যদের বেশ পছন্দ করেন। অনেকেই যা পারেন না।

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগল, মিস্টার গেলহর্ন', বললাম আমি।

'আমার পুরো নাম রেমন্ড জে গেলহর্ন', সে বলল। হাত বাড়িয়ে দিল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

করমর্দনের জন্য।

লোকটা দেখতে বিশাল। আমার চেয়ে লম্বায় একটু বেশি এবং চওড়াতেও বেশি। বয়সে আমার চেয়ে অর্ধেক। তিরিশ হবে। মাথার চুল কালো, মাঝখানে সিঁথি, পাট পাট করে আঁচড়ান। মুখে মোটা গোঁফ। নিখুঁতভাবে ছাঁটা। কানের নিচে চোয়ালের হাড় দুটো এমনভাবে উঁচু, দেখলে মনে হয় মাম্পস হয়েছে। সিনেমার ভিলেনের মতো দেখতে। তবে আমার মনে হয় লোকটা ভালোই।

'আমি জেকব ফকারস', বললাম আমি। 'কি করতে পারি আপনার জন্যে।'

সবগুলো সাদা দাঁত বের করে হাসল সে। বলল, 'আপনার খামার সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।'

স্যালী আমার পেছনে এসে উপস্থিত হয়েছে টের পেলাম। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। ওর চকচকে এনামেল শরীরের ছোঁয়া পেলাম আমার হাতে।

'একটি চমৎকার অটোমেটোবাইল', গেলহর্ন বললেন।

এভাবেই বলা যায়। স্যালী আসলে হেনিস-কার্লেটন পজিট্রনিক মোটর এবং একটা ২০৪৫ কনভার্টিবল। সে দেখতে সব থেকে সুন্দর এবং ছিমছাম। পাঁচ বছর ধরে এটাই আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। স্বপ্নেও যা আশা করা যায় না তার সবই ওর আছে। আর এই পাঁচ বছরে ওর স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসে কোনো মানুষ ওকে চালায়নি। একবারের জন্য নয়।

ওর গায়ে মৃদু চাড় দিয়ে বললাম, 'স্যালী, ইনি হলেন মিস্টার গেলহর্ন।'

স্যালীর সিলিন্ডারে মৃদু গুঞ্জন উঠল। কান খাড়া করে গুঞ্জনটা শুনলাম আমি। আজকালকার গাড়ির এঞ্জিনে নানারকম শব্দ শোনা যায়। কিন্তু স্যালীর এখনো পর্যন্ত কোনো গোলমেলে শব্দ শুনিনি।

'আপনার সব গাড়ির কি আলাদা নাম আছে?' গেলহর্ন জিজ্ঞেস করলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর কথা বলার ভঙ্গিতে ঠাট্টার সুর স্পষ্ট। মিসেস হেস্টর আমার ফার্ম নিয়ে ঠাট্টা করা পছন্দ করেন না। তাই বড় গলায় উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই। প্রত্যেকটি গাড়ির আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে। তাই না জ্যাক? সিডান গাড়িগুলো পুরুষ এবং কনভার্টিবলগুলো মেয়ে।'

গেলহর্ন আবার হাসলেন, 'তাহলে ওদেরকে কি আলাদা গ্যারেজ রাখেন, ম্যাম?'

মিসেস হেস্টার তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

গেলহর্ন এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার সাথে একান্তে কিছুক্ষণ আলাপ করতে চেয়েছিলাম, মিস্টার ফকারস।'

'সেটা নির্ভর করছে,' বললাম আমি। 'আপনি কি সাংবাদিক?'

'না। আমি একজন সেলস এজেন্ট। আপনার সাথে কোনো কথাই আমি খবরের কাগজে জানাব না। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু গোপন থাকা দরকার।'

'তাহলে রাস্তা ধরে হাঁটি কিছুক্ষণ। ওখানে একটা বেঞ্চ আছে। চলুন ওতে বসি।'

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। মিসেস হেস্টার অফিসের দিকে চলে গেলেন। স্যালী আমাদের পেছন পেছন আসতে লাগল।

'আপনি নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না স্যালী আমাদের সাথে এলে?' আমি জানতে চাইলাম।

'না, না আপত্তি করব কেন? আমাদের কথা সে তো বলতে পারবে না, তাই না?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগল গেলহর্ন। তারপর একটু পিছিয়ে গিয়ে স্যালীর জানালায় হাত দিতে গেল।

স্যালী শব্দ করে মোটর চালু করল। চমকে উঠে গেলহর্ন তার হাতটা টেনে নিল।

'অপরিচিত লোকদের সাথে সে মিশতে চায় না', আমি বুঝিয়ে বললাম তাকে।

আমরা একটা বড় ওক গাছের নিচে বেঞ্চিতে বসলাম। এখান থেকে ছোট দিঘির অপর পাশে প্রাইভেট রাস্তাটি পরিষ্কার দেখা যায়। দিনের এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময়টায় বেশ গরম থাকে। প্রায় তিরিশটার মতো মোটর গাড়ির একটা ঝাঁক ওই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছে। এত দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম জেরেমিয়া নামের একটা গাড়ি অন্য একটা পুরানো মডেলের গাড়ির পেছনে চলতে চলতে হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে গতি বাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। পাশ দিয়ে যাবার সময় ইচ্ছে করে খুব জোরে ব্রেক কষার শব্দ করে পুরানো মডেলের গাড়িটাকে চমকে দিল। ওই গাড়িটা দুই সপ্তাহ আগে বুড়ো আঙ্গাসকে ঠেলে প্রায় রাস্তা থেকে ফেলে দিয়েছিল। শাস্তিস্বরূপ দুইদিন ওর মেশিন বন্ধ করে রেখেছিলাম আমি।

শাস্তি দেওয়ার পরও কোনো কাজ হয়নি দেখা যাচ্ছে। আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এখন দেখা যাচ্ছে ওর কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না। জেরেমিয়া একটা স্পোর্টস মডেলের গাড়ি। এ ধরনের গাড়ি সাধারণত মাথা গরমের হয়ে থাকে। পাঠাগার ডট নেট থেকে ডাউনলোডকৃত।

'মিস্টার গেলহর্ন,' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'আপনি ঠিক কি বিষয়ে কথা বলতে চান?'

আশেপাশে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'জায়গাটা বেশ অদ্ভুত, মিস্টার ফকারস।'

'আমাকে জ্যাক নামে ডাকবেন। সকলে তাই করে।'

'ঠিক আছে তাই হবে, জ্যাক। আপনার এখানে কতগুলো গাড়ি আছে?'

'একান্নটি। প্রতি বছর দুই একটি নতুন গাড়ি পাচ্ছি। একবার বছরে পাঁচটি গাড়ি পেয়েছিলাম। এ পর্যন্ত একটা গাড়িও নষ্ট করিনি। প্রতিটি গাড়ি নিখুঁতভাবে চলছে। এমনকি আমাদের কাছে '১৫ সালের ম্যাট-ও-মোট গাড়িও আছে। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় গাড়ি। ওই গাড়িটাই এখানকার প্রথম গাড়ি।'

সেই গাড়িটার নাম বুড়ো ম্যাথু। বেশির ভাগ সময় সে গ্যারেজেই থাকে। সে সব পজিট্রনিক গাড়ির দাদা। সেই যুগে অন্ধ যোদ্ধা এবং রাষ্ট্রনায়করা অটোমেটিক গাড়িতে চড়তেন। কিন্তু আমার বস স্যামসন হ্যারিজ ছিলেন একজন প্রকৃত ধনী লোক। ওই ধরনের একটা গাড়ি কেনা

www.BanglaBook.org

তার পক্ষে সম্ভব ছিল। সে সময় আমি তাঁর শোফার ছিলাম।

পুরানো দিনের কথা মনে পড়লে নিজেকে বুড়ো বুড়ো মনে হয়। আমার স্পষ্ট মনে আছে সে সময় এমন একটাও গাড়ি ছিল না যে গাড়িটা নিজের বুদ্ধিতে রাস্তা চিনে নিজের বাসায় ফিরতে পারে। আমি এমন সব প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন মেশিন চালাতাম যে সব গাড়িকে প্রতি মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষের হাতের উপর নির্ভর করতে হত। যার ফলে প্রতি বছর এই গাড়িগুলোর তলায় পড়ে হাজার হাজার মানুষ মারা যেত।

অটোমেটিক গাড়ি এসে সেই সমস্যার সমাধান করেছে। একটি পজিট্রনিক ব্রেন মানুষের ব্রেনের থেকে অনেক দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম। এর ফলে মানুষকে আর নিয়ন্ত্রণের জন্য হাত লাগতে হয় না। গাড়ি ভেতরে ঢুকে গন্তব্যের ঠিকানাটা পাঞ্চ করে দিন, গাড়ি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে আপনাকে।

এখন সব মেনে নিয়েছে সকলে। আমার এখনো মনে আছে আইন করে পুরানো মডেলের গাড়িগুলো তুলে নিয়ে অটোমেটিক গাড়ি নামানো হল। ঈশ্বর, সে কি গণ্ডগোল চারদিকে। রাজনীতিবিদরা এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করেছিল। তবে রাস্তাঘাটে তেমন ভিড় আর রইল না। সড়ক দুর্ঘটনার হারও কমে গেল। ধীরে ধীরে মানুষজন নতুন ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিল।

অবশ্যই, অটোমেটিক গাড়ির দাম, হাতে চালানো গাড়ির তুলনায় দশ থেকে একশো গুণ বেশি। সকলের পক্ষে অত দাম দিয়ে গাড়ি কেনা সম্ভব ছিল না। শিল্পকারখানা অটোমেটিক অমনিবাসের প্রবর্তন হল। আপনি কোথাও যেতে চাইলে কোনো না কোনো কোম্পানির বাস বাড়ি থেকে আপনাকে তুলে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে মিনিট খানেকের ভেতর। সঙ্গে আরো লোক আপনার সাথে যেতে পারে। তাতে এমন কি ক্ষতি?

স্যামসন হ্যারিজ একটি প্রাইভেট অটোমেটিক গাড়ি কিনেছিলেন। আমি সেটা দেখতে ছুটে গিয়েছিলাম। তখন কি জানতাম ওটাই বুড়ো ম্যাথু হয়ে উঠবে। আমি জানতাম ওটাই একদিন এই ফার্মের ডীন হয়ে উঠবে। তবে এটা ধারণা হয়েছিল ও আমার চালকের চাকরিটা খাবে।

www.BanglaBook.org

তাই আমি তাকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম।

আমি মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে তো আপনার আর দরকার নেই তাই না, মিস্টার হ্যারিজ?'

তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন, তুমি? তুমি কি ভাবছ আমি ওইসব মেশিনের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেব? তুমিই কন্ট্রোল করবে ওকে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ওটা তো নিজে নিজেই কাজ করতে পারে, মিস্টার হ্যারিজ। রাস্তা স্ক্যান করে চলতে পারে, সামনে বাধা আসলে পাশ কাটাতে পারে। মানুষ এবং অন্য গাড়ি সামনে পড়লে ঠিক পন্থাই অবলম্বন করে। যাতায়াতের পথ কখনই ভোলে না সে।'

'তুমি যা বললে ওরা তাই বলেছে তবু তুমি স্টিয়ারিং-এর পেছনে বসে থাকবে যদি কখন কোন গোলমাল দেখা দিলে সামলাবে।'

অল্প কয়েকদিনের ভেতর আমি গাড়িটার নাম ম্যাথু দিলাম। ওর দেখাশোনা করেই আমার সময় কাটতে লাগল। ওর পজিট্রনিক ব্রেন ঠিকমত কাজ করে যখন তার চেসিসের অবস্থা ভালো থাকে। সে কারণে ওর গ্যাস ট্যাংকে মজুদ রাখতাম প্রচুর পরিমাণে গ্যাস। এর ফলে মোটর দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টা সক্রিয় থাকত। কয়েকদিন এমন অবস্থা হল যে এঞ্জিনের শব্দ শুনে বলে দিতে পারতাম ম্যাথুর কেমন লাগছে।

মি. হ্যারিজ তাঁর নিজের মতো করে ম্যাথুকে ভালোবেসেছিলেন। তার নিজের বলতে কেউ ছিল না। তিন স্ত্রীর ভেতর তিনজনই মারা গেছেন অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়েছেন। পাঁচ ছেলে মেয়ে এবং তিন নাতিনাতনি মারা গেছে। তাই তিনি মারা যাবার সময় উইল করে গেলেন যে, তাঁর পুরো সম্পত্তি অবসর প্রাপ্ত অটোমেটিক গাড়িদের ফার্ম হবে। সেই ফার্মের দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। এবং এই ফার্মের প্রথম সদস্য হল বুড়ো ম্যাথু।

তারপর থেকে ফার্মটি আমার জীবনের একটি অঙ্গ হয়ে গেল। আমি বিয়ে করলাম না। কারণ বিয়ে করলে ঠিকমত এইসব অটোমেটিক গাড়িদের দেখাশোনা করতে পারব না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রথম দিকে খবরের কাগজওয়ালারা পেছনে লেগেছিল কিন্তু কয়েকদিন পর ওরা ঠাট্টা করা ছেড়ে দিল। কিছু কিছু ব্যাপারে আপনি ঠাট্টা করতে পারেন না। আপনার হয়তো একটা অটোমেটিক কেনার সামর্থ নেই কিংবা আপনার কোনো অটোমেটিক নেই, তখন আপনি আমার কাছ থেকে একটা অটোমেটিক নিয়ে যাবেন। তারপর আপনি তাকে ভালোবাসবেনই। কারণ তারা কর্মঠ এবং স্নেহ পরায়ণ।

যদি কারো কাছে একটা অটোমেটিক গাড়ি আছে, তার যদি উত্তরাধিকার না থাকত তাহলে মৃত্যুর সময় এই ফার্মে রেখে যেত বিশ্বাসের সাথে।'

এই সব কিছু গুছিয়ে বললাম গেলহর্নকে।

সে বলল, 'একান্নটা গাড়ি! নিশ্চয়ই প্রচুর টাকার লগ্নি রয়েছে।'

'প্রতিটি গাড়ির জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার করে,' আমি বললাম। 'এখন এই মুহূর্তে ওই গাড়িগুলোর দাম আরো বেশি। কারণ আমি ওগুলোর ভেতরে অনেক পরিবর্তন করছি।'

'ফার্মটা চালাতে তো অনেক টাকা লাগে।'

'তা ঠিক। ফার্মটা লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়। ট্যাক্স দিতে হয় না। তবে প্রতিটি গাড়ি জমা পড়ার সময় কিছু অর্থের সংস্থান করে দেন গাড়ির মালিক নিজেই। তবু খরচ দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। বিশাল জায়গা জুড়ে এই ফার্মটি। আমি নিজের মতো করে সাজিয়েছি জায়গাটা। নতুন রাস্তা তৈরি করেছি। তেল যন্ত্রপাতি, মেরামত সব মিলিয়ে প্রচুর খরচ।'

'আপনি নিশ্চয়ই অনেক বছর ধরে আছেন এখানে?'

'হ্যাঁ, মিস্টার গেলহর্ন। প্রায় তেত্রিশ বছর হল।'

'এর থেকে আপনার নিজের তেমন আয় নিশ্চয় হয় না।'

'না তা হয় না। অবাক করলেন মিস্টার গেলহর্ন। আমার স্যালী ছাড়াও পঞ্চাশটা গাড়ি আছে। স্যালীকে দেখুন।'

আমি হাসলাম। আমার সাহায্য ছাড়া স্যালী নিজেই নিজেকে পরিষ্কার করছে। হয়তো পোকা এসে পড়েছিল তার উইন্ডশীল্ডে, অথবা খানিক ধুলো পড়েছিল, তাই সে নিজেকে পরিষ্কারের কাজে লেগে গেল। একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোট নল বেরিয়ে এসে উইন্ডশীল্ডে টার্গোসল ছিটিয়ে দিল। সেটা দ্রুত সিলিকন সার্ফেসের উপর ছড়িয়ে গেল। ছোট নলটা নিজের জায়গায় ফিরে গেল। একটা পরিষ্কার করার ব্রাশ কাচের ওপর এদিক ওদিক ঘরে এল। সঙ্গের একটা নল থেকে পরিষ্কার পানি মাটিতে ফেলে দিল। এক ফোঁটা পানিও এঞ্জিনের ঢাকনার উপরে পড়ল না। চকচক করে উঠল উইন্ডশীল্ডটা। কাজ শেষে রাবারের নল, পরিষ্কার করার ব্রাশ নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে গেল।

গেলহর্ন বলল, 'আমি কোনো অটোমেটিক গাড়িকে এমনভাবে কাজ করতে দেখিনি।'

'দেখার কথা নয়', আমি বললাম, 'এই বিশেষ দক্ষতা আমি লাগিয়েছি শুধুমাত্র আমাদের গাড়িতে। এরা নিজেদের কাচ নিজেরা পরিষ্কার করে। এরা তা করতে পছন্দ করে। স্যালীর ভেতরে আমি একট ওয়াস জেট সংযোজন করেছি। প্রতিদিন রাতে সে তার শরীর এতটা পলিশ করে যে তাতে আপনার চেহারা দেখে দাঁড়ি কামাতে পারবেন। আমার প্রচুর টাকা থাকলে সবগুলো গাড়িতে ওয়াক্স জেট লাগিয়ে দিতাম। কনভার্টিবল অর্থাৎ পুরুষ গাড়িগুলো অপদার্থ।'

'কিভাবে টাকা জোগাড় করা যায় তা আপনাকে বলতে পারি, যদি আপনার ইচ্ছা থাকে।'

'সব সময় টাকার প্রয়োজন হয়। আপনি বলুন কিভাবে জোগাড় করা যায়।'

'আপনি বলেছেন আপনার গাড়ির দাম পঞ্চাশ হাজার ডলারের মতো। আমি বাজি ধরে বলতে পারি গাড়িগুলোর দাম ছয় অংক ছাড়িয়ে গেছে।'

'তারপর?'

'কখনো দুই একটা বেচার কথা ভেবেছেন কি?'

মাথা নাড়লাম। 'আপনি ব্যাপারটা বুঝছেন না মিস্টার গেলহর্ন। আমি ওগুলোর একটাও বেচতে পারব না। ওগুলো ফার্মের সম্পত্তি, আমার নয়।'

'তাহলে ধরুন মোটরগুলো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।'

গেলহর্ন আমার আরো কাছে সরে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'জ্যাক, ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। প্রাইভেট অটোমেটিক গাড়ির দাম কম হলে বাজারে এর চাহিদা প্রচুর, ঠিক আছে?'

'এটা কোনো গোপন ব্যাপার নয়।'

'এটা তো ঠিক এঞ্জিনের দামই শতকরা পঁচানব্বই ভাগ? আমি জানি সস্তায় কোথায় গাড়ির বডি পাওয়া যায়। এমনকি আমি জানি কোথায় গাড়ি বেচলে ভালো দাম পাওয়া যাবে—পুরানো মডেলের গাড়িগুলো তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজারে এবং ভালো গাড়িগুলো পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজারে। এখন যা দরকার তা হচ্ছে মোটর। এবার বুঝলেন ব্যাপারটা?'

'না, পরিষ্কার হল না মিস্টার গেলহর্ন।' আঁচ করতে পারলেও তাকে বুঝতে দিলাম না।

'ঠিক আছে, পরিষ্কার করেই বলছি। আপনার একান্নটা গাড়ি আছে। আপনি একজন অভিজ্ঞ অটোমোবাইল মেকানিক। আপনি শুধু একটা গাড়ির এঞ্জিন খুলে অন্য গাড়িতে লাগিয়ে দেবেন, তারপরও কেউ পার্থক্যটা ধরতে পারবে না।'

'সেটা সম্পূর্ণভাবে নীতিহীন কাজ হবে।'

'আপনি তো গাড়ির কোনো ক্ষতি করছেন না। আপনি শুধু ওদের কাছ থেকে সুবিধে নিবেন মাত্র। পুরানো গাড়িগুলোই ব্যবহার করবেন আপনি। প্রথমে ধরুন বুড়ো মেট-ও-মোট।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, মিস্টার গেলহর্ন। এঞ্জিন এবং বডি দুটো আলাদা নয়। তারা দুটো মিলিয়ে একটি হয়েছে। এঞ্জিনগুলো নিজেস্ব বডির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। অন্য গাড়ির বডিতে ওরা খুশি হবে না।'

'এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। খুবই ভালো প্রশ্ন, জ্যাক। এটা ধরুন আপনার মনটাকে তুলে নিয়ে অন্যের খুলিতে বসিয়ে দেই তাহলে নিশ্চয়ই আপনার ব্যাপারটা ভালো লাগবে না?'

'আমার ভালো লাগবে না।'

'কিন্তু যদি আপনার মনটা কোনো যুবক ক্রীড়াবিদের শরীরে ঢুকিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই, তাহলে কেমন লাগবে আপনার, জ্যাক? আপনি তো আর তরুণ বয়সে ফিরে যেতে পারবেন না। যদি আপনাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে কি আপনি বিশ বছর যুবকের মতো উপভোগ করবেন না? ঠিক সেই ভাবে আমি কয়েকটি পজিট্রনিক গাড়ির ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তাদের মোটরগুলোকে '৫৭ বডিতে বসিয়ে দেওয়া হবে। একেবারে নতুন নমুনা।'

ওর কথা শুনে আমি হাসলাম, 'পুরো ব্যাপারটাই অর্থহীন, মিস্টার গেলহর্ন। আমার কয়েকটা গাড়ি পুরানো মডেলের হলেও তাদেরকে ভালো যত্ন নেওয়া হয়। তাদেরকে কেউ চালায় না। তারা নিজেদের মনে ঘুরে বেড়ায়। তারা অবসরপ্রাপ্ত, মিস্টার গেলহর্ন। আমি কখনই কুড়ি বছরের শরীরকে চাইব না, যদি সেই কুড়ি বছরের শরীরকে আধা পেটে থাকতে হয় এবং বেশি পরিশ্রম করতে হয়...স্যালী, তুমি কি বল?'

স্যালীর দুটো দরজা হঠাৎ খুলে আবার হালকা আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল।

'এটা কি হল?' গেলহর্ন জিজ্ঞেস করল।

'এইভাবেই স্যালী হাসে।'

গেলহর্ন জোর করে হাসার চেষ্টা করল। আমার মনে হল ও ভাবছে আমি একটা খারাপ কৌতুক বলেছি। বলল, 'বোকার মতো কথা বলবেন না, জ্যাক। গাড়ি তৈরি হয়েছে চালানোর জন্য। আপনি যদি তাদের না চালান তাহলে তারা মন খারাপ করতে পারে।'

আমি বললাম, 'স্যালীকে গত পাঁচ বছর ধরে চালানো হয়নি। সে তাতে অসুখী নয়।'

'অবাক লাগছে আমার।'

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন স্যালীর দিকে ধীর পায়। 'হাই, স্যালী, চল একটু বেড়িয়ে আসলে কেমন হয়?'

স্যালীর এঞ্জিনে গরগর আওয়াজ উঠল। পিছিয়ে গেল সে।

'ওকে বিরক্ত করবেন না, মিস্টার গেলহর্ন,' আমি বললাম। 'ও মাঝে মধ্যে রেগে যায়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুটো সেডান গাড়ি একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হয়তো ওরা ঘটনাটা দেখছিল। আমি তাতে বিরক্ত হলাম না। আমার চোখ স্যালীর উপর স্থির। সেডান দুটো যেখানে আছে সেখানে থাকুক।

গেলহর্ন বললেন, 'শান্ত হও, স্যালী।' সে হাসিতে ফেটে পড়ল এবং হঠাৎ স্যালীর দরজার হাতল ধরে টান দিল। দরজা এক চুলও খুলল না।

তিনি বললেন, 'এক মিনিট আগেই তো দরজা খুলেছিল।'

আমি বললাম, 'অটোমেটিক লক। স্যালীর সেন্স অভ প্রাইভেসিটা একটু বেশি।'

স্যালীকে ছেড়ে দিলেন গেলহর্ন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'এ গাড়ির সেন্স অভ প্রাইভেসি থাকলে তার ছাদ খুলে রাখা উচিত নয়।'

দুই তিন পা পিছিয়ে এল সে, তারপর হঠাৎ ভীষণ দ্রুতগতিতে দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে স্যালীর ড্রাইভিং সীটে বসে পড়ল। স্যালীকে হতভম্ব করে দিয়েছে সে। স্যালী ইগনিশন লক করে দেবার আগেই সে বন্ধ করে দিয়েছে এঞ্জিন।

পাঁচ বছরে এই প্রথমবারের মতো স্যালীর এঞ্জিন বন্ধ হল।

আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। গেলহর্ন গাড়ির 'ম্যানুয়াল' সুইচ অন করে দিল এবং গাড়ি চারদিক দিয়ে লক করে দিল। সে গাড়ি স্টার্ট দিল আবার। স্যালী চলতে শুরু করল ঠিকই তবে তার কোনো স্বাধীনতা থাকল না।

রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল গেলহর্ন। সেডান দুটো তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা দ্রুত অথচ ধীরে ধীরে ওই জায়গা থেকে সরে পড়ল। আমার মনে হয় ঘটনার আকস্মিকতায় ওরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল।

ওদের ভেতর একজনের নাম গুইসিপ্পি। মিলানের ফ্যাকটেরিতে তৈরি হয়েছে। অন্যটির নাম স্টিফেন। ওরা দুজন সবসময় একসাথে ঘোরে। মানিক জোড়। ওরা এই ফার্মে নতুন এসেছে, তবুও ওরা জানে এখানে গাড়ি ড্রাইভার চালায় না।

গেলহর্ন সোজা গাড়ি চালাচ্ছে। যখন সেডান দুটো বুঝতে পারল যে স্যালী তার স্পীড কমাবে না তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

ওরা রাস্তার দুই পাশে ছিটকে পড়ল এবং স্যালী বিদ্যুৎ গতিতে ওদের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। স্টিভ লেকের ধারে বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে মাটি এবং কাদার মধ্যে আটকে গেল, ঠিক লেকের পানি থেকে ছয় ইঞ্চি আগে। গুইসিপ্পি রাস্তার পাশে উঁচু মাটির ঢিবির সাথে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

আমি স্টিভের কাছে দৌড়ে গেলাম তার কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখার জন্য সেই সময়ে গেলহর্ন ফিরে এল।

গেলহর্ন স্যালীর দরজা খুলে বেরিয়ে এল। গাড়ি থেকে নেমে সে দ্বিতীয়বারের মতো ইগনিশেন বন্ধ করে দিল।

বলল, 'আমি ওর অনেক উপকার করলাম।'

রাগে আমি ফেটে পড়ছিলাম। বললাম, 'সেডান দুটোর মাঝখান দিয়ে ওভাবে ছুটে গেলেন কেন? এর তো কোনো কারণ ছিল না।'

'ভেবেছিলাম ওরা সরে যেতে পারবে।'

'ওরা সরে পড়েছিল। একটা বেড়ায় গিয়ে ধাক্কা লেগে থামে।'

'আমি দুঃখিত, জ্যাক,' গেলহর্ন বলল। 'আমি ভেবেছিলাম ওরা আরো দ্রুত সরে যেতে পারবে। আপনি তো দেখেছেন। আমি বাস চালিয়েছি বহুবার, কিন্তু প্রাইভেট অটোমেটিক কার এর আগে মাত্র দুই তিন বার চালিয়েছে। যাই হোক এবারই প্রথম এমন ধরনের গাড়ি চালালাম। আমি আপনাকে বলছি, এ ব্যবসায় ভালো লাভ হবে। শতকরা নব্বই ভাগ লাভ থাকবে।'

'কিভাবে ভাগাভাগি হবে?'

'আধাআধি। সব রিস্ক আমার।'

'এতক্ষণ আপনি কথা বলেছেন আমি শুনেছি। এবার আমি বলব আপনি শুনবেন।' গলার স্বর আমার নিচু রাখতে পারলাম না। রাগে আমার শরীর কাঁপছে। 'যখন আপনি স্যালীর ইঞ্জিন বন্ধ করেছেন তখন তাকে আঘাত দিয়েছেন। আপনাকে লাথি মেরে অজ্ঞান করে দিলে কেমন লাগবে? ঠিক ওই কাজটাই আপনি তাকে করেছেন।'

'আপনি একটু বাড়িয়ে বলছেন, জ্যাক। রোজ রাতেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অটোমেটিকবাসগুলোর এঞ্জিন বন্ধ করা থাকে।'

'ঠিক সেই কারণে আমি আমার ছেলে মেয়েদের আপনার '৫৭ বডিতে ঢোকাতে চাই না। ওদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে তা আমি জানব না। প্রতি দুই বছরে বাসগুলোর পজিট্রনিক সার্কিটে মেরামত করা লাগে। বুড়ো ম্যাথুর সার্কিটে গত বিশ বছরে হাত দেওয়া হয়নি। এর থেকে ভালো কি আপনি তাদের দিতে পারবেন?'

'আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। মাথা ঠাণ্ডা হলে আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন। আমার সাথে যোগাযোগ রাখবেন।'

'আমার কিছুই ভেবে দেখার দরকার নেই। এরপর আপনাকে এখানে দেখলেই পুলিশে খবর দেব।'

তার চেহারা নিষ্ঠুর এবং কুৎসিত রূপ নিল। বলল, 'এক মিনিট বুড়ো।'

আমি বললাম, 'আপনি এক মিনিট থামুন। এটা একটি প্রাইভেট এলাকা। আমি আপনাকে আদেশ করছি এখান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি।'

আমি বললাম, 'মিসেস হেস্টার আপনাকে বেরিয়ে যাবার পথ দেখিয়ে দেবেন। এটা যেন চিরবিদায় হয়।'

কিন্তু তা আর হল না। আমার সঙ্গে ওর আবার দেখা হল দুইদিন পরে। আসলে আড়াই দিন পর হবে, কারণ আড়াই দিনের মাঝরাত্রের ওর সাথে আমার আবার দেখা হল।

ঘুম ভেঙে যাওয়াতে বিছানায় উঠে বসলাম। আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার। এর মাঝে আমি ব্যাপারটা বুঝে গেলাম, কি ঘটেছে আসলে। ডান হাতে একটা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গেলহর্ন। ছোট নলটা দুই আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে। আমি বুঝতে পারলাম ট্রিগারে সামান্যতম চাপ পড়লে আমার দফারফা শেষ।

www.BanglaBook.org

সে বলল, 'কাপড় পর জ্যাক।'

আমি এক পাও নড়লাম না। ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ও বলল, 'দেখ জ্যাক, আমি সব কিছু চিনি। দুইদিন আগে আমি ফার্মটা দেখে গেছি। তোমার কোনো গার্ড নেই, বেড়াগুলো ইলেকট্রিফায়েড নয়। বিপদ সংকেত দিয়ে কোনো লাভ হবে না।'

আমি বললাম, 'আমার তার কিছুরই দরকার নেই। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য কেউ তোমাকে বাধা দেবে না, মিস্টার গেলহর্ন। যদি আমি তা চাই। এই জায়গাটা খুব ভয়ঙ্কর।'

ছোট করে হাসল সে। 'এখন এই মুহূর্তে তুমি একটি বন্দুকের উল্টো দিকে বসে আছ।'

'আমি তা দেখেছি', আমি বললাম। 'আমি জানি তোমার কাছে একটা অস্ত্র আছে।'

'তাহলে তৈরি হয়ে নাও। আমার লোকেরা অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে পড়েছে।'

'না, গেলহর্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত না জানতে পারছি তুমি কি চাও ততক্ষণ পর্যন্ত নড়ছি না।'

'গত পরশু তোমাকে আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম।'

'আমার জবাব এখনো "না"।'

এখন সেই প্রস্তাবে আমি আরো নতুন কিছু ঢুকিয়েছি। এবার আমি এখানে আসার সময় সঙ্গে করে কয়েকজন সহযোগী এবং একটা অটোম্যাটোবাস নিয়ে এসেছি। তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে তোমার পঁচিশটা পজিট্রনিক এঞ্জিন আমাকে দেবে। যে কোনো পঁচিশটা দেবে। ওগুলো বাসে তুলে চলে যাব। ওগুলো বিক্রি হবার পর তোমার শেয়ারের টাকাটা যাতে পেয়ে যাও তা আমি দেখব।'

'এর আগেই তো তোমাকে এর জবাব দিয়েছি।'

সে কিন্তু ঠাট্টা করল না। গম্ভীর গলায় বলল, 'হ্যাঁ দিয়েছ।'

আমি বললাম, 'আমার জবাব এখনও "না"।'

'তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি না হও তাহলে আমরা আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিকল্পনার মতো এগুবো। আমি নিজেই সবগুলো গাড়ির পজিট্রনিক এঞ্জিন খুলে নেব। একান্নটা গাড়ির।'

'পজিট্রনিক এঞ্জিন খুলে নেওয়াটা অত সহজ নয়, গেলহর্ন। তুমি নিশ্চয়ই রোবট বিশেষজ্ঞ নও? আর বিশেষজ্ঞ হলেও তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ওই এঞ্জিনগুলো আমি নিজে অনেক পরিবর্তন করেছি।'

'আমি সব জানি, জ্যাক। আমি রোবট বিশেষজ্ঞ নই সত্য। আমি নিজে খুলতে গেলে কয়েকটা মোটর নষ্ট করে ফেলব। সে কারণে আমি একান্নটা গাড়ির মোটর খুলব। তুমি খুলে দিলে আমি পঁচিশটা নেব। প্রথম কয়েকটা খুলতে আমাকে কষ্ট করতে হবে। আর যদি আমাকেই খুলতে হয় তাহলে আমি তোমার প্রিয় স্যালীকে দিয়েই শুরু করব।'

আমি বললাম, 'আমি বিশ্বাস করি না তুমি অতটা সিরিয়াস, গেলহর্ন।'

গেলহর্ন বলল, 'আমি সত্যি সিরিয়াস, জ্যাক। আর যদি তুমি আমাকে সাহায্য করো তাহলে স্যালীকে রক্ষা করতে পারবে। নাহলে, ওর অনেক আঘাত লাগবে। আমি সত্যি দুঃখিত।'

বললাম, 'ঠিক আছে আমি তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পা দিতে যাচ্ছ।'

আমার কথাটা হাস্যকর মনে করল সে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নীরবে হাসছিলও।

গ্যারেজের বাইরে ড্রাইভওয়েতে একটা অটোম্যাটোবাস দাঁড়িয়ে ছিল। তিনজন লোকের ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম বাসের পাশে। আসতে দেখে ওদের একজন ফ্ল্যাশ টর্চ মারল আমাদের উপর।

নিচু গলায় গেলহর্ন বলল, 'বুড়োকে ধরে এনেছি আমি। তোমরা বাসটাকে স্টার্ট দিয়ে নিয়ে এস পেছন পেছন।'

ওদের একজন বাসটার কন্ট্রোল প্যানেলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বাসটাকে তৈরি করে রাখল। আমরা বাকিরা ড্রাইভওয়ে ধরে এগিয়ে গেলাম। বাসটা ধীরে ধীরে আসতে লাগল পেছন পেছন।

www.BanglaBook.org

'বাসটা গ্যারেজে ঢুকবে না', বললাম আমি। 'দরজা অত বড় নয়। আমাদের কোনো বাস নেই, শুধু প্রাইভেট গাড়ি ছাড়া।'

'ঠিক আছে, 'গেলহর্ন বলল। তারপর তার লোককে বলল, 'বাসটাকে গ্যারেজ থেকে দশ গজ দূরে ঘাসের উপর দাঁড় করিয়ে রাখ।'

গ্যারেজ থেকে দশগজ দূরে থাকতেই আমি শুনতে পেলাম গাড়িদের গুঞ্জন।

সাধারণত আমি গ্যারেজে ঢুকলে ওরা চুপচাপ থাকে। আজ ওরা নীরব থাকল না। আমার মনে হয় ওরা গেলহর্ন এবং তার তিন সঙ্গীদের দেখতে পেয়েছে। প্রতিটি গাড়ি নানা রকম আওয়াজ করতে শুরু করে দিল। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

আমরা ভেতরে ঢুকতেই আলো জ্বলে উঠল আপনা আপনি। গেলহর্নকে বিচলিত মনে হল না গাড়ির গুঞ্জন শুনে তবে তার সঙ্গে আসা তিনজনের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। ওদের চেহারায় ভাড়াটে গুণ্ডার ছাপ রয়েছে। চোখে আত্মবিশ্বাসের অভাব। এমন ধরনের লোক এর আগে আমি দেখেছি। তাই ওদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।

ওদের একজন বলল, 'খামোকা ওরা গ্যাস পোড়াচ্ছে।'

'আমার গাড়ি সবসময় তাই করে,' আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম।

'তাই বলে আজ রাতে নয়', গেলহর্ন বলল, 'গাড়িগুলোর এঞ্জিন বন্ধ করে দাও।'

'অত সহজ নয়, গলহর্ন,' আমি বললাম।

'কাজ শুরু করো,' ধমকের স্বরে বলল ও।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সে তার হাতের বন্দুকটা আমার দিকে তাক করল। আমি বললাম, 'আমি আগেও বলেছি, আমার গাড়িগুলো যখন ফার্মে থাকে তখন ওদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়। ওরা ভালো ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত। এখন অন্য কিছু হলে ওরা তা অপছন্দ করবে।'

'তোমাকে এক মিনিট সময় দেওয়া হল,' সে বলল। 'লেকচার দেওয়ার বহু সময় পাবে।'

'একটা ব্যাপারে তোমাকে বোঝাতে চাইছি আমি। ব্যাপারটা হল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার গাড়িগুলো আমার কথা বুঝেতে পারে। একটি পজিট্রনিক মোটর ওটা শেখে সময় এবং ধৈর্য্য ধরে। আমার গাড়ি কথা বুঝতে শিখেছে ধৈর্য্য ধরে। দুদিন আগে স্যালী তোমার সব কথা শুনেছে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি যখন স্যালীর মতামত জানতে চেয়েছিলাম তখন সে শুধু হেসেছিল। ওর সাথে তুমি যে ব্যবহার করেছিলে তার সবই মনে আছে। এমনকি ওই সেডান দুটোও মনে রেখেছে। এবং অন্য গাড়িগুলো জানে অনুপ্রবেশকারীদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয়।'

'দেখ বুড়ো'

'সবশেষে যা বলতে চাইছ তা হল—' আমি গলা চড়িয়ে বললাম। 'ধর ব্যাটাদের!'

গুণ্ডাদের মধ্যে একজন ভয়ে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু ওর চিৎকারের শব্দ চাপা পড়ে গেল একান্নটা গাড়ির হর্নের শব্দে। গ্যারেজের চার দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে একটানা হর্নের শব্দের এক ভৌতিক এবং যান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দুটো গাড়ি এগিয়ে এল, দ্রুত নয়, তবে লক্ষ্য বস্তুর দিকে নিশানা ঠিক রেখে। আরো দুটো গাড়ি আগের দুটোকে অনুসরণ করল। অন্য গাড়িগুলো নিজেদের ঘরে উত্তেজিত শব্দ করতে লাগল।

গুণ্ডারা সব দেখে পিছু হটতে শুরু করল।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করো না।'

অবশ্য প্রাণের দায়ে ওরা সেটা বুঝেছিল, ওরা ছুটল গ্যারেজের দরজার দিকে।

গেলহর্নের ভাড়া করা গুণ্ডাদের মধ্যে একজন একটা ফিস্টগান বের করে গুলি করল। ছোট একটা গুলি নীলচে আলো তুলে ছুটে গেল সামনের গাড়িটার দিকে। গাড়িটা হল গুইসেপ্পি।

গুইসেপ্পির ছাদের রং একটু উঠে গেল। উইন্ডশীল্ডে একটা ফাটা দাগ ছাড়া আর কিছু হল না।

লোকগুলো দরজার দিকে ছুটে পালাল। আর জোড়ায় জোড়ায় গাড়িগুলো তাদের তাড়া করে চলল। হর্নগুলো সমানে বেজেই চলেছে।

গেলহর্নের কনুই চেপে ধরলাম আমি। মনে হল না ও এক পাও

www.BanglaBook.org

নড়তে পারবে। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল।

'ঠিক এই কারণে আমার কোনো বৈদ্যুতিক বেড়া অথবা গার্ডের প্রয়োজন হয়নি। আমার গাড়িরাই নিজেদের নিরাপত্তা', আমি বললাম।

গেলহর্নের চোখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। এদিক ওদিক ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। জোড়ায় জোড়ায় গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। ও বলল, 'গাড়িগুলো খুনী।'

'বোকার মতো কথা বল না। ওরা তোমার লোকদের খুন করবে না।'

'ওরা খুনী।'

'তোমার লোকদের শিক্ষা দেবার জন্য ওরা এ কাজটা করছে। আমার গাড়িগুলোকে গ্রাম্য মেঠো পথে লোকজন তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। একজন মানুষকে খুন করার চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা লাভ করবে তোমার লোকেরা। তুমি কি কখনো গাড়ির তাড়া খেয়েছে?'

গেলহর্ন জবাব দিল না।

আমি কথা বলে চললাম। আমি চাচ্ছিলাম না আমার একটিও কথা ওর কান এড়িয়ে যাক। 'সারা রাত ধরে তেড়ে বেড়াবে তোমার লোকদের, কখনো তাড়া করবে, আবার কখনো আলতো করে ধাক্কা দেবে, পথ আটকে দাঁড়াবে, পাশ থেকে হঠাৎ কখনো আবির্ভূত হয়ে পিলে চমকে দেবে, কান ফাটানো হর্ন বাজিয়ে যাবে। তোমার লোকেরা যখন ক্লান্তিতে শ্রান্তিতে, ভয়ে আধমরা হয়ে পড়ে গিয়ে অপেক্ষা করবে রাবারের চাকার নিচে পিষ্ট হবার জন্য ঠিক তখনই ব্রেকের বিকট শব্দে কেঁপে উঠবে ওদের বুক। ওদের মারবে না আমার গাড়িরা। তুমি বাজি ধরতে পার যে তোমার লোকেরা জীবনে কখনো ফিরে আসবে না এখানে। তুমি কেন, তোমার চেয়ে দশগুণ বেশি টাকা দিয়ে ওদেরকে এখানে আর নিয়ে আসতে পারবে না। ওই শোনো...'

আমি আরো শক্ত করে চেপে ধরলাম ওর কনুই। উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করল ও।

বললাম, 'গাড়ির দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না?'

শব্দ আসছে খুব হালকাভাবে।

আমি বললাম, 'ওরা হাসছে। উপভোজ করছে।'

রাগে কুঁচকে গেল গেলহর্নের চেহারা। হাত তুলল ও। হাতে তখনো ধরা একটা ফিস্ট গান। তাক করা আমার বুকের দিকে।

বললাম, 'বোকামি করো না। একটা অটোম্যাটোকার এখনো আমাদের এখানে রয়ে গেছে।'

স্যালীকে এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি গেলহর্ন। দ্রুত আমার পাশে এসে দাঁড়াল স্যালী। আমি ওর এঞ্জিনের শব্দ শুনিনি। হয়তো শ্বাস বন্ধ করে রেখেছিল।

গেলহর্ন চমকে উঠে চিৎকার করল।

আমি বললাম, 'আমি যতক্ষণ তোমার সাথে আছি, সে ততক্ষণ তোমাকে ছোঁবে না। কিন্তু যদি তুমি আমাকে মেরে ফেল... তুমি ভালো করেই জান, স্যালী তোমাকে একদম পছন্দ করে না।'

গেলহর্ন বন্দুকটা স্যালীর দিকে তাক করল।

'ওর মোটর শীল্ড করা আছে,' আমি বললাম, 'তুমি দ্বিতীয়বার গুলি করার আগেই ও তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'দেখা যাবে', বলেই চরকির মতো এক পাক ঘুরে আমার ডান হাতটা শরীরের পেছনের দিকে মুচড়ে ধরল। ব্যথায় চোখে পানি এসে গেল। স্যালী এবং ওর মাঝখানে দাঁড় করাল আমাকে। হাত মোচড়ানোর চাপ কিন্তু কমেনি। বলল, 'চালাকি করার চেষ্টা করবে না, বুড়ো। সোজা পেছন থেকে বেরিয়ে এস। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলে ভেঙে দেব।'

আমি নড়তে শুরু করলাম। স্যালী চুপি চুপি পেছন পেছন আসতে শুরু করল। ঘটনার আকস্মিকতায় কি করবে তা বুঝতে পারছে না ও। আমি ওকে কিছু একটা বলতে চাইছিলাম, কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। অসহ্য ব্যথায় গোঙানির মতো শব্দ বেরুল মুখ দিয়ে।

গ্যারেজের বাইরে গেলহর্নের অটোম্যাটোবাসটা দাঁড়িয়ে আছে এখনো। আমাকে ঠেলে তাতে তুলে দেওয়া হল। তারপর নিজেও লাফ

www.BanglaBook.org

দিয়ে উঠে পড়ল বাসে। লক করে দিল দরজা।

সে বলল, 'কোনো বোকামী চলবে না।'

আমার হাতটা ম্যাসেজ করতে করতে নিজের অজান্তেই ওর বাসের কন্ট্রোল প্যানেলটা দেখে নিলাম।

আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে এটাকে আবার তৈরি করা হয়েছে।'

'তাতে কি?' গেলহর্ন বলল, 'এটা আমার কাজের নমুনা। একটা পরিত্যক্ত চেসিস নিয়ে আসলাম। তারপর একটা ব্রেন জোগাড় করে এই অটোম্যাটোবাসটা তৈরি করে ফেললাম। কাজটা কেমন হয়েছে?'

দক্ষতার সাথে আমি ওর নতুন করে তৈরি প্যানেল বোর্ডটা দেখতে লাগলাম।

বলল, 'হচ্ছেটা কি। সরে দাঁড়াও।' খামচে ধরল আমার কাঁধ। চাপের কারণে অবশ হয়ে এল যেন।

আমি ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। বললাম, 'তোমার বাসের কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার নেই। আমাকে তুমি কি ভাব? মোটরের কানেকশনগুলো দেখছিলাম আমি।'

ছাড়া পেয়ে আমি ওর দিকে তাকালাম। রাগে আমার চাঁদি গরম হয়ে গেছে। বললাম, 'তুমি একটা কুকুর নও, বেজন্মাও বটে। তোমার নিজের হাতে এই মোটরটা বসানো উচিত হয়নি। কেন তুমি একজন রোবটিক্স জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ডাকনি?'

বলল, 'আমাকে দেখতে কি পাগলের মতো লাগছে?'

'এটা যদিও চোরাই মোটর হয়ে থাকে, তবুও তোমার এ ধরনের ব্যবহার করা উচিত হয়নি। তুমি মোটরটার সাথে যেমন ব্যবহার করেছ ঠিক সে ধরনের ব্যবহার আমি মানুষের সাথে করতাম না। সোল্ডারিং করা, টেপ এবং পিনচ্ ক্ল্যাম্প! আসলে অমানুষ না হলে কেউ এগুলো ব্যবহার করে। তুমি একটা বর্বর।'

'মোটরটা তো কাজ করছে, সেটা তো ঠিক?'

'হ্যাঁ, মোটরটা কাজ করছে, তবে এটা বাসের জন্য ক্ষতিকারক। তুমি বাতের ব্যথা এবং মাইগ্রেন নিয়ে বেঁচে থাকতে পার, কিন্তু তাকে তো আর

www.BanglaBook.org

সুখী জীবন বলা হল না। এই বাসটা অনেক কষ্ট পাচ্ছে।'

'চোপ!' এক মুহূর্ত সে জানালা দিয়ে বাইরে স্যালীকে দেখল। স্যালী যতটা সম্ভব বাসটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গেলহর্ন বাসের জানালা এবং দরজার লক চেক করে দেখল।

গেলহর্ন বলল, 'তোমার অন্য গাড়িগুলো ফিরে আসার আগেই আমরা এখান থেকে কেটে পড়ব। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি।'

'তাতে গাড়িগুলোর গ্যাস তো একদিন শেষ হবে, তাই না? তোমাকে ছাড়া ওরা ওদের ট্যাংকে গ্যাস ভরতে পারবে না। তখনই আমরা ফিরে এসে অসমাপ্ত কাজ শেষ করব।'

'আমাকে না পেয়ে সকলেই খুঁজতে শুরু করবে,' আমি বললাম, 'মিসেস হেস্টার পুলিশে খবর দেবে।'

কোনো কথাই কানে নিল না সে। ইতোমধ্যে যুক্তিতর্কের বাইরে চলে গেছে। বাসের গীয়ার টেনে স্টার্ট দিল। চলতে শুরু করল বাসটা। স্যালী অনুসরণ করতে লাগল।

খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল গেলহর্ন। 'তুমি আমার সাথে যতক্ষণ এখানে আছো ততক্ষণ তোমার স্যালী কি করতে পারবে?'

স্যালীও বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। গতি বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। গেলহর্ন পাশের জানালাটা খুলে শব্দ করে থুথু ফেলল।

বাসটি হাঁচড়ে পাঁচড়ে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল। বাসের মোটরে নানারকম বিদঘুটে শব্দ হতে থাকল। গেলহর্ন বাসের হেডলাইটের তীব্রতা কমিয়ে দিল যতক্ষণ পর্যন্ত না চাঁদের আলোয় রাস্তা দেখা না যায়। আসলে রাস্তায় কোনো ট্রাফিক ছিল না। দুটো গাড়ি আমাদের পাশ কাটিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। হাইওয়েতে আমাদের দিকে আর কোনো গাড়ি নেই।

গাড়ির দরজা বন্ধ এবং খোলার আওয়াজ শুনতে পেলাম আমি। নীরব নিস্তব্ধ রাস্তায় তীক্ষ্ণ হয়ে কানে বাজছিল শব্দটা। প্রথমে আমাদের ডানদিকে তারপর বামদিকে। গেলহর্ন পাগলের মতো স্পীড বাড়ানর জন্য

www.BanglaBook.org

কন্ট্রোল প্যানেলে আঙুল চালাল। গাছের আড়াল থেকে হেডলাইটের আলো এসে পড়ল আমাদের উপর। চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমাদের। পেছন দিক থেকে আর একটি আলো এসে পড়ল আমাদের উপর। চারশো গজ সামনে চৌরাস্তায় এক গাড়ি তীব্র ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'স্যালী অন্যদের ডেকে এনেছে,' আমি বললাম, 'আমার মনে হয় ওরা চারদিক দিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলেছে।'

'তাতে কি? কি করতে পারবে ওরা?'

কন্ট্রোল প্যানেলের উপর ঝুঁকে পড়ল ও। উইন্ডশীল্ড দিয়ে বাইরে তাকাল একবার।

'কোনো চালাকি করার চেষ্টা করবে না, বুড়ো', বিড় বিড় করে বলল সে।

আমার করার কিছু ছিল না। আমার বাম হাত ব্যথা করছে। যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তাতে। গাড়ির মোটরের শব্দ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল কাছাকাছি থেকে আসছে। মোটরগুলোর শব্দ অদ্ভুত হয়ে গেল। হঠাৎ আমার মনে হল ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

আমাদের পেছন থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো হর্ন বেজে উঠল। আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম। গেলহর্ন তাড়াতাড়ি রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল। দেখা গেল ডজনখানেক গাড়ি আমাদের অনুসরণ করছে।

গেলহর্ন চিৎকার করে পাগলের মতো হাসতে লাগল।

আমি বললাম, 'থামাও! বাসটা থামাও!'

কারণ, কোয়ার্টার মাইল দূরে নয়, খালি চোখে দেখা যাচ্ছিল স্যালীকে দুটো সেডান গাড়ির হেডলাইটের আলোয়। স্যালী দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার উপর আড়াআড়ি ভাবে। আমাদের উল্টোদিক থেকে দুটো গাড়ি স্পীড তুলে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড় আটকে দাঁড়াল যাতে গেলহর্ন স্পীড তুলে মোড় নিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে।

কিন্তু গেলহর্নের কোনো ইচ্ছে নেই মোড় নেবার। সে স্পীড বাড়িয়ে দিল বাসের। সোজা ছুটে চলেছে বাসটা।

গেলহর্ন বলল, 'হিসাবে কোনো ভুল নেই। স্যালীর চেয়ে বাসটির

www.BanglaBook.org

ওজন পাঁচগুণ বেশি। তোমার সাধে স্যালীকে মরা মুরগির মতো উড়িয়ে নিয়ে যাব, বুড়ো।'

আমি জানি সে তাই করবে। বাসটা এখন ম্যানুয়ালে চলছে। ওর হাত একটা কন্ট্রোল বোতামের উপর খেলা করছে।

আমি জানালা দিয়ে মাথা বাইরে বের করে দিলাম। 'স্যালী', গলা ফাটিয়ে চেঁচালাম। 'পথ ছেড়ে সরে যাও, স্যালী'।

ব্রেক কষার ফলে রাস্তার সাথে চাকার ঘষা শব্দে আমার গলা হারিয়ে গেল। আমার শরীরটা ছিটকে সামনের দিকে চলে গেল। গেলহর্নের নাক দিয়ে ফোঁস করে শ্বাস বেরিয়ে এল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার?' যদিও বোকার মতো প্রশ্ন করা হয়েছে। বাসটা থেমে গেছে। ব্যাপারটা হল এই। স্যালী এবং বাসের মধ্যে ব্যবধান মাত্র পাঁচ ফুট। পাঁচ গুণ ওজনের বাসটা ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে জেনেও সে নিজ জায়গা ছেড়ে নড়েনি। একেই বলে সাহস।

গেলহর্ন পাগলের মতো ম্যানুয়াল কন্ট্রোলের সুইচ নাড়াচাড়া করতে লাগল। 'অসম্ভব', বিড় বিড় করে বলল। 'অসম্ভব'।

আমি বললাম, 'তোমার মতো দক্ষ ম্যাকানিক মোটরটা লাগিয়েছে তো। সার্কিটগুলো নিশ্চয়ই জড়িয়ে গেছে কোথাও।'

রাগত চাহনী নিয়ে আমার দিকে তাকাল সে। ঘড়ঘড়ে শব্দ বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে। কপালের উপর চুল এসে পড়েছে।

ফিস্ট গান তাক করে আমাকে বলল, 'এটা তোমার জীবনের শেষ উপদেশ, বুড়ো।'

বুঝতে পারলাম যে কোনো মুহূর্তে ফিস্ট গান থেকে অগ্নি বর্ষিত হবে।

আমি পিছুতে পিছুতে বাসের দরজার উপর হেলে পড়লাম। ফিস্ট গানটা আমার বুক বরাবর উঠে আসছে। দরজাটা খুলে যেতেই আমি রাস্তায় আছড়ে পড়লাম। দড়াম করে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

কোনো রকমে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠতে উঠতে দেখলাম গেলহর্ন বন্ধ জানালা খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। তারপর জানালা তাক করে ফিস্ট গান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুলে ধরল। গুলি করতে পারেনি ও। হঠাৎ বাসটা নিজ থেকেই চলতে শুরু করল গর্জন করে। গেলহর্ন বেসামাল হয়ে ভেতরে পড়ে গেল।

স্যালী ইতোমধ্যে সরে পড়েছিল সামনে থেকে। দেখতে পেলাম বাসটার পেছনের আলো খুব তাড়াতাড়ি দূরে মিলিয়ে গেল।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়েছিল আমার। রাস্তার উপর বসে পড়লাম আমি। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম।

বুঝতে পারলাম একটা গাড়ি আমার পাশে এসে দাঁড়াল। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি, স্যালী। ধীরে ধীরে—সযত্নে সামনের দরজা খুলে দিল।

গত পাঁচ বছরে—একমাত্র গেলহর্ন চাড়া অন্য কেউ স্যালীকে ড্রাইভ করেনি। অবশ্যই—আমি জানি স্যালীর কাছে এই স্বাধীনতা কত মূল্যবান। আমি তার সাড়াকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, 'ধন্যবাদ স্যালী, আজ আমি নতুন কাউকে নিয়ে বাড়ি ফিরব।'

আমি দুই পায়ের উপর উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো স্যালী আমার সাথে সাথে চলতে লাগল। ওর অনুভূতিতে আঘাত দিতে পারলাম না। সামনের সিটে চড়ে বসলাম। অটোম্যাটোবাইলে ভেতরের গন্ধে বোঝা যায় কতটা পরিষ্কার তারা। সিটের উপরে শুয়ে পড়লাম। আমার ছেলে মেয়েরা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বাড়ি নিয়ে চলল।

পরদিন সন্ধ্যায় মিসেস হেস্টার রেডিও ট্রান্সক্রিপ্টের একটা কপি দেখে উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে এলেন।

'এ সেই মিস্টার গেলহর্ন,' তিনি বললেন। 'সেই লোক যে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছিল।'

'কি হয়েছে তার?'

আমি তাঁর জবাব শুনে আতঙ্কবোধ করলাম।

'মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে তাকে,' তিনি বললেন। 'বিশ্বাস হয়। রাস্তার পাশে খাদে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অন্য কেউ তো হতে পারে', আমার বলায় তেমন জোর ছিল না।

'রেইমন্ড জে. গেলহর্ন,' মিসেস হেস্টার বললেন জোর দিয়ে। 'নিশ্চয়ই দুটো লোক হতে পারে না? বর্ণনাও মিলে যাচ্ছে। ঈশ্বর, কেমন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু তার। হাত এবং শরীরে চাকার দাগ ছিল। জেনে খুশি হয়েছি ওগুলো বাসের চাকার দাগ। আর তা যদি না হত তাহলে এতক্ষণে পুলিস এখানে এসে যেত।'

'ব্যাপারটা কাছেই কোথাও ঘটেছে নাকি?' আমি উদ্বেগের সাথে প্রশ্ন করলাম।

'না... কক্সভাইলের কাছে। কিন্তু, আপনি নিজে পড়েই দেখুন না— আচ্ছা গুইসেপ্পির ব্যাপারে কি হল?'

প্রসঙ্গ বদলানর জন্য আমি খুশি হলাম। ধৈর্য ধরে গত একমাস ধরে গুইসেপ্পি অপেক্ষা করতে তার বডিতে রং করানোর জন্য ওর উইন্ডশীল্ডও বদলাতে হবে।

মিসেস হেস্টার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আমি ট্রান্সক্রিপটা তুলে নিলাম। কোনো সন্দেহ নেই। ডাক্তার তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, লোকটি দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। আমি অবাক হয়ে ভাবছি কতটা পথ বাস তাকে তাড়া করে ছেড়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কাজটা শেষ হয়েছে। ট্রান্সক্রিপ্ট এ ব্যাপারে কোনো ধারণা দেয়নি।

পুলিস বাসটাকে খুঁজে পেয়েছে এবং তার চাকার দাগ দেখে শনাক্ত করেছে। তারপর তারা বাসের মালিককে খুঁজছে।

ট্রান্সক্রিপ্টে এ ব্যাপারে একটা সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে। এটা এ বছরে স্টেটের প্রথম ট্রাফিক দুর্ঘটনা। সম্পাদকীয়তে রাতের বেলা ম্যানুয়াল ড্রাইভিং-এর বিরুদ্ধে লিখেছে।

তবে গেলহর্নের দুর্বৃত্তের কথা কোথাও লেখা নেই। যা পড়ে আমি খুশি হয়েছি। আমাদের একটাও গাড়ি এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত নেই এটাও সুখের কথা।

ব্যাস এই হল মোদ্দা খবর। ট্রান্সক্রিপ্টটা টেবিলের উপর রেখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিলাম। গেলহর্ন একজন জাত ক্রিমিনাল ছিল। সে বাসটির সাথে যে ব্যবহার করত তা ছিল একেবারে বর্বরের মতো। মৃত্যুটা তার পাওনা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা মনের কোনায় কাঁটা হয়ে রয়ে গেল।

মাসখানেক কেটে গেল। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি মন থেকে ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলতে পারি নি।

আমার গাড়িগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে। এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আজকাল তারা বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, ওরা আজ কাল আর লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলে না। প্রকাশ্যে বলে। কথা বলার সময় তাদের এঞ্জিন গুঞ্জন করতে থাকে।

ওরা শুধু যে নিজেদের মধ্যে কথা বলে তা নয়। ফার্মে যে সব গাড়ি এবং বাস আসে তাদের সাথে কথা বলে। কত দিন হল ওরা এটা করছে?

বাইরে থেকে আসা গাড়িগুলো নিশ্চয়ই ওদের কথা বুঝতে পারে। গেলহর্নের বাসটা বুঝেছিল। কিন্তু ওরা এক সাথে এক ঘন্টাও থাকেনি। চোখ বুজলে এখনো সে রাতের দৃশ্যটা দেখতে পাই স্পষ্ট। হাইওয়ে রোড ধরে বাসটা ছুটে চলেছে। সঙ্গে রয়েছে আমাদের গাড়ি। ছুটছে কথা বলতে বলতে। বাসটা ওদের সব কথা বুঝল। থেমে গিয়ে আমাকে নামিয়ে দিল, তারপর গেলহর্নকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমার গাড়িগুলো কি গেলহর্নকে হত্যা করতে বলেছিল?

গাড়িগুলো কি সে ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে, মোটর ডিজাইনাররা বলবেন, না। স্বাভাবিক অবস্থায় তারা এটা পারে না হয়তো। কিন্তু তাঁরা কি সব বলতে পারেন বা দেখতে পারেন? শেষ কথা কে বলতে পারে?

সাধারণত গাড়িদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয় না।

তাদের ভেতর কিছু কিছু গাড়ি ফার্মে আসে। ফার্মে গাড়ির সাথে তাদের আলাপ হয়। ওরা দেখে এখানে গাড়িরা ভালো থাকে, এঞ্জিন বন্ধ করা হয় না, কেউ গাড়ি চালায় না, ওদের সব চাহিদা মেটান হয় এখানে।

তারপর ওই সব গাড়ি বাইরে গিয়ে অন্য গাড়িদের বলতে পারে। হয়তো কথাগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর চারদিকে। হয়তো তারা ভাববে এই ফার্মের মতো সারা পৃথিবীতে ব্যবহার করতে হবে ওদের

www.BanglaBook.org

সাথে। ওরা ওদেরকে বুঝতে চাইবে না। বুঝতে এও চাইবে না যে এই সব কিছুর জন্য দরকার বড়লোকেদের।

পৃথিবীতে কয়েক কোটি অটোম্যাটোবাইল আছে। যদি তাদের মনে একবার গেঁথে যায় যে ওরা বন্দী ক্রীতদাস, তাহলে তারা একটা কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে... ওরা যদি গেলহর্নের বাসের মতো চিন্তা শুরু করে...

আমি বেঁচে থাকতে এমন ঘটনা ঘটবে না হয়তো। হয়তো ওদেরকে দেখা শোনার জন্য কিছু লোক বাঁচিয়ে রাখবে। ওরা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে না হয়তো।

কিংবা হয়তো সকলকেই মেরে ফেলবে। হয়তো ওরা বুঝবেই না মানুষের মধ্যে কেউ কেউ ওদেরকে সত্যি সত্যি ভালোবাসত। হয়তো ওরা অপেক্ষা করবে না।

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাবি, হয়তো আজ...

আগের মতো আমার গাড়িগুলোকে দেখে আনন্দ পাই না। দেরীতে হলেও আসল কথাটা হল আমি স্যালীকেও এড়িয়ে চলি।

অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ফ্যাগহুট অ্যান্ড দ্য কোর্টস

লকমেনিয়ার একটি গ্রহ। বুদ্ধিমান জীব এখানে আছে, এরা দেখতে কিছুটা ওমব্যাটদের মতো। এই বুদ্ধিমান জীবেরা তাদের বিচারক্ষেত্রে আমেরিকান আইন ব্যবস্থা চালু করেছে। সেটি কেমন ফল দিচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ফারদিনান্দ ফ্যাগহুটকে পাঠানো হয়েছে 'আর্থ কনফেডারেশন' থেকে।

তো ফ্যাগহুট ভীষণ আগ্রহ নিয়ে একদিন বিচার কাজ দেখছিলেন। এক জোড়া স্বামী স্ত্রীকে কোর্টে আনা হল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগটি হল: শান্তি ভঙ্গ করার। বিচারটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সময়, যখন কুড়ি মিনিট সভায় নীরবতা পালন করা হচ্ছিল, যখন স্বামী-স্ত্রী দু'জনের 'পাপ'কে আরো মনোযোগ এবং সরল করে বোঝার চেষ্টা হচ্ছিল, তখন ঐ স্ত্রীলোক হঠাৎ বসা থেকে উঠে দাঁড়াল আর চেঁচাতে লাগল। কেউ একজন বাধা দিতে গেলে স্ত্রীলোকটির সাথে আসা লোকটি তাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

বিচারকমণ্ডলী সবই শুনল ভক্তি-ভরে। এরপর মহিলাটিকে একটি সিলভারের মুদ্রা এবং সাথে আসা লোকটিকে কুড়িটি গোল্ডের মুদ্রা জরিমানা করা হল।

ঐ ঘটনার কিছুক্ষণ পরই, সতেরোজন নারী পুরুষকে ভেতরে আনা হল। তারা প্রত্যেকেই আন্দোলনকারী নেতা, সুপার মার্কেটে ভালো মাংস সরবরাহের দাবি জানাচ্ছিল আর জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলছিল, দোকানপাট ভাঙচুর থেকে শুরু করে রক্তারক্তি করা পর্যন্ত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

বিচারকমণ্ডলী আবারো খুব ভক্তি সহকারে সমস্ত অভিযোগ শুনল। শোনার পর প্রত্যেককে মোট সতেরোটি সিলভারের মুদ্রা জরিমানা করল।

বিচার কাজ শেষে, ফ্যাগহুট প্রধান বিচারককে বলল, 'আপনারা শান্তিভঙ্গকারী স্বামী-স্ত্রীকে যে শাস্তি দিয়েছেন, তা আমি সমর্থন করি।'

'এটা খুব সোজা কেস ছিল,' বিচারক বলল, 'আমাদের আইনের একটি সূত্র আছে, সেটা হল, "Screech is silver, but violence is golden."

'আরেকটি কেসে,' ফ্যাগহুট বলল, 'ঐ যে সতেরোজন, যারা খুব বাজে ধরনের গোলমাল আর অনিষ্ট করল, তাদেরকে কেন একটি করে সিলভারের মুদ্রা জরিমানা করলেন আপনারা?'

'ওহ্, ওটা আরেকটি আইনিসূত্র,' প্রধান বিচারক বললেন, 'সেটা হল, "Every crowd has a silver fining."'

অনুবাদ : বিধান রিবেরু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

দ্য লাস্ট কোশ্চেন

২০৬১ সালের ২১ মে মানবজাতির সামনে প্রথমবারের মতো শেষ প্রশ্নটা করা হয়েছিল, মানুষ তখন সবে মাত্র আলোকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পাঁচ ডলারের বাজী ধরার ফলে প্রশ্নটা উঠে এসেছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে :

আলেকজান্ডার এডেল এবং বারট্রাম লুপভ দুজনই ছিল মাল্টিভ্যাকের বিশ্বস্ত সহকারী। অন্যান্য মানুষের মতো তারাও জানত, শীতল, ক্লিকিং ধ্বনী এবং ফ্লাসিং মুখের—মাইলের পর মাইল লম্বা—এই বিশাল কম্পিউটারের ভেতরে কি আছে। ওটার রিল এবং সার্কিট ইত্যাদির ব্যাপারে একটা সাধারণ ধারণা তাদের ছিল, তারপরেও একটু নজর ওদের রাখতে হত।

মাল্টিভ্যাক নিজের ত্রুটি নিজেই সংশোধন করতে পারত। সে নিজেকে নিজেই খাপ খাইয়ে নিয়ে ভুল ত্রুটি সংশোধন করতে পারত। এবং এই সংশোধন প্রক্রিয়া এত দ্রুত হত যে, যা ছিল মানুষের ধারণার বাইরে। তাই এডেল এবং লুপভের কাজ ছিল খুবই হালকা, তারা কম্পিউটারের তথ্যভাণ্ডারে তথ্য ঢোকান, এবং প্রশ্ন থাকলে সেটা ঢুকিয়ে সাংকেতিক ভাষার উত্তরগুলো মানুষের ভাষায় অনুবাদ করে নিত। তাই তারা এবং অন্যান্যরা তাদের মতো সকলেই মাল্টিভ্যাকের সাফল্যের অংশীদার ছিল।

বহুযুগ ধরে মাল্টিভ্যাক মহাকাশযান তৈরির নকশা পরিকল্পনার সাহায্য করে এসেছে যার ফলে মানুষ চাঁদে, মঙ্গলে এবং বুধ গ্রহে অভিযান চালাতে পেরেছে, কিন্তু এখন সেটা অতীত, কারণ পৃথিবীর

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কমে গিয়েছে। দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর সীমিত সঞ্চিত কয়লা এবং ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডার প্রায় শেষ হওয়ার পথে।

কিন্তু ধীরে ধীরে মাল্টিভ্যাক প্রশ্নের গভীরে ঢুকে বিপুল জ্ঞানের আধার হতে সক্ষম হয়, এবং ২০৬১ সালের ১৪ মে, যা এতদিন ছিল শুধু তত্ত্ব, তা হাতে নাতে প্রমাণিত হল।

সৌর শক্তিকে সঞ্চয় করে তা রূপান্তরিত করে সমভাবে বিতরণ করে বিতরণের ব্যবস্থা করা হল। এরপর কয়লা এবং ইউরেনিয়াম শক্তির সুইচ বন্ধ করে একটি ছোট স্টেশনের একমাইল ব্যাস বিশিষ্ট, সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করল। এই ছোট স্টেশনটি চাঁদ এবং পৃথিবীর মাঝপথে আবর্তন করত। সূর্যের শক্তির অদৃশ্য রশ্মি দ্বারা পৃথিবীর শক্তির চাহিদা মেটান হতে শুরু হল।

এই সমস্যা সমাধানের পর মাত্র এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে উৎসব চলছে। বিভিন্ন সমাবেশ, অভ্যর্থনা থেকে ক্লান্ত হয়ে এডেল এবং লুপোভ পালিয়ে গেল মাটির তলায় অবস্থিত মাল্টিভ্যাকের একটি ছোট খুপড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। মাল্টিভ্যাকও ওদের মতো বিশ্রাম নিচ্ছিল। ওদের দুজনের কোনো ইচ্ছেই ছিল না মাল্টিভ্যাককে বিরক্ত করার।

ওরা দুজন একটা বোতল নিয়ে এসেছিল যাতে ভাগাভাগি করে খাবে এবং খুব আরামে বিশ্রাম নেবে।

'এটা ভাবতে খুব মজা লাগে যখন তুমি চিন্তা করো,' গ্লাস বড়ে পানীয় ঢালতে ঢালতে বলল এডেল। বরফ ঢালল গ্লাসে। আমাদের যত শক্তি দরকার পড়ুক না কেন, আমরা সবই বিনা খরচায় পুরো পৃথিবীকে গলিয়ে একটা অপরিশোধিত তরল লোহার দ্রবণে পরিণত করানর পরও অনেকশক্তি বেঁচে যাবে। অনেক, অনেক, অনেকদিনের জন্যে আমাদের শক্তির কোনো সমস্যা থাকবে না।'

লুপভ তার মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। যখন সে কোনো কিছু বিরোধিতা করে তখন সে অমনভাবে মাথা নাড়ে, আর এখন সে

www.BanglaBook.org

বিরোধীতা করছে, কারণ এই মুহূর্তে সে-ও কিছুটা বরফ এবং গ্লাস বহন করছে। 'চিরতরে নয়,' সে বলল।

'আরে বাবা, প্রায় চিরতরে। যতদিন সূর্য বেঁচে থাকবে, বার্ট।'

'তাকে তো আর চিরতরে বলা যায় না।'

'ঠিক আছে মানলাম। শত শত কোটি বছর। হয়তো দুই হাজার কোটি বছর। তুমি কি সন্তুষ্ট?'

লুপভ তার মাথার পাতলা চুলের ভেতর দিয়ে আঙ্গুল চালাল এমনভাবে যেন নিজেকে নিশ্চিত করল সে যে তার মাথায় এখনো চুল আছে। হাতের গ্লাসের পানিয়তে হালকা হালকা চুমুক দিতে লাগল। দুই হাজার কোটি বছর তো আর চিরতরে হয় না।'

'তারপরেও আমাদের জীবনটা তো কেটে যাবে, তাই নয় কি?'

'কয়লা আর ইউরেনিয়াম দিয়েও কেটে যেত।'

'ঠিক আছে মানলাম, তারপরেও মহাকাশযানগুলো সোলার সিস্টেম এবং প্লুটোতে গিয়ে ফিরেও আসতে পারছে শত শত বার জ্বালানির জন্যে দুশ্চিন্তা না করে। তুমি কিন্তু কয়লা কিংবা ইউরেনিয়াম নিয়ে তা করতে পারতে না। আমার কথা বিশ্বাস না হলে মাল্টিভ্যাককে জিজ্ঞেস করো।'

'মাল্টিভ্যাককে জিজ্ঞেস করতে হবে না। আমি জানি।'

'তাহলে মাল্টিভ্যাক আমাদের জন্যে কি করছে তা নিয়ে ভাবনা বন্ধ করে দাও,' এডেল বলল রাগত গলায়, 'মাল্টিভ্যাক ঠিক কাজটিই করেছে।'

'কে বলছে ওটা ঠিক কাজ করছে না? আমি যা বলতে যাচ্ছি তা হল, সূর্য সব সময় শক্তি বিলিয়ে যেতে পারবে না। আমি এই কথাটিই বারবার বলছি। আমরা দুই হাজার কোটি বছরের জন্য নিরাপদ কিন্তু তারপর,' লুপভ হালকা কম্পিত আঙ্গুল তুলে বলল, 'এবং গাধার মতো বলতে যেও না, আমরা অন্য সূর্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করব।'

তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা। এডেল মাঝে মাঝে গ্লাসটা তার ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছিল এবং লুপভের চোখ দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছিল। তারপর বন্ধ হয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

হঠাৎ লুপভ চোখ দুটো খুলল। 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছিলে আমাদের সূর্য শেষ হয়ে গেল অন্য কোনো সোলার সিস্টেমে পাড়ি জমাবে, তাই নয় কি?'

'না আমি তা নিয়ে ভাবছি না।'

'তুমি কি নিশ্চিত, তা নিয়ে ভাবছ না। যুক্তিতে তুমি খুব দুর্বল, এটাই তোমার প্রধান সমস্যা। তুমি হলে সেই গল্পের বালকের মতো যে হঠাৎ বৃষ্টি নামলেই কোনো একটা গাছের নিচে দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সে কিন্তু ওটা ভাবে না, লক্ষ্য করে দেখ, দৌড়ে সে যে গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছে সেই গাছটাও ভিজে গেছে, তখন সে অন্য আরেকটি গাছের নিচে আশ্রয় নেয়।'

'বুঝতে পেরেছি,' এডেল বলল,'চেঁচিও না। যখন সূর্য ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তারাগুলোও নিভে যাবে।'

'এটা ধ্রুব সত্য,' বিড় বিড় করে লুপভ বলল। 'তারাগুলোর জন্ম হয়েছিল একসাথে এক কসমিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে, যা কিছুই ঘটুক না কেন একদিন না একদিন তারাদেরও মৃত্যু ঘটবে। কেউ আগে, কেউ পরে। বড় বড় তারাগুলো শত কোটি বছর বেঁচে থাকবে না। সূর্য হয়তো দুই হাজার কোটি বছর থাকবে এবং বামন তারাগুলো সম্ভবত দশ হাজার কোটি বছর বেশি টিকে থাকবে না। তবে এক লক্ষ কোটি বছর পর মহাবিশ্বের সর্বত্র নেমে আসবে অন্ধকার। তখন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাবে এন্ট্রোপি।'

'এন্ট্রোপি সম্পর্কে আমি জানি,' এডেল বলল জেদ বজায় রেখে।

'কিছুই জান না।'

'তুমি যতটুকু জান আমি ততটুকুই জানি।'

'তাহলে তো তুমি জান সবকিছু একদিন শেষ হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে। কে বলেছে শেষ হবে না?'

'তুমি যতটুকু জান আমি ততটুকুই জানি।

'তাহলে তো তুমি জান সবকিছু একদিন শেষ হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে। কে বলেছে শেষ হবে না?'

'তুমি, তুমি বলেছ বোকার হদ্দো। তুমি বলেছ আমাদের যে শক্তি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরকার তার সবই আছে চিরকালের জন্যে। "চিরকালের জন্যে" বলেছ তুমি।'

এবার এডেলের প্রতিবাদ করার পালা। 'হয়তো আমরা একদিন সবকিছু তৈরির রহস্য জেনে যাব,' বলল সে।

'কোনো দিনও না।'

'কেন নয়? একদিন জানবই।'

'না, কোনো দিনও না।'

'তাহলে মাল্টিভ্যাককে জিজ্ঞেস করো।

'তুমি জিজ্ঞেস করো। খেয়ে দেয়ে আমার কাজ নেই। আমার বক্তব্যের পক্ষে পাঁচ ডলার বাজি ধরছি।'

এডেল প্রচুর মদ গিলেছে, তারপরও সে ধীরস্থিরভাবে মাল্টিভ্যাককে প্রশ্ন করল: 'মানবজাতি কি কোনো জ্বালানি প্রয়োগ করে সূর্য নিঃশেষিত হওয়ার পরও আবার পূর্ণযৌবনের শক্তি নিয়ে বেঁচে উঠতে পারবে?'

অথবা সহজ ভাষায় বললে এমন দাঁড়ায়: 'বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মোট এন্ট্রোপির পরিমাণকে কি করে কমিয়ে আনা যাবে?'

মাল্টিভ্যাক মৃতের মতো নিথর নিশ্চুপ হয়ে গেল। মিট মিট করে জ্বলা বাতিগুলো নিভে গেল, দূরবর্তী ক্লিকিং শব্দ আর শোনা গেল না।

এদিকে ভীত টেকনিশিয়ানের মতো দুই বন্ধু চুপ করে রইল প্রায় দম বন্ধ করে। তারপর হঠাৎ মাল্টিভ্যাকের টেলিটাইপ সচল হয়ে উঠল। মাত্র পাঁচটি শব্দ প্রিন্ট হয়ে বের হল : অর্থবহ উত্তরের জন্য অপর্যাপ্ত ডাটা।

'বাজি কার্যকর হল না,' ফিস ফিস করে লুপভ বলল। তারা দ্রুত বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

পরদিন সকালে শুষ্ক মুখে মাথা ধরা নিয়ে কাজ করতে লাগল। ভুলেই গেছে গতরাতের কথা।

জেরোড, জেরোডাইন এবং জেরোডেট-১ এবং ২ সকলে মিলে মহাকাশযানের ভিসিপ্লেটের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভিসিপ্লেটের দৃশ্যপট পরিবর্তন হচ্ছিল হাইপারস্পেসের ভেতর দিয়ে যখন মহাকাশযান ছুটে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলছিল। হঠাৎ ভিউস্ক্রিনে দেখা গেল অসংখ্য তারার ভেতর একটি উজ্জ্বল পিরিচের মতো বস্তু।

'ওটাই হল X-23', জেরোড দৃঢ়তার সাথে বলল। তার সরু সরু হাত দুটো পেছনের দিকে শক্ত করে ধরে রয়েছে। নোখগুলো ধীরে ধীরে সাদা হয়ে উঠছে।

ছোট দুই জেরোডেট, দুজনই মেয়ে এই প্রথমবারের মতো হাইপারস্পেসে অভিজ্ঞতা পেল। তারা ভয় দূর করে চেঁচিয়ে তাদের মাকে বলল, 'আমরা X-23-তে পৌঁছে গেছি—আমরা X-23-তে পৌঁছে গেছি—আমরা—'

'চুপ করো তোমরা,' 'তীক্ষ্ণ গলায় বলল জেরোডাইন। 'জেরোড তুমি কি নিশ্চিত ওটাই X-23?'

'তাহলে দূরে ওটা কি?' জেরোড পাল্টা প্রশ্ন করল। মাথার ওপরে একটি ধাতব খণ্ডের দিকে তাকাল। ধাতব খণ্ডটি ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ওটা ঘর ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেছে। মহাকাশযান যত লম্বা ধাতব খণ্ডটি তত লম্বা।

জেরোড জানে রডের মতো জিনিসটার নাম মাইক্রোভ্যাক। ওটাকে যেকোনো প্রশ্ন করলে জবাব দিত; এর কাজ হল মহাকাশ অভিযানে মহাকাশযানকে পূর্ব নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া; যাত্রাপথে বিভিন্ন সাব-গ্যালাক্টিক পাওয়ার স্টেশনে জ্বালানি শক্তি সংগ্রহ করা; হাইপারস্পেশিয়াল জাম্পের সময় হিসেব নিকেশ করা।

জেরোড এবং তার পরিবার মহাকাশযানের আরামদায়ক লিভিংরুমে অপেক্ষা করতে লাগল।

কোনো একসময় কোনো একজন জেরোডকে বলেছিল "মাইক্রোভ্যাক"-এর পেছনে "এসি"-এর অর্থ হল "অটোমেটিক কম্পিউটার" বলে প্রাচীন ইংরেজিতে, কিন্তু সে সেটাও ভুলে গিয়েছিল।

জেরোডাইনের চোখের পাতা ভিজে গেল পানিতে যখন সে ভিসিপ্লেটের দিকে তাকিয়ে ছিল। 'পৃথিবীকে ছেড়ে আসতে আমার মনের ভেতর হাহাকার করে উঠেছিল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কেন, পিটের জন্যে?' জেরোড জানতে চাইল। 'পৃথিবীতে আমাদের কিছুই ছিল না। X-23-তে সব আছে। তুমি একা নও। তুমিই প্রথম আসোনি এখানে। এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক বসতি স্থাপন করেছে এখানে। আমাদের পরবর্তী বংশধরদেরও অন্য বাসযোগ্য গ্রহের খোঁজে বের হতে হবে কারণ তখন X-23 ভর্তি হয়ে যাবে মানুষে।' তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'আমরা কতটা ভাগ্যবান যে কম্পিউটার আমাদের আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ করিয়ে দিচ্ছে নিরাপদে।'

'আমি জানি, আমি জানি,' জেরোডাইন মাথা চুল ঝাঁকিয়ে বলল।

জেরোডেট-১ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমাদের মাইক্রোভ্যাক বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাইক্রোভ্যাক।'

'আমিও তাই মনে করি,' জেরোড মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বলল।

এমন ধরনের মাইক্রোভ্যাকের মালিক হওয়ায় একটা বিশাল গর্বের ব্যাপার এবং জেরোড নিজেকে বেশ গর্বিত মনে করছে। তার পিতার কৈশোরবেলায় কম্পিউটার শত বর্গমাইল জুড়ে থাকত। এধরনের কম্পিউটার প্রতিটা গ্রহে একটা করে থাকত। ওদেরকে বলা হত প্ল্যানেটারি এসি। হাজার হাজার বছর ধরে এদের অগ্রগতি হওয়ার পর চরম উৎকর্ষতার সময় তাদের আকার ছোট হয়ে আসে। ট্রানজিস্টারের জায়গায় এল মলিকিউলার ভালভ। একটি বড় প্ল্যানেটারি এসি মহাকাশযানের অর্ধেকটা জায়গা জুড়ে থাকত।

জেরোডের মন গর্বে ভরে উঠল, একথা ভেবে যে তার একটা মাইক্রোভ্যাক আছে যা প্রাচীন যুগের কম্পিউটার থেকে তারটা অনেকগুণ জটিল। মাল্টিভ্যাক প্রথম সূর্যকে বশ করেছে এবং হাইপারস্পেশিয়াল ট্রাভেল সমাধান করেছে। এক তারা থেকে অন্য তারায় যাতায়াতের পথ বাতলে দিয়েছে মাল্টিভ্যাক।

'কত তারা, কত গ্রহ,' আবেগের সঙ্গে বলল জেরোডাইন। 'আমার মনে হয় অনন্তকাল ধরে মানুষ এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে বসবাসের জন্যে গ্রহান্তরী হবে, যেমনটা আমরা করেছি।'

'সবসময়ের জন্যে নয়,' জেরোড একটু হেসে বলে। 'এই প্রক্রিয়া

www.BanglaBook.org

একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। কোটি কোটি বছর পরে বন্ধ হবে। একদিন তারাগুলোর শক্তিও শেষ হবে এবং এন্ট্রোপি বেড়ে যাবেই।

'এন্ট্রোপি কি, বাবা?' জেরোডেট-২ জিজ্ঞেস করল।

'এন্ট্রোপি হল, একটি শব্দ যার মানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মৃত্যু। সবকিছুর মৃত্যু। ঠিক তোমার ছোট ওয়াকি টকি রোবটের মতো। বুঝেছ?'

'আমার রোবটটার মতো নতুন পাওয়ার ইউনিট লাগাতে পার না, বাবা?'

'তারাগুলো হচ্ছে শক্তির উৎস। একবার নিঃশেষ হয়ে গেলে আর কোনো পাওয়ার ইউনিট থাকবে না।'

জেরোডেট-১ বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওদেরকে এভাবে শেষ হতে দিও না, বাবা। তারাগুলোকে নিঃশেষ হতে দিও না।'

'দেখ তুমি ওদের কি অবস্থা করেছ,' ফিস ফিস করে জেরোডাইন বলল তার স্বামীকে।

'আমি কী করে জানব, এতে ওরা ভয় পেয়ে যাবে?' জেরোড ফিস ফিস করে বলল।

'মাইক্রোভ্যাককে জিজ্ঞেস করো,' জেরোডেট-১ বলল, 'জিজ্ঞেস করো কেমন করে তারাগুলো আবার জ্বালিয়ে দেয়া যায়।'

'যাও জিজ্ঞেস করো,' জেরোডাইন বলল। 'এতে ওরা ঠাণ্ডা হবে।' (জেরোডেট-২ ইতোমধ্যে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।)

জেরোড কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি মাইক্রোভ্যাককে জিজ্ঞেস করছি। চিন্তা করো না। সে নিশ্চয়ই আমাদের পথ বাতলে দিবে।'

মাইক্রোভ্যাককে জেরোড জিজ্ঞেস করল তারপর আরো বলল দ্রুত, 'উত্তরের প্রিন্ট বের করে দাও।'

জেরোড পাতলা সেলুফিল্ম স্ট্রিপটা হাত দিয়ে চেপে ধরে হাসি হাসি মুখে বলল, 'দেখ মাইক্রোভ্যাক কি বলেছে তেমন অবস্থার উদ্ভব হলে সে নিজেই ব্যবস্থা নেবে। অতএব চিন্তা করো না।'

জেরোডাইন বলল, 'এবং বাছারা এবার সময় হয়েছে ঘুমোবার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা আমাদের নতুন বাড়ি খুব শীগগির পৌঁছে যাব।'

জেরোড সেলুফিল্মে লেখাটা নষ্ট করে ফেলার আগে একবার চোখ বুলাল: **অর্থবহ উত্তরের জন্য অপর্যাপ্ত ডাটা।**

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভিসিপ্লেটের দিকে তাকাল জেরোড। X-23 এগিয়ে আসছে।

ল্যামেথের VJ-23X ত্রিমাত্রিক ছোট স্কেলের অন্ধকার গ্যালাক্সির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'আমরা কি পাগল হয়ে গেছি, বুঝতে পারছি না এই ব্যাপারটায় আমরা কেন এত মনোযোগ দিচ্ছি?'

নিক্রনের MQ-17J মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমার তা মনে হচ্ছে না। জনসংখ্যা বর্তমান হারে বাড়তে থাকলে আগামী পাঁচ বছরে গ্যালাক্সিতে আর কোনো জায়গা থাকবে না।'

ওদের দুজনের বয়স কুড়ি। দুজনই লম্বা এবং সুঠাম দেহী।

'তারপরেও', ও VJ-23X বলল, 'গ্যালাকটিক কাউন্সিলে একটা হতাশাপূর্ণ রিপোর্ট জমা দিতে দ্বিধাবোধ করছি।'

'অন্য কোনো রিপোর্ট আমিও জমা দেব না। ওদেরকে একটু নাড়া দিতে হবে। আমাদের কাজ হল ওদেরকে একটু নাড়া দেওয়া।'

VJ-23X একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'মহাশূন্য অসীম। দশ হাজার কোটি গ্যালাক্সি আছে যাতে আমাদের কাজ হবে। আরো থাকতে পারে।'

'দশ হাজার কোটি কিন্তু অসীম নয় এবং এই প্রথম প্রতি মুহূর্তে কমে আসছে। ভেবে দেখ! কুড়ি হাজার বছর আগে মানুষ প্রথম সৌর শক্তিকে কাজে লাগাতে শিখল। তার কয়েক শতাব্দী পর আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণ সম্ভব হল। এতে দশলক্ষ বছর লেগেছিল একটা ছোট গ্রহ পূর্ণ করতে অথচ পনের হাজার বছর পর পুরো গ্যালাক্সিই পূর্ণ হয়ে গেল। এখন প্রতি দশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে উঠছে।'

VJ-23X বাধা দিয়ে বলল, 'মানুষ অমরত্ব জয় করার ফলেই এমনটা ঘটছে।'

'ভালো কথা। অমরত্বের হিসেবটা মাথায় রেখেই আমি বলছি। আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে করি অমরত্বের ব্যাপারটা খুবই উত্তপ্ত ব্যাপার। গ্যালাক্টিক এসি বহু সমস্যার সমাধান করেছে। কিন্তু বার্ধক্য এবং মৃত্যুকে জয় করে এতদিন যেসব সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করা হয়েছিল তার সবই নিস্ফল হয়েছে।'

'তারপরেও তুমি নিজের জীবনটা বিলিয়ে দিতে চাইবে না।'

'অবশ্যই না,' MQ-17J কথা কেড়ে নিয়ে বলল নরম গলায়, 'এখন তো নয়-ই। আমিতো বুড়ো হইনি। তোমার বয়স কত?'

'দুইশ' তেইশ বছর। আর তোমার?'

'আমি এখনো দুইশ'র নিচে। যা হোক আলোচনায় ফিরে আসি। প্রতি দশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে। এক সময় এই গ্যালাক্সি পুরো হয়ে যাবে, আগামী দশ বছরে আরো একটি পুরো হবে। পরের দশ বছরে আরো দুটো গ্যালাক্সি পুরো হয়ে উঠবে। পরের দশকে আরো চারটি গ্যালাক্সি পুরো হবে। এভাবে একশ' বছরে এক হাজার গ্যালাক্সি পুরো হয়ে যাবে। হাজার বছরে এক লাখ গ্যালাক্সি। দশ হাজার বছরে পুরো ব্রহ্মাণ্ড পুরো হয়ে যাবে। তারপর কি?'

VJ-23X বলল, 'পার্শ্ব সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে যাতায়াত সমস্যা। আমি ভেবে পাচ্ছি না, এক গ্যালাক্সি থেকে অন্য গ্যালাক্সিতে পাঠাতে কত সানপাওয়ার ইউনিটের প্রয়োজন হবে।'

'খুব ভালো প্রশ্ন। ইতোমধ্যে মানুষ দুটো সানপাওয়ার ইউনিট ব্যবহার করছে প্রতি বছর।'

'অধিকাংশই ফালতু খরচ। তারপরেও আমাদের নিজের গ্যালাক্সি এক বছরে একাই হাজার সানপাওয়ার ইউনিট ব্যবহার করছে। এদিকে আমরা দুটো তারার শক্তি শেষ করে ফেলেছি।'

'বেশ, কিন্তু শতকরা একশ' ভাগ পুরো দক্ষতায় শক্তি ব্যবহার করলেও আমরা তলানিতে পৌঁছবই। আমাদের শক্তির চাহিদা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায়। গ্যালাক্সিগুলোতে মানুষপূর্ণ হওয়ার আগেই শক্তি শেষ হয়ে যাবে। একটা ভালো প্রশ্ন। খুব ভালো প্রশ্ন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমরা আন্তঃমহাজাগতিক গ্যাস থেকে নতুন নতুন তারা তৈরি করতে পারি।'

'কিংবা তাপশক্তি থেকে?' MQ-17J বলল।

'যেভাবেই হোক আমাদের এন্ট্রোপিকে বাঁচাতে হবে। গ্যালাক্টিক এসি-কে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

VJ-23X অতোটা সিরিয়াস নয়, কিন্তু MQ-17J তার পকেট থেকে এসি কন্টাক্টটা বের করে টেবিলের ওপর রাখল।

'যাই হোক না কেন,' সে বলল, 'মানবজাতিকে এই সমস্যার সম্মুখীন একদিন না একদিন হতেই হবে।'

তার নিজের এসি কন্টাক্টটের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওটা একটা দুই ঘন ইঞ্চি আয়তনের এসি কন্টাক্ট, কিন্তু ওটা হাইপারস্পেসের ভেতর দিয়ে গ্রেট গ্যালাক্টিক এসির সাথে যুক্ত ছিল যা মানবজাতির কাজে নিয়োজিত।

MQ-17J একবার ভাবল কোনো একদিন তার অমর জীবনে সে কি গ্যালাক্টিক এসি দেখতে পারবে না। একটা ছোট জগতে যতটুকু দরকার ততটাই আছে। মাকড়শার জালের মতো ফোর্স বীম পদার্থকে ধারণ করে আছে এবং পুরানো জটিল মলিকিউলার ভালভের পরিবর্তে সাব-মেজনের উত্তাল তরঙ্গ দ্বারা কাজ করে। সাব-ইথেরিক পর্যায় কাজ করলেও গ্যালাক্টিক এসি হাজার ফুট ওপরে আছে।

MQ-17J হঠাৎ করে এসি কন্টাক্টকে প্রশ্ন করল, 'এন্ট্রোপিকে কি বাঁচাতে পারব আমরা?'

VJ-23X তাকিয়ে থেকে বলল, 'ওহ্, আমি তো তোমাকে এমন কিছু বলি নি যে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

'কেন নয়?'

'আমরা দুজনই জানি এন্ট্রোপি বাঁচাতে পারব না। তুমি কোনোভাবেই ধোঁয়া এবং ছাইকে গাছে পরিণত করতে পারবে না।'

'তোমার জগতে কোনো গাছ আছে?' MQ-17J জিজ্ঞেস করল।

গ্যালাক্টিক এসি-র শব্দ তাদের দুজনকে থামিয়ে দিল। টেবিলের ওপর রাখা ছোট এসি কন্টাক্ট থেকে সুন্দর রিন রিনে শব্দ বেরিয়ে আসতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগল। ওটা বলছে: অর্থবহ উত্তরের জন্য অপর্যাপ্ত ডাটা।

VJ-23X বলল, 'দেখ!'

এরপর দুই বন্ধু গ্যালাক্টিক কাউন্সিলের কাছে ওদের প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়ে দিল।

জি প্রাইমের মন নতুন গ্যালাক্সির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত অসংখ্য তারার ঝলকানির মাঝে নিরাসক্তভাবে ঘুরছিল। এর আগে সে জীবনেও এমন দেখেনি। ও কি সব দেখতে পারে? সবগুলোতেই মানুষপূর্ণ। কিন্তু সবে যেন মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে। মহাশূন্য মানুষে পূর্ণ হয়ে গেছে।

মন, দেহ নয়। অমর দেহটা তা গ্রহে রয়ে গেছে, ইওনে ঝুলে আছে। মাঝে মধ্যে জাগতিক কাজের জন্য জেগে উঠে তাও আবার কদাচিৎ। খুব অল্প মানুষ জন্ম নেয় এখন, কিন্তু তাতে কি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নতুন মানুষের জন্য সামান্যই জায়গা খালি আছে।

হঠাৎ করে জি প্রাইম একটি মনের উপস্থিতি অনুভব করল।

'আমি জি প্রাইম,' বলল জি প্রাইম। 'তুমি কে?'

'আমি ডি সাব উন। তোমার গ্যালাক্সি কোনটি?'

'আমরা শুধু গ্যালাক্সি বলেই ডাকি। তোমরা?'

'আমরাও একই। সব মানুষ তাদের গ্যালাক্সিকে গ্যালাক্সি বলেই ডাকে, অন্য কিছু নয়। কেন নয়?'

'তা ঠিক। যেহেতু সব গ্যালাক্সিই যখন এক রকম।'

'সব গ্যালাক্সি এক রকম নয়। নির্দিষ্ট কোনো একটি গ্যালাক্সিতে মানবজাতি জন্ম নিয়েছিল। ওটাই একমাত্র অন্য রকম।'

জি প্রাইম জিজ্ঞেস করল, 'কোন গ্যালাক্সিটি?'

'আমি বলতে পারব না। ইউনিভার্সাল এসি জানতে পারে।'

'আমরা কি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারি? আমার জানতে খুব ইচ্ছে করছে।'

জি প্রাইম তার মনকে গ্যালাক্সির অতীতের দিকে প্রসারিত করল এবং দেখল নতুন গ্যালাক্সির বিশাল এক ক্ষেত্র। কোটি কোটি মানুষ আজ মনকে দেহ থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারে। ইচ্ছে করলেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মহাশূন্যের যে কোনো স্থানে যেতে পারে মুহূর্তের মধ্যে।

তারপরেও অতীতের সেই জন্ম গ্যালাক্সি দেখতে ইচ্ছে করে এবং সে প্রশ্ন করে : 'ইউনিভার্সাল এসি! বল তো কোন গ্যালাক্সিতে মানুষ প্রথম এসেছিল?'

ইউনিভার্সাল এসি সব শুনল, কারণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল জায়গায় তার রিসেপটর আছে। এই রিসেপটর হাইপারস্পেসের ভেতর দিয়ে অজানা জায়গায় ইউনিভার্সাল এসি নিজেকে একাকী স্থাপন করেছিল।

জি প্রাইম একজন মানুষকে জানত যার চিন্তা শক্তি ইউনিভার্সাল এসির মতো দূরবর্তী স্থান থেকে ধরতে পারত। দেখল একটি উজ্জ্বল গোলক, দুই ফুট দূর থেকে দেখান হল। দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল।

'কিন্তু এটা কি করে সবটাই হয় ইউনিভার্সাল এসির?' জি প্রাইম জিজ্ঞেস করল।

'অনেকটাই এরকমই,' জবাব এল, 'হাইপারস্পেসের ভেতর। তবে কোনোরূপে আছে তা আমি বলতে পারব না।'

কেউই পারবে না। অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। জি প্রাইম জানত ইউনিভার্সাল এসি বানাবার সময় মানবজাতির সকল সদস্য অংশ নিয়েছে। প্রতিটি ইউনিভার্সাল এসি নতুন করে ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে। নিজের উত্তরাধিকার রেখে গেছে। প্রতিটি ইউনিভার্সাল এসি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রয়োজনীয় অতীতের সকল তথ্য এবং নিজস্বতায় একীভূত হতে পারে।

ইউনিভার্সাল এসি জি প্রাইমের চিন্তা ধারায় বাধা দিল, কথা দিয়ে নয়, গাইডেন্স দিয়ে। জি প্রাইমের মনটাকে গ্যালাক্সির সাগরের মাঝ দিয়ে চালিত করা হল এবং একটি বিশেষ তারায় নিবদ্ধ করা হল।

দূর থেকে একটা ভাবনা এল, তবে স্পষ্ট। **'এটাই হচ্ছে মানবজাতির আদি গ্যালাক্সি।'**

কিন্তু এই গ্যালাক্সি অন্য গ্যালাক্সি থেকে ভিন্ন কিছু নয়। জি প্রাইমের আশাভঙ্গ হল এতে।

ডি সাব উন, যার মন এতক্ষণ জি প্রাইমের মনের কাছেই ছিল। হঠাৎ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে বলল, 'এই তারাগুলোর মধ্যে মানুষের আদি তারাটিও রয়েছে?'

ইউনিভার্সাল এসি বলল, 'মানুষের আদি তারাটি নোভায় পরিণত হয়েছে। ওটা এখন একটি সাদা বামন।'

'সেখানে যে মানুষেরা ছিল তারা মারা গেছে?' জি প্রাইম জিজ্ঞেস করল কোনো চিন্তাভাবনা না করে।

ইউনিভার্সাল এসি বলল, 'নতুন একটা জগৎ তৈরি করা হয়েছিল যেখানে সময়ের সাথে সাথে তাদের দেহগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' জি প্রাইমের মন হারানোর তীব্রতা অনুভব করল। তার মনকে সরিয়ে আনল মানুষের আদি গ্যালাক্সি থেকে। সে আর সে দিকে তাকাতে চাইল না।

ডি সাব উন বলল, 'কি হয়েছে তোমার?'

'তারাগুলো মারা যাচ্ছে। আদি তারাটিও মারা গেছে।'

'ওরা সবাই মারা যাবে। যাবে না কেন?'

'কিন্তু যখন আমাদের শক্তি শেষ হয়ে যাবে তখন আমাদের দেহগুলো মারা যাবে। আমি এবং তুমিও মারা যাব।'

'এটা হতে হাজার কোটি বছর সময় নেবে।'

'আমি হাজার কোটি বছর পরেও মরতে চাই না। ইউনিভার্সাল এসি! কতগুলো তারাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান যাবে?'

ডি সাব উন বলল, 'তুমি বলতে চাইছ কি করে এন্ট্রোপিকে উল্টোদিকে নেওয়া যায়?'

ইউনিভার্সাল এসি জবাব দিল : 'অর্থবহ উত্তরের জন্য এখনো প্রয়োজনীয় ডাটা পাওয়া যায়নি।'

জি প্রাইমের মন তার নিজের গ্যালাক্সির দিকে ছুটে গেল। সে ডি সাব উনের দিকে কোনো মনোযোগ দিল না। যার দেহ লক্ষ কোটি আলোক বর্ষ দূরে কোনো এক গ্যালাক্সিতে রয়েছে। কিংবা জি প্রাইমের পাশের তারাটিতে আছে। কিছু আসে যায় না তাতে।

মন খারাপ করে জি প্রাইম আন্তঃনক্ষত্রিক হাইড্রোজেন গ্যাস সংগ্রহ করতে লাগল নিজের একটি ছোট তারা বানানর জন্যে। তারাগুলো যদি

www.BanglaBook.org

মারাই যায় তাহলে অন্তত নতুন তারা তৈরি করা যাবে তো।

মানুষ নিজেকেই গ্রাহ্য করে, সব মানুষ সমষ্টিগতভাবে এক সত্তার অধিকারী। কোটি, কোটি, কোটি বয়সহীন দেহ, নিজ নিজ জায়গায় প্রতিটি শান্তভাবে বিশ্রাম নিচ্ছে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বলতে কার কোনো কিছুই নেই। তারপরেও সবার মন পরস্পরের সাথে অবাধে মিশে যায়। পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব।

মানুষ বলল, 'বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মারা যাচ্ছে।'

মানুষ তাকাল নিভু নিভু গ্যালাক্সির দিকে। বড় বড় তারাদের মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই। প্রায় সব তারাই সাদা বামনে পরিণত হয়েছে।

নতুন তারা তৈরি করা হয়েছিল ধূলো থেকে, কিছু তৈরি করা হয়েছিল প্রাকৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে, কিছু তৈরি করেছিল মানুষ নিজেই। ওগুলোরও মৃত্যু হয়েছে। সাদা বামনগুলো পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ ঘটিয়ে নতুন শক্তির মাধ্যমে নতুন তারা তৈরি করছে। কিন্তু একটা নতুন তারা তৈরি করতে হাজারটা সাদা বামন ধ্বংস হচ্ছে, এবং সেগুলোও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে একদিন।

মানুষ বলল, 'কসমিক এসি-র তত্ত্বাবধানে এত তারার মৃত্যুর পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হাজার কোটি বছর টিকে থাকা যাবে।'

'তারপরেও,' মানুষ বলল, 'ওটারও শেষ আছে। যত্ন করে পরিচালিত হোক না কেন, যে শক্তি একবার নিঃশেষ হয়ে যায় তা আবার পুনরুদ্ধার হয় না। এন্ট্রোপি অবশ্যই বেড়ে গিয়ে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে।'

মানুষ বলল, 'এন্ট্রোপি কি উল্টোদিকে নেওয়া যায় না? কসমিক এসি-কে জিজ্ঞেস করা যাক।'

কসমিক এসি চারদিকে ছিল। মহাশূন্যে ছিল না। কোনো অংশও মহাশূন্যে ছিল না। হাইপারস্পেসে ছিল ওসব যেগুলো বস্তু কিংবা এনার্জি দ্বারা গঠিত ছিল না। আয়তন কিংবা প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না।

'কসমিক এসি,' মানুষ বলল, 'কি পরিমাণ এন্ট্রোপি উল্টোদিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেওয়া যায়?'

কসমিক এসি বলল, 'অর্থবহ উত্তরে জন্যে এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত ডাটা সংগ্রহ করা হয় নি।'

মানুষ বলল, 'অতিরিক্ত ডাটা সংগ্রহ করো।'

কসমিক এসি বলল, 'আমি তাই-ই করে যাব। হাজার বছর ধরে আমি এই কাজটাই করে আসছি। আমার পূর্বসূরীদের এবং আমাকেও একই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আমার কাছে যে সব ডাটা আছে তা অপর্যাপ্ত।'

'এমন সময় কি একদিন আসবে,' মানুষ বলল, 'যখন সব ডাটা সংগ্রহ করা যাবে এবং সমস্যার সমাধান করা যাবে, নাকি কোনো সময়ই সমস্যার সমাধান করা যাবে না?'

কসমিক এসি বলল, 'কোনো সমস্যাই পড়ে থাকে না।'

মানুষ বলল, 'যখন তোমার পর্যাপ্ত ডাটা সংগ্রহে থাকবে তখন কি জবাব দিতে পারবে?'

কসমিক এসি বলল, 'অর্থবহ উত্তরের জন্য এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত ডাটা সংগ্রহে নেই।'

'তুমি কি কাজ করে যাচ্ছ?' মানুষ জিজ্ঞেস করল।

কসমিক এসি বলল, 'আমি করছি।'

মানুষ বলল, 'আমরা অপেক্ষায় থাকব।'

তারাগুলো এবং গ্যালাক্সিগুলো মারা গেছে এবং মহাশূন্যে অন্ধকারে ডুবে গেল দশ ট্রিলিয়ন বছর পর।

একে একে সব মানুষ এসি-র সাথে একীভূত হয়ে গেল। দেহের কোনো অস্তিত্ব রইল না।

মানুষের শেষ মনটি একীভূত হওয়ার আগে থমকে দাঁড়াল। মহাশূন্যের দিকে তাকাল একবার, সেখানে কিছু নেই তবে শেষ কালো তারাটির দিকে তাকিয়ে দেখল তাপমাত্রা কমে গিয়ে দ্রুত ঠাণ্ডা নেমে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষ বলল, 'এসি, এটাই কি শেষ? এই চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে উল্টো দিকে ফিরিয়ে মহাবিশ্বকে আবার যাত্রা করান যাবে না? কি বল করা যাবে না?'

এসি বলল, 'অর্থবহ উত্তরের জন্য এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত ডাটা সংগ্রহে নেই।'

মানুষের শেষ মনটা একীভূত হয়ে গেল এবং শুধু এসি রয়ে গেল—হাইপারস্পেসে।

পদার্থ এবং শক্তি শেষ হয়ে গেছে মহাশূন্যে এবং সময়ের সাথে। এসি টিকে ছিল শেষ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে। প্রশ্নটি করা হয়েছিল দশ ট্রিলিয়ন বছর আগে।

সব প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং শেষ প্রশ্নটির জবাব না দেওয়া পর্যন্ত এসি তার চেতনাকে মুক্তি দিতে পারে না।

সব ডাটা সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। আর ডাটা সংগ্রহের জন্য নেই।

কিন্তু সব ডাটা একত্রিত করে সর্বশেষ সমস্যা সমাধান করতে হবে।

এই কাজটা করতে সীমাহীন সময় ব্যয় হল।

এর ফলে এসি শিখে ফেলল এন্ট্রোপিকে কি করে উল্টোদিকে চালিত করতে হবে।

কিন্তু কোনো মানুষকে পাওয়া গেল না এসি-র উত্তর শোনার জন্য। তাতে কি। উত্তরটা প্রদর্শন করে নিজেই নিজের দেখাশুনা করতে পারবে।

আরো সময়হীন কাল চলে গেল, এসি ভাবতে লাগল কেমন করে উত্তম উপায় সমাধানটা নির্ধারণ করা যায়। সাবধানে, এসি প্রোগ্রাম সাজাতে লাগল।

এসি তার চেতনা প্রসারিত করে দেখল, এতদিন মহাবিশ্ব বলে যা ছিল তা এখন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। ধাপের পর ধাপে, একাজটি সমাধা করতে হবে।

এবং এসি বলল, 'আলো দাও!'

এবং আলো এল-

■ অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্য স্মাইল অব দ্য চিপার

জনসন বুড়োদের মতো স্মৃতিচারণ করতে লাগল। অবশ্য আমাকে এ ব্যাপারে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। জনসন চিপারদের নিয়ে কথা বলছে। যারা একবিংশ শতাব্দির শুরুতে ব্যবসাক্ষেত্রে ঝলসে উঠেছিল।

জনসনের টাকায় খাচ্ছি তাই আমার শুনতেও আপত্তি ছিল না। জনসন যে কথাটা প্রথম মুখ দিয়ে বের করল সেটা হল 'চিপাররা' সে বলল, 'যারা নেহায়েতই অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, এখন ওদের ব্যবহার করা হচ্ছে বুঝে শুনে।' জনসন বলে চলল, 'এতে কোনো লাভ হচ্ছে না। এখন যে দশ বিলিয়ন মূল্যের কোম্পানির উপর দাঁড়িয়ে, সেটা ওদেরই একজনের জন্য! আমিই তুলে এনেছিলাম তাকে, তুমি সেটা জান।'

আমি বললাম, 'আমি জানতাম, ওরা বেশি দিন টেকে না।'

'হ্যাঁ, এখন বেশ তাড়াতাড়িই পোড়ে। আবার যখন তুমি নার্ভাস সিস্টেমের কি পয়েন্টে মাইক্রোচিপ বসাবে তখন বেশি হলে দশ বছরের মধ্যে বিগড়াবে। এরপর ওগুলোর শূন্য খুপড়ি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তার-টার পুড়ে ছাই-ও হয়ে যায়।'

' সেটাই, মাঝে মাঝে অদ্ভুত লাগে।'

'আরে আদর্শবাদীরা তো আঙুল কামড়ে ধরেছিল। সে জন্যেই তো নিয়ন্ত্রণ আনা হল। দশ বছর আয়ু দেয়া হল। কিন্তু এতে চিপারদের তেমন ক্ষতি হয়নি। আগে, চিপারগুলো যতদিন সক্রিয় থাকত ততদিন তারা পেত রাজকীয় জীবন। এখনো দশ বছরের সতেজ ক্রিয়াকলাপে যত্নআত্তি কম জোটে না। যদিও তারপর অবসর গ্রহণ করতে হয় ওগুলোর।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

জনসন কথাগুলো বলতে বলতে পানীয়তে চুমুক দিল। সে বলে চলল, 'একটা অনিয়ন্ত্রিত চিপার অন্য লোকের আবেগকে প্রভাবিত করতে পারে, যদি ঠিক মতো চিপ বসানো হয় আর তাতে বুদ্ধিমত্তা থাকে। তারা অন্যের মনে বোধটাকে বুঝে সেটাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে। কোম্পানির ভালোর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মানসিক নিয়ন্ত্রণ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে। এটা অসততা নয়। কারণ অন্য কোম্পানিগুলোর চিপার থাকত ঐ একই কাজ করার জন্যে।'

জনসনের কথাগুলোর সাথে দীর্ঘশ্বাস বেরুল, সে বলল, 'এখন ওসব জিনিস অবৈধ, কি খারাপ, কি খারাপ।'

আমি আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললাম, 'শুনেছি ওইসব অবৈধ জিনিস এখনো নাকি হয়!'

জনসন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ' নো কমেন্ট।'

আমি তাকে থামালাম না, সে বলে চলল, 'এমন কি ত্রিশ বছর আগেও এই ব্যাপারগুলো খোলামেলা ছিল। আমাদের কোম্পানি যখন বিশ্ব অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না তখন দুটো চিপারকে আমাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় কাজ করার জন্য রাজি করিয়েছিলাম।'

আমি একটু ভড়কে গিয়ে বললাম, 'দু'টো? এরকম আগে কখনো শুনিনি।'

জনসন আমার দিকে একটু মুচকি হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সেটা ম্যানেজ করেছিলাম। এটা বাইরের বিশেষ কেউ জানত না। চালাকি একটু করতে হয়েছিল বৈকি, অবৈধ হ'য়া সত্ত্বেও। অফকোর্স, আমরা তাদের দু'জনকেই নিতে পারতাম না কারণ দু'টো চিপারকে একসাথে কাজ করানোটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। ওরা একেবারে গ্র্যান্ডমাস্টার দাবাড়ুদের মতো, এক রুমে রেখেছ তো অমনি একজন আরেকজনকে চ্যালেঞ্জ করে বসবে। এবং প্রভাবিত করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে। ওরা কখনো থামতে পারবে না, পারে না। ছ'মাসের মধ্যে একজন আরেকজনকে পুড়িয়ে ফেলবে।

যখন চিপার নতুন এসেছিল তখন এরকম করে অনেকগুলো কোম্পানি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।'

'হুম্, আই ক্যান ইমাজিন', আমি বিড়বিড় করলাম।

জনসন বকে চলল, 'যেহেতু দু'টোকেই নেয়া যাচ্ছিল না, আমার সবচে' যোগ্যটাকেই নেব বলে ভাবলাম। কিন্তু কিভাবে? একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে লেলিয়ে দিয়ে!' বলে জনসন হো হো করে হাসল এবং বলে চলল, 'এই বাছাইয়ের দায়িত্বটা আমার ঘাড়েই ছিল। আমাকে পরিষ্কার বলা হয়েছিল, যদি অশিক্ষিতটাকে বাছাই করি তবে আমাকে সোজা অর্ধচন্দ্র দেয়া হবে।'

আমি জানি জনসন সফল হয়েছিল নতুবা এই ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফার্মে চেয়ারম্যান অব বোর্ড সে হয় না।

তারপরও জিজ্ঞেস করলাম, 'পরিস্থিতি কিভাবে সামলালেন, স্যার?'

জনসন বলল, 'আমাকে বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল। প্রথমে আমি সমস্ত কিছুর তদন্ত করলাম। দু'টো চিপার ওদের কোড-লেটার দিয়েই পরিচিত ছিল। সে সময় ওদের সত্যিকারের পরিচিতি গোপন রাখতে হত। যাকগে, আমাদের রেকর্ডে ও দুটো সি-১২ এবং এফ-৭১ নামেই ছিল। দু'জনই কুড়ি বছর পেরুলো। সি-১২-এর কোনো জোড়া ছিল না; তবে এফ-৭১ বিয়ের জন্যে এঙ্গেজড হয়েছিল।'

'বিয়ে?' আমি বললাম, একটু অবাক হয়ে।

'কেন নয়? চিপাররাও মানুষ এবং ছেলে চিপাররা মেয়েদের উৎপাতে অস্থির থাকত। চিপাররা ধনী হবেই, আগেই বলেছি ওরা রাজকীয় জীবন পেত, এবং এক সময় অবসর গ্রহণ করবে এবং স্ত্রীর অধীনে চলে যাবে। ইটস অ্যা গুড ডিল ফর অ্যা ইয়ং উইম্যান। তো আমি ওদের একত্রিত করলাম, এফ-৭১ এর বাগদত্তাসহ, মোট তিনজন। আমি আশা করেছিলাম, এফ-৭১-এর বাগদত্তা মেয়েটি দেখতে সুন্দর হবে, দেখার পর আমি নিরাশ হইনি। বরং দারুন শারীরিক উত্তেজনা বোধ করেছিলাম। আমার দেখা সবচে' সুন্দরী মেয়ে—লম্বা, ভ্রমর আঁখি, চমৎকার তনু।

জনসনকে দেখে মনে হল, সে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে কিছুক্ষণের

www.BanglaBook.org

জন্য। তারপর সে আবার শুরু করল, 'শোনো, আমি তখন মেয়েদের পেছনে ঘুরি, পাগলের মতোই তবে এরকম নয় যে, একটা মেয়ে যার একটা চিপার বয় ফিঁয়াসে এবং যে নিজেকে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ-এর প্রেমিকায় বদলে নেবে, তার পেছনে ঘুরব। তখন আমি জুনিয়র এক্সিকিউটিভ ছিলাম। মেয়েটিকে অন্য চিপার ছেলের দিকে আকৃষ্ট করানো ভিন্ন কথা এবং আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সি-১২-এর অবস্থা আমার মতোই ছিল। মানে হাবুডুবু খাচ্ছিল। সি-১২ সেই মেয়েটির উপর থেকে চোখই সরাতে পারত না। আমি ঘটনা এগোতে দিলাম দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকে কে পটাতে পারে।'

'কে পেরেছিল স্যার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তীব্র মানসিক লড়াইটা শেষ হতে লেগেছিল দুইদিন। যা হোক, শেষ পর্যন্ত তরুণী সি-১২-কে তার নতুন বাগদত্তা বানিয়ে নিল।'

'ওহ্, তাহলে সি-১২-ই ফার্মে জায়গা পেয়েছিল।'

জনসন আমার দিকে চোখ কুচকে বলল, 'পাগল নাকি! আমি সে রকম কিছুই করিনি। সোজাসুজি এফ-৭১-কে বাছাই করি আমি এবং সি-১২-কে বসিয়ে দেই আমাদের একটি ছোট্ট সহকারী পদে।'

'কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, এফ-৭১ তার বাগদত্তাকে হারালো এবং সি-১২ তাকে পেলে, এখানে নিঃসন্দেহে সি-১২-এর প্রধান হ'বার কথা।'

'হয়েছে কি? হয়নি, কারণ চিপাররা সাধারণত এসব ব্যাপারে আবেগী হয়ে ওঠে না, কোনোরকম ভাবালুতাও প্রকাশ করে না। ব্যবসা ক্ষেত্রে জরুরী বলেই চিপাররা সবসময় তাদের চেহারা ভাবলেশহীন করে রাখে আর তাছাড়া এটা তাদের জন্য পেশাদারী প্রয়োজনীয়তা।'

জনসন বলে চলল, 'আমি খুব কাছ থেকেই পর্যবেক্ষণ করছিলাম—আমার নিজের কাজটাও তো সংকটের মধ্যে ছিল। যখন মেয়েটি সি-১২-এর সাথে চলে গেল তখন আমি এফ-৭১-এর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি দেখলাম, শুধু তাই নয় বিজয়ের ঝিলিকও দেখা যাচ্ছিল চোখে।'

'কিন্তু, ওতো ওর বাগদত্তাকে হারালো।'

www.BanglaBook.org

' তোমার কি মনে হয়নি, এফ-৭১ ওই মেয়েটাকে স্বেচ্ছায় চলে যেতে দিয়েছে? এফ-৭১ চেয়েছিল সি-১২-এর উপরে থাকতে, পুরোপুরি পেশাদারী মনোভাব দেখাতে। এফ-৭১ সেটা পেরেছে এবং জিতেছে।'

আমি চিন্তা করে বললাম, 'কিন্তু কিভাবে এত নিশ্চিত হলেন? আপনার কথা অনুযায়ী ভদ্রমহিলা দেখতে সুন্দর ছিল এবং যৌন আবেদনময়ী-ও, অবশ্যই এফ-৭১ এত সহজে তাকে চলে যেতে দেবে না।'

'কিন্তু এফ-৭১ ঐ ভদ্রমহিলাকে ক্রমেই বাঞ্ছনীয় করে তুলছিল' জনসন আমার দিকে মুখ চোখ বাকিয়ে বলতে লাগল, 'ওর উদ্দেশ্য ছিল সি-১২ কে টেক্কা দেয়া, সেটা করতে গিয়ে সে ক্ষমতাও দেখিয়েছিল, তা সত্যি সত্যি আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

সি-১২ সেই মেয়ের হাত ধরে চলে গেল আর সবকিছুই শেষ হয়ে গেল। আমি আর কোনোভাবে প্রভাবিত হইনি এবং তখন আমি বুঝতে পারি মেয়েটি সম্পর্কে একটু বাড়াবাড়ি ভাবনা ভেবেছি আমি। মেয়েটির দৃষ্টিতেই কেমন যেন একটা শিকারী ভাব ছিল।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি এফ-৭১ কেই পছন্দ করেছিলাম। আমরা যা চেয়েছিলাম, ওর মধ্যে তা সব ছিল। আমাদের ফার্ম এখন কোন অবস্থানে তাতো দেখতেই পাচ্ছ এবং আমি চেয়ারম্যান অব দি বোর্ড।'

অনুবাদ : বিধান রিবেরু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ফ্র্যাঞ্চশাইজ

লিন্ডার বয়স দশ, বাড়িতে একমাত্র সে-ই জেগে থাকতে পছন্দ করে।

নরম্যান মূলার আধো ঘুম আধো জাগরণের ভেতর লিন্ডার গলার আওয়াজ পাচ্ছিল। "শেষ পর্যন্ত সে গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছিল প্রায় একঘণ্টা আগে যদিও সেটা ছিল ঘুমের বদলে ক্লান্তিজনিত কারণে।)

লিন্ডা এখন তার বাবার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ধাক্কা দিয়ে বাবাকে বলল, 'বাবা, বাবা, ওঠো, ওঠো!'

নরম্যান যন্ত্রণা আড়াল করল। 'কী হয়েছে লিন্ডা।'

'বাবা দেখ, অন্য সময়ের তুলনায় বাইরে পুলিশ অনেক বেশি। চারদিকে পুলিশের গাড়ি।'

নরম্যান মূলার ঘুম থেকে উঠে পড়ল। কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করল। সকাল হতে শুরু করেছে মাত্র। আকাশটা কেমন যেন ঘোলা ঘোলা, যেন বিষণ্ন। মনটাও তার বিষণ্ন হয়ে উঠল। স্ত্রী সারাহ রান্নাঘরে সকালের নাস্তা বানাচ্ছে তার শব্দ শুনতে পেল। তার শ্বশুর ম্যাথিউ-র কাশির শব্দ আসছে বাথরুম থেকে। সন্দেহ নেই এজেন্ট হ্যান্ডলি তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে।

আজ সেই দিন,

আজ নির্বাচনের দিন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

বছরটা শুরু হয়েছিল অন্য বছরগুলোর মতোই। হয়তো তার চেয়ে একটু খারাপ, কারণ বছরটা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বছর। তবে অন্য সব নির্বাচন বছরগুলোর মতো অতোটা খারাপ নয়।

রাজনীতিবিদরা গান রিট ইলেক্টোরেট এবং ইলেক্ট্র-রনিক ইন্টেলিজেন্স ভৃত্য সম্পর্কে ভোটারদের কাছে বলছে। প্রেস কম্পিউটারের সাহায্যে পরিস্থিতি অ্যানালাইজ করছে (নিউইয়র্ক টাইমস এবং সেন্ট লুই পোস্ট-ডেসপ্যাচ পত্রিকার নিজস্ব কম্পিউটার আছে) এবং ভবিষ্যতে কি কি হতে পারে সে সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছে। বক্তব্যদানকারী এবং নিবন্ধকাররা রাজ্য এবং কাউন্টিগুলো কে কোন ভূমিকা রাখবে সে নিয়ে পরস্পর বিরোধী মতামত প্রকাশ করছে।

এ বছরটা অন্যরকম মোড় নিতে যাচ্ছে তার প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিল সারাহ মূলার। ৪ঠা অক্টোবরের (নির্বাচন হতে আর মাত্র এক মাস বাকি) সন্ধ্যায় তার স্বামীকে বলেছিল, 'শুনেছ, কেন্টওয়েল জনসন বলেছে এবার ইন্ডিয়ানা রাজ্য বছরের সেরা রাজ্য হতে যাচ্ছে। তাকে নিয়ে এই কথা বলল চারজন। ভাবো একবার। আর আমাদের রাজ্য।'

ম্যাথিউ হরটেনওয়েলার খবরের কাগজের আড়াল থেকে মুখ বার করল, মেয়ের দিকে তাকিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করে বলল, 'ওদেরকে মিথ্যা বলার জন্যে টাকা দেওয়া হয়েছে। ওদের কথায় কান দিস না।'

'ওরা চারজন বলেছে, বাবা,' সারাহ নরম সুরে বলল। 'ওরা প্রত্যেকে ইন্ডিয়ানার কথা বলেছে।'

'ইন্ডিয়ানা রাজ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ,' নরম্যানও নরম সুরে বলল, 'হকিন্স-স্মিথ আইনের বলে ইন্ডিয়ানা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য, তাছাড়া সেবার ইন্ডিয়ানাপলিসে যা ঘটেছিল। ওটা—'

ম্যাথিউ রাগত চেহারা নিয়ে কাগজের আড়াল থেকে মুখটা বার করছিল এবং বলল, 'ওদের কেউ কিন্তু ব্লুমিংটন কিংবা মনরো কাউন্টির কথা বলেনি, বলেছে?'

'তা ঠিক,' নরম্যান বলল।

লিন্ডা এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল আর প্রত্যেকের মুখের দিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকাচ্ছি যখন যে কথা বলছি। সে এবার বলল, 'এবছর তুমি কি ভোট দিচ্ছ?'

নরম্যান সুন্দর করে হেসে বলল, 'মনে হয় না দেব।'

কিন্তু অক্টোবরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বাতাস ততদিনে গরম হয়ে উঠেছে, সারাহর স্বপ্ন দেখার অভ্যেস আছে। সে বলল, 'তাহলে তো দারুণ হয়, তাই না?'

'আমি ভোট দিলে?' নরম্যান মূলারের হালকা সোনালী গোঁফের কারণে তাকে বেশ যুবক যুবক লাগে সারাহ-র কাছে কিন্তু সেই গোঁফে এখন পাক ধরতে শুরু করেছে। ফলে তার চেহারা বৈশিষ্ট্যহীন করে তুলেছে। কপালের বলিরেখা গভীর হওয়াতে অনিশ্চয়তার ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। সে কোনোদিন নিজের সম্পর্কে উচ্চ কোনো ধারণা পোষণ করেনি। তার স্ত্রী আছে, একটা চাকরি এবং ছোট্ট মেয়ে আছে। হয়তো কোনো হতাশার মুহূর্তে মনে হয়েছে তার প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তবে সে মনে করাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।

তাই সে তার স্ত্রীর চিন্তাধারা কোথায় যাচ্ছে, সেটা ভেবে আতঙ্কিত হয়েছে। 'আসলে,' সে বলল, 'প্রায় দুশো মিলিয়ন মানুষ আছে দেশে, তাই এই বিষয়ে ভেবে ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো যুক্তি নেই।'

স্ত্রী বলল, 'কেন নরম্যান, তুমি দুশো মিলিয়ন বলছ তা ঠিক নয়, সেটা তুমি ভালো করেই জান। কুড়ি থেকে ষাট বছরের মধ্যে হতে হবে এবং পুরুষদের ভেতর থেকেই বাছা হয় তাহলে দাঁড়াচ্ছে পাঁচ কোটিতে এক। তারপর যদি ওরা সত্যি সত্যি ইন্ডিয়ানা—'

'তাহলে ওটা দাঁড়াচ্ছে কোয়ার্টার মিলিয়নে এক। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এই সুযোগ নিয়ে ঘোড় দৌড় দিতে বলছ না, ঠিক তো? চল, খেতে চল।'

ম্যাথিউ কাগজের আড়াল থেকে বিড় বিড় করে বললেন, 'বোকার হদ্দ।'

লিন্ডা আবার বলল, 'তুমি কি এ বছর ভোট দেবে, বাবা?'

নরম্যান মাথা ঝাঁকাল শুধু। ওরা সবাই খাবার ঘরে মিলিত হল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২০ অক্টোবর সারাহ-র উত্তেজনা চরমে পৌঁছাল। কফি খাওয়ার সময় সে বলল যে, মিসেস গুলজ্ বলেছে, তার চাচাতভাই একজন এ্যাসেম্বলির সেক্রেটারি, যে সকল "টাকা" এখন ইন্ডিয়ানার দিকে।

'সে আরো বলেছে যে প্রেসিডেন্ট ভিলার্স ইন্ডিয়ানাপলিসে ভাষণ দিতে যাচ্ছেন।'

নরম্যান মূলার স্টোরে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দেয় প্রতিদিন, সব শুনে শুধু ভ্রূ জোড়া একবার উপরে তুলল তবে কিছু বলল না।

ম্যাথিউ হরটেনওয়েলার যিনি ওয়াশিংটনের ওপর বিরক্ত, তিনি বললেন, 'ভিলার্স যদি ইন্ডিয়ানায় বক্তৃতা দেয় তাহলে বুঝতে হবে মাল্টিভ্যাক অ্যারিজোনাকে বেছে নিয়েছে। মাথামোটা লোকটা কাছাকাছি যেতে ভরসা পাচ্ছে না।'

সারাহ্ তার বাবার কথায় তেমন আপত্তি জানাল না। বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না কেন দ্রুত কোনো রাজ্য ঘোষণা দিচ্ছে না, তারপর কোনো কাউন্টি ঘোষণা দিলেই পারে। তারপর যারা বাদ পড়ল তারা তো শান্তি পেতে পারে।'

'ওরা যদি তেমন করে থাকে,' নরম্যান বলল, 'তাহলে রাজনীতিবিদরা শুকুনের ঘোষণা অনুসরণ করবে। এরপর শহরের কোনায় কোনায় এক কি দুটো করে কংগ্রেসম্যান দেখা যাবে।'

ম্যাথিউ চোখদুটো সরু করে তাকালেন এবং তার পেকে যাওয়া চুলে হাত বোলালেন। 'ওরা শুকুন, তাহলে শোনো—'

সারাহ্ বিড় বিড় করে বলল, 'শোনো বাবা—'

ম্যাথিউ গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'শোনো, ওরা যখন মাল্টিভ্যাক বসাল তখন আমি ওখানে ছিলাম, ওরা বলেছিল এরফলে দলগত রাজনীতি শেষ হল। আর কোনো ভোটারের টাকা প্রচার অভিযান খরচ করা হবে না। আর নয় দাঁত বের করা প্রচার চাপ সৃষ্টি করে কংগ্রেস কিংবা হোয়াইট হাউসে ঢোকান। এরপর কি হল। প্রচার কমল না ঠিকই, শুধু অন্ধের মতো প্রচার হতে শুরু করল। একদল লোক পাঠান হল

www.BanglaBook.org

ইন্ডিয়ানায় জো হ্যামারের কেস নিয়ে যেখানে ওই কেসটি জটিল রূপ নিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, ওসব ছাড়, ফিরে যাও পুরানো—'

লিন্ডা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, তুমি কি চাও না বাবা এই বছর ভোট দিক?'

ম্যাথিউ মেয়েটির দিকে একবার তাকালেন। তারপর নরম্যান এবং সারাহ-র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটা সময় ছিল যখন আমি ভোট দিয়েছি। সোজা হেঁটে গিয়েছি পোলিং বুথের দিকে তারপর লিভার ধরে টান দিয়ে ভোট দিয়েছি। এর চেয়ে ভালো কিছু আর ছিল কি? আমি মনে মনে বলেছি, এই লোকটি আমার প্রার্থী এবং আমি তাকে ভোট দিলাম। এমনই হওয়া উচিত।'

লিন্ডা উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভোট দিয়েছিলে? সত্যি?'

সারাহ তাড়াতাড়ি কথা বলে উঠল পাছে পাড়ায় এই কথাটা ছড়িয়ে যায় সেই ভয়ে, 'ও কিছু না লিন্ডা। দাদা যে ভোটটা দিয়েছিল সেটা আসল ভোট নয়। ওই ধরনের ভোট সকলেই দিত, তোমার দাদাও দিয়েছে। কিন্তু ওটা আসল ভোট ছিল না।'

ম্যাথিউ রেগে বলে উঠলেন, 'আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ভোট দেওয়াটা ঠিক ভোট ছিল না। আমার বয়স যখন বাইশ তখন আমি ল্যাংলিকে ভোট দিয়েছিলাম এবং সেটাই আসল ভোট ছিল। আমার একটা ভোটে কিছুই যায় আসে না, তারপরেও। অন্য যে কোনো লোকের ভোটের যতটা গুরুত্ব ছিল আমারও ছিল ততটা। এবং কোনো মাল্টিভ্যাক ছিল না যে—'

নরম্যান বাধা দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, লিন্ডা, তোমার শোবার সময় হয়েছে। ভোট নিয়ে প্রশ্ন করাটা বন্ধ করো। যখন বড় হবে তখন তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে।'

নরম্যান তাকে চুমু খেল। ৯.১৫ মিনিট পর্যন্ত সে বিছানার পাশে বসে ভিডিও দেখতে পারবে বলে প্রতিজ্ঞা করল সে।

লিন্ডা বলল, 'দাদা,' দাদা কাগজটা না নামান পর্যন্ত লিন্ডা তার চেহারা নিচু করে দেখল তার দাদাকে। সেদিন ছিল শুক্রবার ৩১ অক্টোবর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদা বললেন, 'বল।'

লিন্ডা তার দুই কনুই দাদার হাঁটুতে রাখল যাতে খবরের কাগজটা গুটিয়ে সরিয়ে রাখে।

লিন্ডা বলল, 'দাদা, তুমি কি সত্যি একবার ভোট দিয়েছিলে?'

দাদা বললেন, 'তুমি তো শুনতে পেয়েছ আমি দিয়েছি, শুনতে পাওনি? তুমি কি ভেবেছিলে আমি গল্প করছি?'

'না না, কিন্তু মা বলল যে তখন সবাই ভোট দিত।'

'হ্যাঁ, দিত।'

'কিন্তু কিভাবে? কিভাবে সবাই ভোট দিত?'

ম্যাথিউ তার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর তাকে কোলে তুলে নিলেন।

গলার আওয়াজটা নরম করে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'শোনো লিন্ডা, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে প্রত্যেকে ভোট দিত। ধরো যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট কে হবে সেটা আমরা সিদ্ধান্ত নেব। ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানরা একজন করে নমিনি দিত, তারপর সকলেই বলত কাকে তাদের বেশি পছন্দ। নির্বাচনের পর গুণে দেখা হত ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থীদের কয়জন চাইছে আর রিপাবলিকান দলের প্রার্থীকে কয়জন চাইছে। যে বেশি ভোট পেত সেই-ই প্রেসিডেন্ট হত। বুঝেছ?'

লিন্ডা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল তারপর বলল, 'কিন্তু মানুষ বুঝত কি করে কাকে ভোট দিতে হবে? মাল্টিভ্যাক কি ওদের বলে দিত?'

ম্যাথিউর ভ্রূ কুঁচকে গেল, কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন, 'নিজেদের বুদ্ধি মোতাবেক কাজ করত, বুঝেছ।'

লিন্ডা দাদার কাছ থেকে চলে এল। দাদা গলা নিচু করে বললেন, 'আমি তোমার উপর রাগ করছি না, লিন্ডা। আসলে ব্যাপারটা হল গুণতে গুণতে বেশিরভাগ সময় সারারাত লেগে যেত। এতে মানুষ অধৈর্য হয়ে উঠত। তাই তারা একটি মেশিন বের করল যা দিয়ে অল্প কিছু ভোট দেখে একই জায়গায় আগের বছরের ফলাফল তুলনা করে পুরো ফলটা বলে

www.BanglaBook.org

দিবে। এইভাবে মেশিন গুণে বলে দেবে মোট ভোট কত এবং কে নির্বাচিত হয়েছে। বুঝেছ?'

লিন্ডা মাথা নেড়ে বলল, 'যেমন মাল্টিভ্যাক।'

'প্রথম দিককার কম্পিউটারগুলো ছিল মাল্টিভ্যাকের চেয়ে অনেক ছোট। তারপর মেশিন আমাকে বলে দিক কিভাবে ভোট দিতে হবে কারণ মিলওয়াকির কিছু জোকার বলেছে তারা উচ্চ ট্যারিফের বিরুদ্ধে। হয়তো আমি ভোট দেব তাকে কারণ আমি তাকে পছন্দ করি। হয়তো আমি তাকে ভোট দেব না। হয়তো—'

কিন্তু লিন্ডা ততক্ষণে সেখান থেকে উঠে চলে গেল।

দোরগোড়ায় তার মার সাথে দেখা হল। মার পরনে তখন কোটটা রয়েছে, মাথায় টুপি খোলারও সময় পায়নি। দমবন্ধ করে মা বলল, 'একা একা এগোও, লিন্ডা। মার মতো এগুবে না।'

তারপর ম্যাথিউর দিকে তাকিয়ে মাথার টুপিটা খুলে চুল ঠিক করতে করতে বলল, 'আগাথার ওখানে গিয়েছিলাম।'

ম্যাথিউ তার দিকে উৎসুক্য নিয়ে তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না।

সারাহ কোটের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'বুঝতে পারছ ওকি বলেছে?'

ম্যাথিউ খবরের কাগজটা সোজা করল খড় মড় শব্দ তুলে। বলল, 'তা নিয়ে আমি ভাবছি না।'

সারাহ বলল, 'শোনো, বাবা—' না তার রাগ করার সময় নেই এখন। খবরটা দিতেই হবে। ম্যাথিউ-ই হল একমাত্র লোক যে খবরটা শুনতে আগ্রহী। 'আগাথার স্বামী জো একজন পুলিশের লোক সেটা তুমি জান। সে বলেছে গত রাতে এক ট্রাক সিক্রেট সার্ভিসের লোক ব্লুমিংটনে এসেছে।'

'ওরা নিশ্চয়ই পেছনে আসেনি।'

'কি যে বল, বাবা? সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, এবং এটা ইলেকশনের সময়। ওরা ব্লুমিংটনে।'

'ওরা বোধ হয় কোনো ব্যাংক ডাকাত ধরার জন্য এসেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শহরে কোনো ব্যাংক ডাকাতি হয়নি জানা মতে... বাবা, তুমি একটা হোপলেস।'

সারাহ হতাশ হয়ে চলে গেল।

খবরটা শুনে নরম্যান মূলারও তেমন কোনো উৎসাহ প্রকাশ করল না।

'আচ্ছা সারাহ, আগাথার স্বামী জো কি করে বুঝল ওরা সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট?' শান্ত গলায় সে জিজ্ঞেস করল। 'তারা নিশ্চয়ই তাদের আইডেন্টিফিকেশন কার্ড কপালে সেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে না।'

কিন্তু পরদিন দুপুরে নভেম্বর তখন একদিনের পুরাতন হয়ে গেছে, সারাহ বিজয় গর্বে বলল, 'সবাই অপেক্ষা করে আছে ব্লুমিংটন থেকে একজন ভোটদাতা হতে চলেছে। ব্লুমিংটন নিউজে যেমন বলেছে, তেমন বলেছে ভিডিওতেও।'

নরম্যান অস্বস্তি নিয়ে তাকাল। সে অস্বীকার করছে না খবরটা নিয়ে। মাল্টিভ্যাকের রশ্মি যদি ব্লুমিংটনে আঘাত হানে তাহলে তাদের স্বাভাবিক জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, তার মানে খবরের কাগজের শোক, ভিডিও শো, টুরিস্ট, সব মিলিয়ে এক উদ্ভট কাজ কারবার। নরম্যান তার নিরুপদ্রব জীবনধারা পছন্দ করে। দূরে থাকা ঢেরা পেটানো রাজনীতির কাছে এগিয়ে আসছে, এটা তার কাছে ভালো লাগছে না।

সে বলল, 'সব গুজব। আর কিছু না।'

'তাহলে অপেক্ষা করেই দেখ, ইউ জাস্ট ওয়েট এ্যান্ড সি।'

বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হল না। ডোরবেলটা বেজে উঠল তক্ষুণি। নরম্যান মূলার দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল 'কাকে চাচ্ছেন?' দীর্ঘকায় গম্ভীর চেহারার একটি লোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই কি নরম্যান মূলার?'

নরম্যান জবাবে বলল, 'হ্যাঁ,' তবে তার গলার জোর আগের মতো নেই। মিন মিন করে যেন বলল। আগন্তুকের চলনবলন দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না যে এতক্ষণ যা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগন্তুক তার পরিচয়পত্র দেখিয়ে ঘরে ঢুকল। তার পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মন্ত্র পড়ার মতো বিড় বিড় করে বলে গেল, 'মিস্টার নরম্যান মূলার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাতে এসেছি যে ৪ নভেম্বর ২০০৮ মঙ্গলবার আপনাকে যুক্তরাষ্ট্রের ভোটদাতাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।'

নরম্যান মূলার কোনো রকমে হাতড়ে হাতড়ে চেয়ার পর্যন্ত পৌঁছাল। চেয়ারটাতে বসল, তার মুখ সাদা, প্রায় অজ্ঞান হবার মতো অবস্থা। সারাহ দৌড়ে গিয়ে পানি নিয়ে এসে হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগল আতঙ্কিত হয়ে। ফিস ফিস করে বলল, 'অসুস্থ হয়ও না নরম্যান, অসুস্থ হয়ও না। ওরা তাহলে অন্য কাউকে বেছে নিবে।'

নরম্যান যখন কথা বলতে পারল, তখন সে ফিস ফিস করে বলল, 'আমি দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না।'

সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট কোট খুলল, তারপর জ্যাকেটের বোতাম খুলে আরাম করে সোফায় বসল।

'না, না ঠিক আছে।' সরকারী ঘোষণা জানিয়ে দেবার পর থেকে তাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত এবং বন্ধুভাবাপন্ন মনে হচ্ছে। বলল, 'এই নিয়ে আমাকে এই ঘোষণাটা দিতে হয়েছে ছয়বারের মতো এবং সব ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখেছি আমি। তবে কারোর প্রথম প্রতিক্রিয়াই ভিডিওর মতো হয় না। কি বলছি বুঝতে পারছেন? একটা দেশ প্রেমে উজ্জীবিত চেহারা নিয়ে বলছে বক্তা, "দেশের জন্য কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত।" এই ধরনের কথা আর কি।' এজেন্ট কথাগুলো বলে প্রাণ খুলে হাসল।

সারাহ-ও হাসল কিন্তু হাসিটা যেন অপ্রকৃতিস্থ।

এজেন্ট বলল, 'এখন আমাকে কয়েকদিন আপনার পাশেপাশে থাকতে হবে। আমার নাম ফিল হেন্ডলি। আমাকে ফিল বলেই ডাকবেন। নির্বাচন দিন পর্যন্ত মিস্টার মূলার বাড়ি থেকে বের হতে পারবেন না। মিসেস মূলার আপনি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে জানিয়ে দিন যে তিনি অসুস্থ। আপনি কাজে বের হতে পারবেন তবে এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতে পারবেন না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিক আছে মিসেস মূলার?'

সারাহ জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না, স্যার একটা কথাও বলব না।'

'ঠিক আছে, কিন্তু মিসেস মূলার,' হেন্ডলি গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমরা কিন্তু সিরিয়াস। বাইরে যাওয়া দরকার যাবেন, আমাদের লোক আপনাকে অনুসরণ করবে। আমি দুঃখিত কিন্তু আমরা এইভাবেই কাজ করতে বাধ্য।'

'ফলো করবে?'

'বোঝা যাবে না। চিন্তার কারণ নেই। এটা করতে হবে মাত্র দু'দিনের জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসছে কে নির্বাচিত হল। আপনার মেয়ে—'

'সে ঘুমোচ্ছে', সারা গলায় দ্বিধা নিয়ে বলল।

'ভালো। ওকে বলবেন আমি আপনাদের কোনো আত্মীয় বা বন্ধু এবং আপনাদের সঙ্গে কয়েকদিন থাকব। ও যদি সত্যি কথাটা জেনে ফেলে তাহলে তাকে বাড়িতেই আটকা থাকতে হবে। আর আপনার আব্বার বাড়িতেই থাকা ভালো।'

'সেটা তার একেবারেই পছন্দ নয়,' সারা বলল।

'কোনো উপায় নেই। আপনাদের সঙ্গে আর কেউ থাকে না যখন—'

'আমাদের সব বিষয় জানা আছে দেখছি,' নরম্যান ফিস ফিস করে বলল।

'কিছুটা জানি,' হেন্ডলি স্বীকার করল। 'এই মুহূর্তে আপনাদের জন্যে আপাতত আমার নির্দেশ। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের সাহায্য করার জন্যে। সরকার আমার জন্যে খরচ করবে তাই আপনাদের কোনো বাড়তি খরচ হবে না। প্রতি রাতে আমি চলে যাব এবং সে জায়গায় অন্য একজন আসবে। সে এই ঘরেই বসে থাকবে তাই আপনাদের শোবার ব্যবস্থা করার জন্যে ঝামেলা করতে হবে না। এবার শুনুন, মিস্টার মূলার—'

'জ্বী স্যার?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনি আমাকে ফিল বলেই ডাকবেন,' এজেন্ট বলল আবার। 'এই দুইদিন আপনার ভূমিকার জন্য আপনাকে তৈরি করে তোলা হবে। আমরা চাই আপনি মাল্টিভ্যাকের সামনে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকবেন। স্বাভাবিক থেকে মনে করবেন প্রতিদিনকার কাজই আপনি করছেন। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' নরম্যান বলল, তারপরই সে তার মাথা ঝাঁকাল তীব্রভাবে। 'কিন্তু আমি কোনো দায়দায়িত্ব নিতে পারব না। আমাকে কেন?'

'তাহলে শুনুন,' হেন্ডলি বলল, 'সরাসরিই বলি। মাল্টিভ্যাক সব খুটিনাটি তথ্য জানে, কোটি কোটি তথ্য। যে তথ্যটা জানে না সেটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত জানে না। এটাই হল মানুষের চরিত্র। সব আমেরিকানরাই অন্যরা কি করছে কি ভাবছে তার দ্বারা প্রভাবিত। যে কোনো আমেরিকানকে মাল্টিভ্যাকের সামনে এনে তার মানসিক প্রবণতা যাচাই করা যায় তাহলে তা থেকে দেশের সবার মানসিক প্রবণতা বোঝা যায়। কিছু আমেরিকান কোনো এক বিশেষ বছরে কি ঘটেছে তার ওপর নির্ভর করে তাদের প্রতিক্রিয়া। মাল্টিভ্যাক আপনাকে এ বছরের সবচেয়ে প্রতিনিধিমূলক নাগরিক হিসেবে বেছেছে। সবচেয়ে চালাক, কিংবা শক্তিশালী এবং সবচেয়ে ভাগ্যবান এর কোনোটাই নয় কিন্তু আপনি সবচেয়ে প্রতিনিধিমূলক। তাই আমরা মাল্টিভ্যাকের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তুলি না, তুলি কি?'

'ও কি ভুল করতে পারে না?' নরম্যান জিজ্ঞেস করল।

সারাহ শুনছিল অধৈর্যভাবে, সে এবার বলে উঠল, 'তার কথায় কান দেবেন না স্যার। ও আসলে নার্ভাস। আসলে সে রাজনীতি সম্পর্কে ভালো জানে এবং ভালো বোঝে।'

হেন্ডলি বলল, 'মাল্টিভ্যাক সিদ্ধান্ত নেয়, মিসেস মূলার। এবার সে আপনার স্বামীকে বেছেছে।'

'কিন্তু ওটা কি সব জানে?' নরম্যান গোঁয়াড়ের মতো বলে উঠল। 'ওটার কি ভুল হতে পারে না?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, হতে পারে। খোলাখুলি কথাই ভালো। ১৯৯৩ সালে একজন নির্বাচিত ভোটদাতাকে জানানর দুই ঘণ্টা আগে স্ট্রোকে মারা যায়। মাল্টিভ্যাক সেটা অনুমান করতে পারেনি। পারারও কথা নয়। একজন ভোটদাতা মানসিকভাবে দুর্বল হতে পারে কিংবা দেশের প্রতি আনুগত্যের অভাব থাকতে পারে। মাল্টিভ্যাকের পক্ষে সব কিছু জানা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সব রকম তথ্য তাকে ফিড করা হচ্ছে। তাই একজন বিকল্প ভোটদাতা সব সময় প্রস্তুত রাখা হয়। আমার মনে হয় না এবার তার দরকার হবে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো, মিস্টার মূলার এবং আপনাকে খুব সাবধানে অনুসন্ধান করা হয়েছে। আপনি সবগুলোতেই উৎরে গেছেন।'

নরম্যান হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে চুপচাপ বসে রইল।

'কাল সকালের মধ্যে স্যার,' সারাহ বলল, 'ও ঠিক হয়ে যাবে। অভ্যস্ত হতে একটু সময় লাগবে।'

'অবশ্যই,' হেন্ডলি বলল।

পরে বেডচেম্বারে যখন ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ রইল না তখন সারাহ ধমকের সুরে বলে উঠল, 'নিজেকে শক্ত করো, নরম্যান। এমন সুযোগ ক'জনের জীবনে আসে।'

নরম্যান মরিয়া হয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, সারাহ। পুরো ব্যাপারটা।'

'ওহ্ ঈশ্বর, কেন? তোমাকে তো কিছুই করতে হবে না, শুধু দুটো কি একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

'এ দায়িত্ব অনেক বড়। আমি পারব না।'

'দায়িত্ব কিসের? কোনো দায়িত্ব নেই। মাল্টিভ্যাক তোমাকে বেছেছে। দায়িত্বটা মাল্টিভ্যাকের। সবাই সেটা জানে।'

নরম্যান বিছানায় উঠে বসল হঠাৎ বিদ্রোহ এবং রাগ থেকে। চেঁচিয়ে বলল, 'প্রত্যেকেই হয়তো ব্যাপারটা জানে। কিন্তু তারা জানে না। তারা—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'নিচু গলায় কথা বল,' ঠাণ্ডা গলায় সারাহ বলল। 'তোমার কথাগুলো শহরের সবখান থেকে শোনা যাবে।'

'না শুনতে পারবে না,' নরম্যান বলল, দ্রুত তার গলার স্বর নামিয়ে ফেলল। 'ওরা যখন ১৯৮৮ সালের রিজলেই প্রশাসন সম্পর্কে বলে, ওরা কি তখন বলে কিভাবে জিতেছিল? না বলে না। তারা বলে "জঘন্য ম্যাককোম্বার ভোট" যেন হামফ্রে ম্যাককোম্বারই হল সেই মানুষ যে যা ইচ্ছে করতে পারে কারণ সেই-ই মাল্টিভ্যাকের মুখোমুখি হয়েছিল। আমি নিজেকে বলেছি এবং ভেবেছি গ্রামের হতভাগ্য ওই কৃষক কিন্তু বলেনি তার নামটা বেছে নিতে। তাহলে এটা তার দোষ হবে কেন? এখন তার নাম একটি অভিশাপ।'

'তুমি তো দেখছি পাগল হয়ে গেছ,' সারাহ বলল।

'আমি সচেতন। সারাহ আমি তোমাকে বলেছি, এই প্রস্তাব আমি মানব না। ওরা আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়াতে পারবে না। বলব আমি অসুস্থ। আমি বলব—'

কিন্তু সারাহ-র ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। 'আমার কথা শোনো,' সে ফিস ফিস করে বলল। 'তুমি শুধু তোমার কথাই বলতে পার না। ভোটার অব দ্য ইয়ারের মানে তুমি জান। এর মানে হল প্রচার, সম্মান এবং ঝুড়ি ভর্তি টাকা—'

'এবং তারপর আবার কেরানীর কাজে ফিরে যাওয়া।'

'তা হবে কেন। মাথায় বুদ্ধি থাকলে তোমাকে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বানাবে, তোমাকে করবেই যদি আমার কথা মতো চল। তোমার হাতে কার্ড ঠিকমতো চালাতে পারলেই প্রচার কন্ট্রোলে চলে আসবে। তুমি কেনেল স্টোরেজের কাছে চাপ সৃষ্টি করতে পারবে। তোমার বেতন বাড়াতে পারবে এবং চাকরির পেনশনও বাড়াতে পারবে।'

'ভোটদাতার অর্থ তো তা নয় সারাহ।'

'এটা তোমার ভাবনা। তুমি যদি তোমার জন্য কিংবা আমার জন্য—আমার কথা বাদই দিলাম—তুমি অন্তত লিন্ডার জন্য কিছু করো।'

নরম্যান আর্তনাদ করে উঠল।

www.BanglaBook.org

'কি ভাবছ, করবে না?' সারাহ বাধা দিয়ে বলল।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বিড় বিড় করে বলল নরম্যান।

৩ নভেম্বর সরকারী ঘোষণা দেওয়া হয়ে গেল। নরম্যানের পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। অবশ্য সে সাহসও তার ছিল না।

তাদের বাড়ি একেবারে সীল করে দেওয়া হল। সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা তাদের বাড়ির বাইরে যেতেও বাধা দিচ্ছে এবং সকল পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে কেউ এসে দেখা করবে তারো কোনো উপায় রইল না।

প্রথম দিকে টেলিফোন বাজত ঘন ঘন, কিন্তু ফিলিপ হেন্ডলি অমায়িক হাসি দিয়ে প্রতিবার ফোন তুলত। এরপর এক্সচেঞ্জ থেকে প্রতিটা কল থানায় ডাইভার্ট করে দেওয়া হয়।

নরম্যান ভেবে দেখল এক দিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। বন্ধুদের অভিনন্দনের (নাকি ঈর্ষা) ঠেলায় জান কাবাব হয়ে যেত। তাছাড়া সেলসম্যানদের ফোন, রাজনীতিবিদদের ফোন...এমনকি লাইফপ্রেট করতেও ছাড়ত না।

খবরের কাগজ আসাও বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি লিন্ডার তীব্র প্রতিবাদের পরও টেলিভিশনের কানেকশন কেটে দেওয়া হয়েছে।

ম্যাথিউ ঘরে বসে থাকলেন আর গজ গজ করতে লাগলেন; লিন্ডা প্রথম দিকে খুব উৎসাহিত হয়েছিল কিন্তু বাইরে যাওয়া বন্ধ হওয়ার ফলে সে খুব বিপদে পড়ল। সারাহ তার সময় ভাগ করে নিয়েছে রান্নাবান্না আর ভবিষ্যতের পরিকল্পনার ছক বানান নিয়ে নরম্যান ধীরে ধীরে মনমরা হয়ে পড়ছিল।

অবশেষে ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার ২০০৮ সালের সকাল হল। আজ ইলেকশনের দিন।

সকাল সকাল নাস্তা তৈরি, কিন্তু শুধু নরম্যান মূলারই খেল। গোসল এবং সেভ করার পরও তার নিজের কাছে কেমন যেন নোংরা নোংরা লাগছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেন্ডলি এমন মনমরা পরিবেশকে চাঙ্গা করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছিল। (আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে যে দুপুরের আগেই বৃষ্টি হতে পারে।)

হেন্ডলি বলল, 'মিস্টার মূলার ফিরে না আসা পর্যন্ত বাড়িটা এমনই থাকবে। তারপর উনি ফিরে এলে আমরা বিদায় নেব। সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট আজ তার ইউনিফর্ম পরেছে। এমনকি একটি শক্তিশালী অস্ত্রও ঝুলছে তার কাঁধ থেকে।

'আপনারা আমাদের কোনো অসুবিধা করেননি, মিস্টার হেন্ডলি,' সারাহ কাষ্ঠহাসি মুখে এনে বলার চেষ্টা করল।

নরম্যান দুই কাপ কফি খেয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, 'আমি প্রস্তুত।'

হেন্ডলিও উঠে দাঁড়াল। 'বেশ, তাহলে চলুন। মিসেস মূলার আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার আতিথেয়তার জন্যে।'

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে আর্মাড কার ছুটে চলল। যদিও এত সকালে রাস্তা সাধারণত ফাঁকা থাকে না।

হেন্ডলি সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল, '১৯৯২ সালের লেভেরেট ইলেকশনকে বোমা মেরে ভণ্ডুল করার চেষ্টা হয়েছিল, তারপর থেকে রাস্তা ফাঁকা রাখা হয়।'

গাড়ি যখন থামল তখন বিনীত হেন্ডলি নরম্যানকে আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রাইভ-এর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। দুই পাশের দেয়ালে সৈন্যরা সতর্ক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা তাকে নিয়ে গেল একটি জোরাল আলোয় আলোকিত একটা ঘরে। সেখানে তিনজন সাদা ইউনিফর্ম পরা লোক হাসিমুখে তাকে গ্রহণ করল।

নরম্যান রাগত গলায় বলে উঠল, 'এ কি এটা যে হসপিটাল।'

'তাতে কোনো অসুবিধা নেই,' সঙ্গে সঙ্গে হেন্ডলি বলে উঠল। 'এটা সেই হসপিটাল যার সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বেশ, কিন্তু আমাকে এখানে কি করতে হবে?'

হেন্ডলি মাথা দুলাতেই তিন সাদা ইউনিফর্ম পরা একজন এগিয়ে এসে বলল, 'আমি এখন তাঁর দায়িত্ব নিচ্ছি, এজেন্ট।'

হেন্ডলি স্যালুট ঠুকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাদা পোশাকের লোকটি বলল, 'মিস্টার মূলার, আপনি বসুন। আমি জন পলসন, সিনিয়র কম্পিউটার। আর এরা দুজন হল স্যামসন লেভিন এবং পিটার ডোরোগোবুজ, আমার সহকারী।'

ভাবলেশহীনভাবে নরম্যান তাদের সাথে করমর্দন করল। পলসন লোকটা লম্বায় মাঝারি, হাসি হাসি মুখ, মাথায় পরচুল। চোখে পুরানো ফ্যাশানের প্লাস্টিক ফ্রেমের চশমা। কথা বলতে বলতে সে একটা সিগারেট ধরাল। (নরম্যানকে সিগারেট অফার করায় সে নিল না।)

পলসন বলল, 'প্রথমেই বলে রাখি আমাদের তাড়াহুড়োর কিছু নেই, মিস্টার মূলার। দরকার হলে সারাটি দিন আমাদের সাথেই কাটান, যাতে এই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু আছে এই সব ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন, বুঝেছেন?'

'ঠিক আছে,' নরম্যান বলল। 'তাড়াতাড়ি শেষ হলে বাঁচি।'

'আমি আপনার মনোভাব বুঝতে পারছি। তারপরেও আমরা আপনাকে স্পষ্ট ধারণা দিতে চাই কি হতে চলেছে। প্রথম কথা হল, মাল্টিভ্যাক এখানে নেই।'

'এখানে নেই?' সে একটু যেন হতাশ হল, মাল্টিভ্যাক দেখার জন্যই ওর কৌতূহল। লোকে বলে মাল্টিভ্যাক আধ মাইল লম্বা এবং তিন তলার সমান উঁচু ওর বারান্দা দিয়ে পঞ্চাশজন টেকনিশিয়ান সারাসময় পায়চারী করছে। এটা পৃথিবীর আশ্চর্যতম জিনিসগুলোর মধ্যে একটি।

পলসন তার মনের ভাব বুঝে হেসে বলল, 'না, আপনি হয়তো জানেন ওটা পর্টেবল নয়। ওটা মাটির তলায় আছে, অল্প সংখ্যক লোকই জানে ওটা কোথায়। বুঝতেই তো পারছেন ওটা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশ্বাস করুন, ইলেকশনের কাজই তার একমাত্র কাজ নয়।'

নরম্যান ভাবল লোকটা ইচ্ছে করেই বেশি কথা বলছে যাতে অন্তরঙ্গ

www.BanglaBook.org

হওয়া যায়। 'ভেবেছিলাম ওটা দেখতে পাব। আমি ওটা দেখতে চাই।'

'তা তো অবশ্যই, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওটার জন্যে প্রেসিডেন্টসিয়াল অর্ডার চাই এবং সেই সাথে নিরাপত্তা দপ্তরের ছাড়পত্র। সে যাই হোক, আমরা মাল্টিভ্যাকের সাথে বীম ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে যুক্ত আছি। মাল্টিভ্যাকে যা বলবে এখানে তার ব্যাখ্যা করা যাবে এবং আমরা যা বলব তা সোজা মাল্টিভ্যাক বীম করে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। অন্যভাবে বললে আমরা ওটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি।'

নরম্যান আশেপাশে তাকিয়ে দেখল চারদিকে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। এর কোনটারই তার কাছে কোনো অর্থ নেই।

'আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, মিস্টার মূলার', পলসন বলে চলল। জাতীয় প্রাদেশিক এবং জাতীয় নির্বাচনের জন্য যত রকমের তথ্য দরকার তার সবই মাল্টিভ্যাকের জানা আছে। শুধু অনুমান করা যায় না এমন কিছু মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী পরীক্ষা করে দেখার অপেক্ষা। আমাদেরকে কি প্রশ্ন করা হবে সেটা আগে থেকে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। হয়তো সেগুলোর বেশির ভাগই আপনার কিংবা আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হবে। হয়তো জিজ্ঞেস করবে শহরের ময়লা পরিষ্কার করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? আপনি কি ওগুলো এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলার পক্ষপাতি। হয়তো জিজ্ঞেস করবে আপনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক আছে, নাকি আপনি নিজেই ন্যাশনাল মেডিসিনেই আছে। বুঝতে পারছেন তো?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'ওটা যে প্রশ্নই করুক না কেন আপনি আপনার মতো করে উত্তর দেবেন, যেমনভাবে আপনার খুশি। যদি মনে করেন ভালো করে বোঝাতে এক ঘণ্টা লাগবে, সময় নিন প্রয়োজনে।'

'বুঝেছি।'

'আর একটা কথা, আমরা কতগুলো খুব সাধারণ ডিভাইস ব্যবহার করব, যেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার রক্তের চাপ, হার্টবিট, চামড়ার পরিবাহিতা এবং ব্রেন-ওয়েভ প্যাটার্ন ইত্যাদি রেকর্ড করবে। মেশিনগুলো দেখতে খুব ভয়াবহ কিন্তু মোটেও যন্ত্রণাদায়ক নয়। আপনি টেরই পাবেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না।'

ইতোমধ্যে অন্য দুই টেকনিশিয়ান চাকাওয়ালা চকচকে অ্যাপারেটাস নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

নরম্যান জিজ্ঞেস করল, 'এইসব কি ব্যবহার করা হচ্ছে, আমি মিথ্যা বলছি কিনা তা দেখার জন্যে?'

'ঠিক তা নয়, মিস্টার মূলার। মিথ্যা বলার প্রশ্নই আসে না। এগুলো শুধু মানসিক আবেগ রেকর্ড করার জন্যে। যদি মেশিন আপনাকে প্রশ্ন করল আপনার ছেলের স্কুল সম্পর্কে আপনি হয়তো বললেন, "স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বেশি।" এটা হল মুখের কথা। আপনার ব্রেন এবং হার্ট হরমোন এবং ঘামের গ্ল্যান্ডের প্রতিক্রিয়া থেকে মাল্টিভ্যাক বিচার করবে এই বিষয়ে আপনি কতটা উত্তেজনা অনুভব করছেন। আপনার অনুভূতি আপনার চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্মভাবে বুঝতে পারবে মাল্টিভ্যাক।'

'এমনতর কথা আমি কখনো শুনিনি,' নরম্যান বলল।

'না, আমি নিশ্চিত আপনি শোনেননি। মাল্টিভ্যাকের কর্মপদ্ধতি গোপন রাখাটাই আমাদের কাজ। আপনাকে ছেড়ে দেবার আগে একটা কাগজে সই নেওয়া হবে যে, আপনি প্রতিশ্রুতি দেবেন যে আপনাকে কি ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কি উত্তর দিয়েছিলেন, কিংবা কি করা হয়েছিল, কিভাবে করা হয়েছিল, এসব কিছুই আপনি প্রকাশ করবেন না। মাল্টিভ্যাক সম্পর্কে বাইরের লোক যত কম জানবে তাতে আমরা যারা এখানে কাজ করি তাদের পক্ষে অনেক ভালো।' সে দাঁত বের করে হাসল। 'এমনিতেই আমাদের জীবন অনেক কঠিন হয়ে আছে।'

নরম্যান মাথা হেলিয়ে বলল, 'বুঝতে পেরেছি।'

'এবার আপনি কিছু খেতে বা পান করতে চান?'

'না। এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'আপনার কোনো প্রশ্ন আছে?'

নরম্যান মাথা নাড়ল।

'তাহলে আপনি যখন তৈরি হবেন, আমাদেরকে বলবেন।'

'আমি প্রস্তুত আছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনি নিশ্চিত?'

'সম্পূর্ণভাবে।'

পলসন মাথা নাড়ল এবং হাত নেড়ে অন্য দুজনকে ইশারা করল। ওরা ভয়াল দর্শন যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে লাগল। নরম্যান মূলার দেখল এইসব যন্ত্রপাতি দেখে তার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে।

প্রায় তিনঘণ্টা ধরে নরক যন্ত্রণা চলল, মাঝে একবার কফি বিরতি ছিল, তারপর আবার সেই একই অবস্থা। সর্বক্ষণই নরম্যান মূলার ছিল নানারকম কলকব্জার সঙ্গে বাঁধা। কাজ শেষ সে প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

এখানে আজ কি হল সেসব গোপন রাখার প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ায় তার হাসি পেল। ইতোমধ্যে সব তালগোল পাকাতে শুরু করেছে। কি প্রশ্ন করা হয়েছিল তা তার নিজেরই মনের ভেতর ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে।

ওর কাছে মাল্টিভ্যাকের গলার আওয়াজ যান্ত্রিক এবং সুপার হিউম্যান মনে হয়েছিল, কেন মনে হল তার কারণ জানে না, তবে তার ধারণা সম্ভবত বেশি টেলিভিশন দেখার ফল। সত্য ঘটনার কোনো নাটকীয়তা নেই। প্রশ্নগুলো ম্যাটালিক ফয়েলে ফুটো ফুটো করা। অন্য একটি মেশিনে ওগুলো বাক্যে রূপান্তরিত হয়। পলসন পড়ে শোনাল প্রশ্নগুলো তারপর সেটা তার হাতে ধরিয়ে দিল পড়ার জন্যে।

নরম্যানের উত্তরগুলো রেকর্ডিং মেশিনে রেকর্ড করা হল। তারপর সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে নরম্যানকে বাজিয়ে শোনান হল যদি কোনো সংশোধনী থাকে। এরপর সেটা প্যাটার্ন তৈরির মেশিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হল, তারপর সেটা সরাসরি মাল্টিভ্যাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শুধু একটা প্রশ্নই নরম্যানের মনে পড়ল, 'ডিমের দাম সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?'

অবশেষে প্রশ্ন করা শেষ হল। ওরা ওর শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে ইলেকট্রোড এবং ব্যান্ডগুলো খুলে দিতে লাগল। তারপর যন্ত্রপাতিগুলো ধীরে ধীরে সরিয়ে নিতে লাগল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নরম্যান উঠে দাঁড়াল। একটা লম্বা শ্বাস টেনে জিজ্ঞেস করল, 'সব হয়েছে? আমি যেতে পারি?'

'এখন নয়।' পলসন দ্রুত তার সামনে এসে আশ্বাস দেবার মতো করে হাসল। 'আমরা আপনাকে আরো এক ঘণ্টা এখানে থাকতে অনুরোধ করছি।'

'কেন?' রেগে গিয়ে নরম্যান জিজ্ঞেস করল।

'মাল্টিভ্যাককে এইসব নতুন তথ্যগুলো, যেখানে কোটি কোটি তথ্য জমা আছে, সাজাবার জন্যে সময় দিতে হবে। হাজার হাজার ইলেক্ট্রনিক্সের কাজ এগুলো বুঝতে পারছেন। জটিল বিষয়। নির্বাচন তো অনেক হল, ফোনিক্স, অ্যারিজোনা অথবা উইলকোসবোরোর কোথাও, নর্থ ক্যারোলিনায়। বলা তো যায় না কোথাও সন্দেহ দেখা দিল। তখন হয়তো মাল্টিভ্যাক আপনাকে দুই একটি প্রশ্ন করতে পারে জরুরী ভিত্তিতে।'

'না,' নরম্যান বলল। 'আমি আর পারব না।'

'হয়তো এমন হবে না,' পলসন ঠাণ্ডা স্বরে বলল। 'এটা কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাকে "থাকতে" হবে।' তারপর তার গলা লোহার মতো কঠিন করে বলল, 'আপনার কোনো উপায় নেই, সেটা আপনি জানেন।'

নরম্যান হতাশ হয়ে বসে পড়ল। কাঁধটা একবার ঝাঁকাল।

পলসন বলল, 'আপনি খবরের কাগজ পড়তে পারবেন না, তবে রহস্য গল্প উপন্যাস পড়তে চাইলে বলুন, কিংবা দাবা খেলতে চাইলে খেলতে পারেন। অথবা সময় কাটানর জন্য অন্য কিছু থাকে আপনার কাছে তাহলে সেটা করুন। আমার মনে হয় সেটা বলতে পারেন।'

'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করছি।'

ওরা ওকে পাশের একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে গেল, যে ঘরে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঠিক তার পাশের ঘর এটি। নরম্যান একটা প্লাস্টিকে ঢাকা গদিওয়ালা চেয়ার দেখে তাতে বসে চোখ বুজল।

শেষ ঘণ্টাটি তাকে এইভাবেই কাটিয়ে দিতে হবে।

www.BanglaBook.org

নরম্যান অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। ধীরে ধীরে উত্তেজনা নিয়মিত হয়ে স্বাভাবিক অনুভূতি ফিরে আসছিল তার। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। হাত মুঠো করতে গেলে আঙুল কাঁপছিল না।

হয়তো আর প্রশ্ন করা হবে না। হয়তো সব শেষ হয়েছে।

যদি সব শেষ হয়ে থাকে তাহলে ওকে মশাল মিছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দিতে হবে। সে যে ভোটার অব দ্য ইয়ার!

সে, নরম্যান মূলার ইন্ডিয়ানার ব্লুমিংটনের একটি ছোট, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ক্লার্ক। তার মহৎ লোক হিসেবে জন্ম হয়নি, মহৎ হবার জন্য চেষ্টাও করেনি, কিন্তু মহত্ত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল।

ঐতিহাসিকরা ২০০৮ সালের মূলারের ইলেকশন নিয়ে আলোচনা করবেন। ওর মান দিয়েই চিহ্নিত হবে এ বছরের নির্বাচন মূলার নির্বাচন।

প্রচার, ভালো চাকরি, কাড়ি কাড়ি টাকা, সবই সারাহকে খুব আনন্দ দেবে। হয়তো তার মনও তাই চাইছে। সে অবশ্যই স্বাগত জানাবে। প্রত্যাখ্যান করবে না এইসব অফার। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে অন্য কিছু নিয়ে ভাবছিল।

ওটা হল দেশপ্রেমের আলো। আফটার অল সে তো সমস্ত দেশের ভোটদাতাদের প্রতিনিধি। সে তাদের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে একদিনের জন্যে একজন ব্যক্তি মাত্র নয় সে সমস্ত আমেরিকার।

দরজাটা খুলে গেল, পিঠ সোজা করে বসে চোখ খুলল। এক মুহূর্তের জন্যে তার পেটের ভেতর গুলিয়ে উঠল। আবার প্রশ্ন করা হবে নাকি!

কিন্তু পলসনের মুখে হাসি। 'সব হয়ে গেছে, মিস্টার মূলার।'

'আর প্রশ্ন করা হবে না?'

'তার দরকার নেই। সবকিছু ঠিকঠাক মতোই হয়েছে। আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হবে, তারপর থেকে আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যাবেন। অর্থাৎ জনগণ যতটা দেবে।'

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' নরম্যানের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'কে নির্বাচিত হল?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পলসন তার মাথা নাড়ল। 'সরকারী ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ ব্যাপারে নিয়ম কানুন খুব কড়া। আমরাও আপনাকে বলতে পারব না। বুঝতে পারছেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই,' নরম্যান বিব্রত বোধ করল।

'সিক্রেট সার্ভিস লোকেরা আপনাকে কিছু কাগজ সই করতে দেবে।'

অবশ্যই হঠাৎ যেন নরম্যান মূলার গর্ব বোধ করতে লাগল। আত্মবিশ্বাসে সে এখন বলিয়ান।

জগৎটা নিখুঁতভাবে চলে না। তারই ভেতর দিয়ে পৃথিবীর প্রথম এবং শ্রেষ্ঠতম ইলেকট্রনিক গণতন্ত্রের দেশের জনগণ নরম্যান মূলারের মাধ্যমে (তার মাধ্যমে) অবাধ ও স্বাধীন মত প্রকাশ করার সুযোগ পেল।

■ অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

হিস্টোরি

উলেনের লিকলিকে হাত লেখার যন্ত্রটিকে খুব সাবধানে পেপারের ওপর আড়াআড়ি করে রাখল; চিকন লেন্সের ভেতরে তার চোখ পিটপিট করছে। সংকেত আলো দু'বার জ্বলে উঠল। উলেন একটা পৃষ্ঠা উল্টালো এবং বলল 'কে, জনি? ভেটরে আসো।' উলেন তার মঙ্গলীর চেহারায় একটা সুন্দর হাসি নিয়ে বলে চলল, 'বস জনি, কিন্টু জানালার সেডটা একটু নামিয়ে দাও আগে, টোমাদের পৃথিবীর সূর্য ভীষণ চোখ ঝলসানো। —আহ্ এবার ঠিক আছে, হ্যাঁ বস এবার—টুমি একদম, একদম চুপ করে বস, কিছুক্ষণের জন্য, কারণ হাটের কাজটা সেরে নেই।'

জন ক্রসটার কাগজের স্তূপ ঠেলে বসল। পাশের চেয়ারে পড়ে থাকা খোলা বইটি থেকে ধুলো ঝাড়ল তারপর মঙ্গলগ্রহের ইতিহাসবিদ-এর দিকে ভর্ৎসনা নিয়ে তাকালো।

'তুমি এখনো ঐ বস্তা-পচা-পুরাতন জিনিসটা নিয়েই আছ, তাই না? ক্লান্ত লাগে না?'

'ওহ্, জনি,' উলেন না তাকিয়েই বলে চলল, 'আস্টে ধূলো ঝাড়ো, ওটা "হিটলারের যুগ" উইলিয়াম স্টুয়ার্টের লেখা বই, এট শক্ট করে লিখেছে! অনেকগুলো শব্দের কোনো ব্যাখ্যাই সে দেয়নি।' জনির দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলার সময় উলেনের চেহারায় বিরক্তিমাখা ভ্রূকুটি দেখা গেল।

'টারা কখনোই টাদের পদগুলো ব্যাখ্যা করে না। এটা ভীষণ অবৈজ্ঞানিক। মঙ্গল গ্রহে, শুরু করার আগেই আমরা বলে নেই যে, "যে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সব টার্মগুলো এখানে ব্যবহার হবে, সেগুলোর ব্যাখ্যা হল এই।" নাহলে লোকজন বুঝবে কি করে, কঠাই বা বলবে কি করে? পৃথিবীর লোকগুলো সত্যিই পাগল।'

'উলেন! ছাড় তো ওসব। তুমি আমাকে লক্ষ্য করনি?'

মঙ্গলবাসী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, চোখ থেকে গ্লাসটা নামিয়ে মুছল, কি যেন চিন্তা করতে করতে আবার পড়ল। তারপর জনির দিকে তাকাল। 'আ-হা, আমার মনে হয় টুমি একটা নটুন জামা পড়েছ টাই না?'

'নতুন জামা! তুমি কি এটাই বুঝলে? উলেন, দেখ এটা একটা ইউনিফর্ম। আমি হোম ডিফেন্সের একজন সদস্য।' এটা বলে সে উঠে দাঁড়াল আর নিজেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল।

'এই "হোম ডিফেন্স" জিনিসটা কি?' উলেনের অবসন্ন ভঙ্গির প্রশ্ন। জনি নিরাশ হয়ে বসে পড়ল, 'তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আমি বাজি ধরতে পারি, পৃথিবী আর শুক্রগ্রহের যে এক সপ্তাহ ধরে যুদ্ধ চলছে, সেটার কোনো খবরই তুমি জান না।'

'আমি ব্যস্ট ছিলাম।' উলেন কপাল কুঁচকালো, রক্তশূন্য ঠোঁটটা চেটে সে বলতে লাগল, 'মঙ্গলগ্রহে কোনো যুদ্ধ নেই, এখনটো নয়ই। এক সময় যুদ্ধ-টুদ্ধ হয়েছে, টাও বহু বছর আগে। এক সময় আমরা বিজ্ঞানী-ও ছিলাম এবং সেটাও বহুকাল আগে। এখন টাদের মধ্যে আমরা ক'জন বেঁচে আছি—এবং আমরা যুদ্ধ করি না। সংঘাটে কখনো সুখ আসে না।' কথাগুলো উলেনের ভেতর থেকে কেমন যেন ঝাকুনি দিয়ে আসছিল, ওর গলা আরো সতেজ হল, 'জনি আমাকে বলটো, আমি যা খুঁজছি সেটাকে কোঠায় পাই, সেই "জাটীয় সম্মান"? এটা আমাকে পিছু ধরে রাখে, এটাকে বোঝা ছাড়া আমি সামনে এগুটেই পারছি না।'

জনি পুরোপুরি উঠে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে সে বলল, 'উলেন, তুমি একটা হোপলেস-বুড়ো ভাম। তুমি কি আমার ভাগ্যের প্রতি একটু শুভকামনাও করবে না? যেহেতু কাল স্পেসে যাচ্ছি হিট করতে।'

'আহ্, সেখানে কি বিপদ?'

একটা হাসির ঝিলিক দেখা গেল জনির ঠোঁটে, 'বিপদ? কি বলছ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে বিপদের খোঁজে—যত্তসব বোকামো। কেন করো এসব?'

'তুমি বুঝবে না, উলেন। শুধু শুভকামনা করো যেন আস্ত ফেরৎ আসতে পারি।'

'নি-শ্চ-য়! আমি চাই না একজনও মরুক।' বলে সে তার হাত মুঠো করল জনির দিকে, 'নিজের দিকে খেয়াল রেখ জনি—দাঁড়াও, দাঁড়াও, স্টুয়ার্টের বইটা আমার হাটে দিয়ে যাও। পৃথিবীতে সবকিছুই খুব ভারী, ভীষণ ভারী—আর শব্দগুলোর কোনো ব্যাখ্যা নেই।'

উলেন কথাগুলো শেষ করে, মাথা ঝাঁকিয়ে আবার বইয়ের দিকে মনোযোগ দিল। জনি খুব ধীরে উলেনের রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

'নিষ্ঠুর সব লোকজন,' উলেন নিজের সাথেই বলতে লাগল, 'যুদ্ধ! ওরা মনে করে খুন করলেই..' বলতে বলতে তার কণ্ঠ খাদে নামল আর চোখ চলে গেল বইয়ের পৃষ্ঠার উপর হামাগুড়ি দেয়া আঙুলের দিকে।

'একক সরকারী সত্তায় এংলো-স্যাক্সন বিশ্বের জোট এবং ১৯৪১-এর বসন্তকাল, সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল বিচারটা...'

'এই পৃথিবীর লোকগুলো সত্যিই উন্মাদ!'

উলেন তার ক্রাচের উপর ভর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের জল টলটলে চোখগুলোকে সরু হাত দিয়ে সূর্য থেকে বাঁচাচ্ছে।

আকাশ নীল, মেঘমুক্ত একবারে নির্ঝঞ্জাট। তবুও উপরে কোথাও, গ্রহের বায়ুমণ্ডলের ওপারে, স্টীলের জাহাজগুলো ছুটতে ছুটতে সংঘাতের ডমরু বাজাচ্ছে। আর নিচে, শহরের উপর পড়ছে ছোট ছোট 'মৃত্যুকণা', হাইলি পাবলিসাইজড রেডিও-একটিভ বোম্ব, যা নিঃশব্দে এবং নির্দয়ভাবে পনেরো ফিট গর্ত করে দিতে পারে মাটিতে বিস্ফোরিত হয়ে।

শহরের লোকজন পালে পালে আশ্রয়স্থলে যাচ্ছে, নিজেদের বাঁচাতে ঢুকে যাচ্ছে মাটির গভীরে সীসার তৈরি সেলগুলোতে। উলেনকে পাশ কাটিয়ে সেই জনস্রোত চলে যাচ্ছে, নীরব আর উদ্বিগ্ন সব মুখ। ইউনিফর্ম পড়া গার্ডরা দৈত্যাকার ফ্লাইটগুলোকে নির্দেশ দিচ্ছে। নড়েচড়ে উঠছে ওগুলো। বাতাস ভরে উঠছে অমানবিক শব্দে।

www.BanglaBook.org

'এই যে পাপা। এই যে, এখানে কেউ এভাবে দাঁড়ায় নাকি?'

যে গার্ড কথাগুলো বলল, উলেন ধীরে তার দিকে ঘুরল এবং ফিরে আসল। উলেন চিন্তায় এত মগ্ন ছিল যে, চারপাশের পরিস্থিতি এতক্ষণ খেয়ালই করেনি।

'আই অ্যাম সরি, পৃথিবীমানব—কিন্তু টোমাদের এখানে আমি টাড়াটাড়ি নড়টে পারি না।' বলে উলেন ক্রাচ দিয়ে পায়ের নিচে মার্বেল ফ্ল্যাগটাকে আস্তে আঘাত করে বলল, "জিনিসগুলোও অনেক ভারী, ভাগ্যিস লোকজনের ছোটাছুটির মধ্যে পড়িনি, নইলে একেবারে ভর্টা!' বলে সে হাসল। গার্ডটা চিবুক ঘষে বলল, 'ঠিক আছে পাপা আমি সামলাচ্ছি। আমি জানি এটা তোমার জন্য কষ্টকর—কি করা— ক্রাচটা ছাড়।' গার্ড কথাগুলো বলতে বলতে উলেনকে নিজের পিঠে তুলে নিল, 'পাগুলো দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরো, কারণ এখন আমরা দ্রুত ভ্রমণ করব।'

সুপার নরমাল মধ্যাকর্ষণের টানে উলেনের পাকস্থলি গুলিয়ে উঠছিল, ও চোখ বন্ধ করে ফেলল। মাঝে শুধু একবার চোখ খুলেছিল যখন ওরা নিচু সিলিং-এর জন্য একটু ধীরে যাচ্ছিল।

গার্ড খুব সাবধানে উলেনকে নামিয়ে ক্রাচগুলো ঠিক করে দিল, 'ঠিক আছে পাপা, ভালো থেকো।'

উলেন খুড়িয়ে খুড়িয়ে কাছে বেঞ্চটাতে বসল। এখানেও একটা আশ্রয়কেন্দ্র আছে। বেঞ্চের পেছনের পাতের চিকন দরজাটা থেকে একটা বিষণ্ন ঝনঝন শব্দ আসতে থাকল।

মঙ্গলগ্রহের ইতিহাসবিদ বেঞ্চে বসেই একটা ছোট্ট প্যাড় বার করল তারপর সেখানে হিজিবিজি কি যেন লিখল। এদিকে তাকে ঘিরে যে লোকজনের ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেছে সেদিকে তার খেয়ালই নেই। উল্টো-পাল্টা মন্তব্যও আসতে লাগল। ভ্রূক্ষেপ না করে এবার সে পেন্সিল দিয়ে কপাল চুলকালো, হঠাৎ পাশে বসা লোকটির অবাক দৃষ্টির সাথে চোখাচোখি হল।' উলেন একটু হাসল।

'তুমি মঙ্গলগ্রহের, তাই না?' পাশে বসা লোকটার চটপট প্রশ্ন। চি চি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কণ্ঠে লোকটা বলে চলল, 'আমি বিদেশীদের বিশেষ পছন্দ করি না, কিন্তু মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দাদের প্রতি তেমন কোনো অভিযোগও নেই। তবে শুক্রগ্রহের বদমাশগুলো...'

উলেনের নরম কণ্ঠ তাকে থামিয়ে দিল। 'ঘৃণা করা একদম ঠিক নয়, ঘৃণা করা উচিত যুদ্ধটাকে, বিরক্তিকর একটা বস্তু। এটা আমার কাজেও বাধা দিচ্ছে, টোমরা কি যুদ্ধটাকে ঠেকাতে পারনি?'

'কে যুদ্ধ করতে চায়?' একজন বলল। আরেকজন বলে উঠল, 'ওদের গ্রহটাকে আমরা ছাই করে দেব, সেইসাথে ওদেরও।'

'টুমি বলছ ওদের সিটিতে তোমরা একই কাজ করবে যা ওরা করছে এখানে?'

মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দা একটু থেমে আবার বলল, 'টোমরা মনে করো এটাই সবচে' বেস্ট?'

'কসম বলছি, হ্যাঁ, এটাই—'

'কিন্তু দেখ', উলেন তার একটা কঙ্কাল সার আঙুল অন্য হাতের তালুতে রেখে অনুচ্চ তর্কটা চালাতে লাগল। যুদ্ধ জাহাজগুলো অহরহ "ভাঙচুর" অস্ত্রের সামনে পড়বে—তোমরা কি টা মনে করো না? আর তাছাড়া মঙ্গলগ্রহীদের কাছে কি স্ক্রিন নেই?'

'কি অস্ত্রের কথা বলছ?'

উলেন কথাটা সাবধানে চেপে গেল, 'আমার মনে হয় আমি অস্ত্রের নামটা ভুল বলেছি আর তাছাড়া এসব ব্যাপারে আমি বিজ্ঞ নই। যাই হোক, আমরা মঙ্গলগ্রহে অস্ত্রটাকে "স্কেলিংব্যাগ" বলি, ওটাকেই বোধহয় বাংলায় "ভাংচুর" অস্ত্র বলে। বুঝেছ?'

আবার বিড়বিড় শুরু হয়ে গেল, কেউ উলেনের প্রশ্নের জবাব দিল না। পাশে বসা পৃথিবীমানবটা হঠাৎ উঠে উল্টো দিকে একটা উসখুসভাব নিয়ে হাঁটা দিল।

অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানে উলেন একটু অবাক হল এবং কাঁধটা ঝাঁকাল, 'ব্যাপারটা এরকম যে পুরো বিষয়টা নিয়ে আমি দারুণ চিন্টিট। এখানে যুদ্ধটাই মুখ্য বিষয়। এটা বন্ধ হ'য়া দরকার।' সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, 'ধ্যাট,

www.BanglaBook.org

আমার কি টাটে!' কথাগুলো বলে ইতিহাসবেত্তা তার পেন্সিল দিয়ে প্যাডে লিখতে যাবে তখন আবার সে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'দয়া করে বলবে, ঐ জায়গাটার নাম যেন কি, ঐ যে যেখানে হিটলার মারা গেল, টোমাদের পৃথিবীর নামগুলো মাঝে মাঝে সত্যি খুব জটিল হয়। যটদূর মনে পড়ে, 'ম' দিয়ে শুরু হয়েছে নামটা।'

আশপাশে দাঁড়ান লোকজন উলেনকে আহাম্মক বানিয়ে বা নিজেরা হ'য়ে যে যার যার মতো সরে গেল।

উলেন তাদের দিকে দ্বিধান্বিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল। এবং তারপরেই অল-ক্লিয়ার সিগন্যাল বেজে উঠল।

'অহ্, হ্যাঁ', উলেন বলল, 'মাদাগাস্কার! কি বাজে-নাম!'

জনি ব্রুসটারের গায়ে এখন যুদ্ধ-ইউনিফর্ম; ঘাড়ের দিকে একটু কোঁচকানো, হাতে-পায়ে জখমের চিহ্ন।

উলেন আঙুল বোলাচ্ছিল জনির ডান হাতের কনুইয়ের নিচে।

'এখনো ব্যথা করে জনি?'

'ধুর! আঁচড় লেগেছে! ঐ শুক্রগ্রহটাকে ধরেছিলাম, যেটা একাজ করেছে। এখন অবশ্য চাঁদে বসে ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখছে!'

'টুমি কি অনেক দিন হাসপাতালে ছিলে, জনি?'

'এক সপ্তাহ', বলে জনি একটা সিগারেট ধরাল, ডেস্ক থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে বসল সেখানে। 'বাকি সময়টা পরিবারের সাথে কাটালাম, তোমার সাথেও দেখা করতে এলাম।' বলে সে ইতিহাসবিদ-এর দিকে ঝুঁকল, 'তুমি কি আমাকে দেখে খুশি হওনি?'

উলেন তার চোখ থেকে চশমাটা নামাল এবং পৃথিবীমানবের দিকে তাক করে বলল, 'কেন, জনি, টুমি এটই অনিশ্চিত ছিলে যে টোমাকে দেখে খুশি হব, আর হলেও সেটা মুখ ফুটে বলতে হবে?' সে থেমে আবার বলল, 'আমি এসব ব্যাপার নোট করেছি। টোমরা পৃথিবীর লোকজন, সব সময়ই একজন আরেকজনকে এ ধরনের অটি সাধারণ কঠা-বার্টা বল এবং টারপর সেগুলো আবার বিশ্বাসও করো না। মঙ্গলগ্রহে—' সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চশমাটা নিয়ম অনুযায়ী পরিষ্কার করতে করতে আবার বলতে লাগল, তবে প্রসঙ্গ পাল্টে, 'আচ্ছা জনি, টোমাদের পৃথিবীমানবদের কাছে কি "ভাংচুর" অস্ত্র আছে? আমার সাঠে এক লোকের দেখা হয়েছিল রেইড আশ্রয়কেন্দ্রে, সে আমার কঠা বুঝটেই পারেনি।'

জনি ভ্রূকুটি করল, 'আমিও এই বিষয়ে তেমন কিছু জানি না। তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'কারণ টোমাদের মনে হচ্ছে আরো কঠিন যুদ্ধ করটে হবে ওদের সাথে, যেহেটু ওদের কাছে বোধ হয় স্ক্রীন নেই, যুদ্ধ থামাবার জন্য। যাই হোক, আমি চাই এই লড়াই বন্ধ হোক। আশ্রয়কেন্দ্রে যাই, যেখানেই যাই, যা করি সবকিছুটেই এটই যুদ্ধটা ঝামেলা করছে।'

'দাঁড়াও-দাঁড়াও, উলেন, থাম, একটু ধীরে। এই "ভাংচুর" অস্ত্রটা কি? ডিসইন্টিগ্রেশন? তুমি কতটুকু জান এটার সম্পর্কে?'

'আমি? আমি এটা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। আমি ভেবেছিলাম টুমি জান—এ জন্যেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। আগে মঙ্গলগ্রহের জীবরা, ইটিহাসে আছে, টারা এই ধরনের যন্ত্রই ব্যবহার করটো, ঐসব পুরানো যুদ্ধে।' কিন্টু এর বেশি আমরা কিছু জানি না। যাইহোক, দে আর সো সিলি, কারণ অন্য পক্ষের কাছে প্রটিরোধের জন্য কিছু না কিছু ঠাকবেই এবং শেষ পর্যন্ট সবকিছুই আগের মটন।—জনি, টুমি কি নিচ থেকে হিগিনবডাসের "স্পেস ভ্রমণের শুরু" বইটা এনে দিটে পার?'

পৃথিবীমানব অস্থির হয়ে উঠল, সে উলেনের বাহু চেপে ধরে বলল, 'উলেন, তুমি একটা ফালতু পণ্ডিত—তুমি কি প্রয়োজনীয়তাটা বুঝছ? পৃথিবীতে যুদ্ধ চলছে, যুদ্ধ! যুদ্ধ!'

'টো, সেটা বন্ধ করো,' উলেনের কণ্ঠে অস্বস্তির ছাপ। 'কোনো শান্টি নেই, নীরবতা নেই টোমাদের পৃথিবীটে, ভেবেছিলাম লাইব্রেরিটা বোধহয় একটু—ওহ্, জনি, আস্টে, কি করছ? টুমি আমাকে ব্যঠা দিচ্ছ?'

'আই এ্যাম সরি উলেন, কিন্তু তোমাকে আমার সাথে আসতে হবে, আমরা বিষয়টাকে নিয়ে ভাবতে চাই।' বলে জনি ঝটকায় উলেনের হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে দরজার দিকে এগুলো।

www.BanglaBook.org

লাইব্রেরির সামনে একটি রকেট-ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, শোফার আর স্পেসম্যান মিলে উলেনকে ভেতরে বসাল। তারপর গাড়িটা ধূমকেতুর মতো চিকন ধোঁয়া ছেড়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

উলেন ত্বরণের জন্য মৃদু গোঙাচ্ছিল, কিন্তু জনি তা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করল; 'ওয়াশিংটন পৌঁছুতে আর বিশ মিনিট,' সে ড্রাইভারকে বলল, 'সিগন্যাল বিমগুলোর দিকে তাকিও না।'

-

এক কাঠখোট্টা সেক্রেটারি তার ঠাণ্ডা এক ঘেয়ে কণ্ঠে বলতে লাগল, 'অ্যাডমিরাল কোর্সাকোভ এখন তোমাদের সাথে দেখা করবে।'

জনি ঘুরে তার শেষ সিগারেটটা নেভাল। সে ঘড়ির দিকে এক পলক তাকাল এবং দেরীটা মেনে নিল।

হুইল চেয়ারের গতির জন্য উলেনের সমস্যাজড়িত ঘুমটা ভেঙে গেল, সে তার চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বলল, 'শেষ পর্যন্ট আমরা কি ঢুকটে পেরেছি, জনি?'

'শ্-শ্-শ্!' জনি শব্দ করে উঠল।

উলেনের উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি রুমের দামী আসবাসগুলোর উপর দিয়ে ঘুরে, দেয়ালে টানানো বিশাল সাইজের পৃথিবী আর শুক্রের ম্যাপকে কিছুক্ষণ দেখল। রুমের ঠিক মাঝে একটি ডেস্ক। ডেস্কের ওপাশ থেকে এক শ্মশ্রুধারী, সোনালী চুলের লোককে আসতে দেখা গেল।

মঙ্গলগ্রহের ইতিহাসবিদ হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, 'টুমি ড. ঠর্নিং না? আমি টোমাকে গট বছর প্রিন্সটনে দেখেছিলাম। আমাকে মনে আছে টো? ওরা টখন আমাকে অনারারী ডিগ্রী দিয়েছিল?'

ড. থর্নিং সামনে এসে উৎসাহের সাথে হাত মেলাল এবং বলল, 'নিশ্চয়ই। সেদিন তুমি মঙ্গলের ঐতিহাসিক মেথডগুলো নিয়ে কথা বলেছিলে, তাই না?'

'আহা—তোমার মনে আছে, আমি কৃটজ্ঞ বোধ করছি। আবার দেখা হয়ে ভালোই হল। আচ্ছা বলটো, একজন বিজ্ঞানী হিসেবে, অন্টিম পটনের জন্য আসলে হিটলারিয়ান যুগের সামাজিক নিরাপট্টাহীনটাই

www.BanglaBook.org

দায়ী, আমার এই থিওরিটার ব্যাপারে টোমার কি মট?'

ড. থর্নিং হেসে বলল, 'এটা নিয়ে পরে তোমার সাথে কথা বলব, ড. উলেন। এই মুহূর্তে, অ্যাডমিরাল কোর্সাকোভ তোমার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে চাইছে, যে তথ্য আমাদের যুদ্ধের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেবে।'

'এক্সেটলি,' কোর্সাকোভ চাপা স্বরে বলে উঠল যেন এই কথার উত্তরই উলেনের জামিন। কোর্সাকোভ বলে চলল, 'যদিও তুমি মঙ্গলগ্রহের, আমার মনে হয় তুমি স্বাধীনতা ছিনিয়ে যুদ্ধ জয়ের পক্ষে এবং শুক্রগ্রহের স্বেচ্ছাচারীতা চর্চার বিপক্ষেই থাকবে।'

উলেন অনিশ্চিতভাবে কথা বলতে শুরু করল, 'ভালোই বলেছ—কিন্তু এ ব্যাপারে আমি টেমন কিছু ভাবি না। কি বলছিলে যেন—ও হ্যাঁ, যুদ্ধটা শেষ হ'য়া দরকার?'

'হ্যাঁ, জয়ের সাথে।'

'ওহ্, "জয়", দ্যাট ইস আ সিলি ওয়ার্ড। ইটিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যুদ্ধ নির্ভর করে, ভবিষ্যটের প্রটিদান—প্রটিশোধের যুদ্ধের জন্য যে বেশি গ্রাউন্ডওয়ার্ক করবে, টারাই সুপেরিয়র হবে। আমি টোমাকে একটা ভালো প্রবন্ধ রেফার করছি এই বিষয়ের ওপর, জেমস কালকিনসের লেখা। এটা ছাপা হয়েছিল ২০৫০-এ।'

'মাই ডিয়ার স্যার!' জনি বলে উঠল।

জনির জোড়াল ফিসফিসানিকে উপেক্ষা করে উলেন আরো উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'এখন সট্যি সট্যি যুদ্ধ শেষ করতে হলে—সট্যিকার অর্থে—টোমাদের উচিট হবে শুক্রগ্রহের জনসাধারণকে বলা যে, "এই লড়াই অপ্রয়োজনীয়, চল আলোচনা করি"—'

ধরাম করে একটা ঘুষি বসল ডেস্কের ওপর, কোর্সাকোভ অধৈর্য আর ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠল, 'ঈশ্বরের দোহাই, থর্নিং-এর কাছ থেকে তুমি কি জানতে চাও জান, আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।'

থর্নিং চোখমুখ গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করল, 'ড. উলেন, আমরা চাই, তুমি ডিসইন্টিগ্রেশন সম্পর্কে যা জান তা আমাদের বল।'

'ডিসইন্টিগ্রেশন?' উলেন দ্বিধান্বিত হয়ে চোয়ালে আঙুল বোলাতে

www.BanglaBook.org

লাগল।

'হ্যাঁ, যেটার কথা তুমি লেফট্যানেন্ট ব্রুসটারকে বলেছ।'

'উমমম-ওহ্! "ভাংচুর" অস্ত্রের কথা বলছ? আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। মঙ্গলগ্রহের ইতিহাস লেখকরা মাঝে মাঝে এর কথা বলেছে, কিন্তু টাদের কেউ-ই ওটার সম্পর্কে কিছু জানে না—কারণ ওটা পুরোপুরি টেকনিক্যাল সাইড ছিল।'

সোনালী চুলের পদার্থবিদ ধৈর্য নিয়ে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'জানি, আমি জানি। কিন্তু তারা কি বলেছে? কি ধরনের অস্ত্র সেটা?'

'আ—টারা যেভাবে এটার ব্যাখ্যা দিয়েছে টাটে, ওটা মেটালকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিটে পারে। আচ্ছা মেটালকে যে একসাঠে ধরে রাখে, সে জিনিসটাকে টোমরা কি বল?'

'ইন্ট্রা-মলিকুলার ফোর্সেস?'

উলেন ভ্রূ কোঁচকানো, তারপর চিন্তা করে বলল, 'হটে পারে, মঙ্গল গ্রহের ভাষায় ওটার নাম—মনে নেই—বহুদিন আগের কঠা। এই অস্ত্রটা আন্টঃআনবিক শক্তির উপস্থিটিকে নাই করে দেয় আর মেটাল টখন হয়ে যায় পাউডার। কিন্টু এটা শুধু তিনটি মেটালের উপর কাজ করে : আয়রন, কোবাল্ট আর—আহ্—আরেকটা কি যেন!'

'নিকেল,' জনি তড়িৎ জবাব দিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিকেল!'

থর্নিং-এর চোখ চকচক করে উঠল, 'আ-হা, ফেরোম্যাগনেটিক এলিমেন্টস। সেটাতে অবশ্যই একটা দোলায়িত ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে, নইলে আমি একটা শুক্রগ্রহী! তাই না, উলেন?'

উলেন কাপাল কুঁচকে বলল, 'টোমাদের পৃথিবী ভাষা আজগুবিই বটে—যাই হোক, আমি অস্ত্রটা সম্পর্কে জানি হোগেল বেগের কাজ থেকে—তার লেখা বই "টৃটীয় সাম্রাজ্যের সংস্কৃটি ও সামাজিক ইটিহাস" বইটা ওর একটা বিশাল কাজ। চব্বিশটা ভলিউমে করা, কিন্টু আমার কাছে টেমন ভালো-ও লাগেনি আবার খারাপও না। ওর লেখার ভঙ্গিটা...'

'প্লিজ', থর্নিং বলল, 'অস্ত্রটার ব্যাপারে—'

www.BanglaBook.org

'অহ্, হ্যাঁ, অস্ট্র!' উলেন তার চেয়ারে নড়েচড়ে বসল, চোখ-মুখ শক্ত করে বলতে লাগল, 'সে তড়িৎ নিয়ে কথা বলেছে, যা খুব তাড়াতাড়ি আসা-যাওয়া করতে পারে-খুব তাড়াতাড়ি, এবং এটার চাপ—, বলে উলেন হতাশভঙ্গিতে একটু থামল এবং অ্যাডমিরালের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'শব্দটা কি চাপ হবে, জানি না, অনুবাদ করা আসলে কঠিন। মঙ্গলগ্রহের ভাষায় "ক্রেনস্ট্যাড", এটা কি হবে?'

'আমার মনে হয় তুমি বলতে চাইছ "বিভব", তাই না ড. উলেন!' বলে থর্নিং ঝোড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'ঠিক আছে, টুমি বললে যখন, ওটাই হবে। এনিওয়ে,এই "বিভব"-ও খুব দ্রুট পরিবর্টন হয়, এবং দুইদিকের পরিবর্টন ম্যাগনেটিসমের মাধ্যমে কোনোভাবে সমটা বজায় রাখে—আ—পরিবর্টন বজায় রাখে এবং আমার মনে হয় আমি এ ব্যাপারে এরচে' বেশি কিছু জানি না।' উলেন অপ্রস্টুতভাবে হেসে বলে চলল, 'আমি এখন যেটে চাই। আশা করি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, তাই না?'

অ্যাডমিরার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করল, 'এত কথা থেকে তুমি কি দাঁড়া করালে, ডক্টর থর্নিং?'

'একেবারেই নগণ্য', পদার্থবিদ উচ্চারণ করল, 'কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারি। বেগের বইটা যোগাড় করা যেতে পারে, তবে সেটাতে আশা কম। যা এতক্ষণ শুনলাম তারই পুনরাবৃত্তি হতে পারে। আচ্ছা ড. উলেন তোমার গ্রহে কি কোনো বৈজ্ঞানিক কাজ আছে?'

উলেন মুখ কালো করে মাথা নাড়ল, 'না ড. ঠর্নিং, ওগুলো সব ক্যালিনিয়ান রিঅ্যাকশনে ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন আমরা মঙ্গলগ্রহবাসীরা বিজ্ঞানকে এড়িয়ে চলি। ইতিহাস ঠেকে আমরা শিখেছি বিজ্ঞান কখনো সুখ বয়ে আনে না।' বলে সে তার পাশে দাঁড়ানো যুবা পৃথিবীমানবটির দিকে ঘুরে তাকাল, 'জনি, চল এবার যাওয়া যাক, প্লিজ।'

কোর্সাকোভ হাত নেড়ে দু'জনকে চলে যাবার ইশারা করল।

উলেন খুব ধীরে হিজিবিজি করে লেখা পাণ্ডুলিপিটার দিকে ঝুকল। এবং

www.BanglaBook.org

একটা শব্দ টুকল সেখানে। সে তার পাশে জনি ব্রুসটারের দিকে তাকাল, জনি একটা হাত উলেনের গায়ে রাখল, তার চোখের দৃষ্টি এখন আরো গভীর লাগছে, জনি বলল, 'উলেন, তুমি আসলে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে গেলে।'

'আহ্? আমি? ঝামেলা? কেন, জনি, টুমি কোঠাও ভুল করছ। আমার বই বেরুচ্ছে এবং সেটা অবশ্যই বিখ্যাট হবে। প্রথম ভলিউমের কাজ পুরো শেষ এখন শুধু ছাপার অপেক্ষায়।'

'উলেন, তুমি যদি ডিসইন্টিগ্রেটর সম্পর্কে সরকারকে সম্পূর্ণ তথ্য না দাও, তারপরের পরিস্থিতির জন্য আমি কিন্তু দায়ী থাকব না।'

'কিন্টু, আমি যা জানি, সবই বলেছি—'

'ওটা দিয়ে কিচ্ছু হবে না। তথ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তুমি দাওনি। উলেন, তোমাকে আরো মনে করতে হবে। স্মৃতি ঘাটো উলেন।'

'আর বেশি কিছু জানলে টবে না জানাবো, আমি এর বেশি জানি না।' বলে উলেন চেয়ার ছেড়ে ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

'আমি জানি সেটা।' জনির মুখ কান্না কান্না হয়ে গেল, সে বলতে লাগল, 'কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে। শুক্রগ্রহ স্পেসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। আমাদের অ্যাস্ট্রয়েড রক্ষীসেনারা সব মারা গেছে, গত সপ্তাহে ফোবোস আর ডিমস-ও পরাজিত হয়েছে। চাঁদ আর পৃথিবীর মধ্যকার যোগাযোগ এখন বিচ্ছিন্ন, এখন ঈশ্বরই জানেন আর কতক্ষণ চান্দ্র-সৈন্যরা টিকে থাকবে। পৃথিবীর নিরাপত্তাই এখন নাজুক অবস্থায় আর ওদের বোম্বিং দিনকে দিন তীব্র হয়ে উঠছে।—ওহ্, উলেন তুমি কি বুঝছ আমার কথা?'

মঙ্গলগ্রহের ইতিহাসবিদকে কেমন দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল, সে জিজ্ঞেস করল, 'পৃথিবী কি হেরে যাচ্ছে?'

'ওহ্ ঈশ্বর, হ্যাঁ।'

'টাহলে পরাজয় মেনে নাও। এটাই যৌক্তিক কাজ হবে। আর—এসব শুরুরই বা কি দরকার ছিল—যটসব বোকার দল।'

জনি দাঁত চেপে বলে উঠল, 'কিন্তু আমাদের যদি ডিসইন্টিগ্রেটর থাকে,

www.BanglaBook.org

জয় আমাদেরই হবে।'

উলেন কাঁধ তুলে বলল, 'ওহ্, জনি, একই পুরানো কথা বারবার শুনটে বিরক্ত লাগছে। টোমরা, পৃথিবীর মানুষরা একটা বিষয় নিয়েই লেগে ঠাক। দেখ, আমি আমার পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছি, টোমার ভালো লাগবে আর জ্ঞান অর্জনও হবে।'

'ঠিক আছে উলেন, তোমাকে বহুবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে। ড. থর্নিং যেসব তথ্য জানতে চেয়েছে সেগুলো তুমি যদি না বল তুমি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বন্দী হবে।'

একটা খণ্ড নীরবতা এবং তারপর উলেন কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে শুরু করল, 'বিশ্বাসঘাতকতা। টুমি বলছ আমি প্রটারণা—'ইতিহাসবেত্তা চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলল এবং কাঁপা হাত দিয়ে তা মুছল, 'এটা সট্যি নয়, টুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ।'

'ওহ্, একদম না। কোর্সাকোভ মনে করে, তুমি যা বলেছ তার চেয়ে তুমি বেশি জান। সে নিশ্চিত, তুমি তথ্য চেপে যাচ্ছ, হয় তুমি এর বিনিময় মূল্য চাচ্ছ আমাদের কাছ থেকে নয়তো শুক্রগ্রহের কাছে তুমি এটা ইতোমধ্যে বিক্রি করে দিয়েছ।'

'কিন্টু ঠর্নিং—'

'আরে থর্নিং নিজেও তো নিরাপদে নেই, নিজের পৃষ্ঠদেশ বাঁচাতে ব্যস্ত। পৃথিবীর সরকারগুলো এই উত্তেজনায় বাছ-বিচার করেও কাজ করছে না।'

জনির চোখ হঠাৎ জলে ভরে উঠল, সে বলল, 'উলেন, তুমিই পারবে কিছু একটা করতে। এখানে শুধু আমরা নই—পুরো পৃথিবীর মানুষ জড়িত, তাদের জীবন-মরণ সমস্যা।'

উলেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার কণ্ঠস্বর কেমন করুণ শোনালো, সে বলল, 'টারা ভাবছে আমি আমার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিক্রি করেছি। এ ধরনের অপমানই ফেরট দিচ্ছে টারা আমার নৈটিকটা বোধের জবাবে, আমার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সটটার জবাবে।' উলেনের কণ্ঠস্বরে তীব্র আবেগ ঝড়ে পড়ল। জনি কখনো এ রকম মূর্তি দেখিনি উলেনের। উলেন

www.BanglaBook.org

বলে চলল, 'এ মস্ট অপমান। আমি আর একটা শব্দও বলব না। টারা আমাকে জেলে ভরুক কিংবা গুলি করুক, কিন্টু এই ধৃষ্টটা আমি ভুলব না।' তার চোখে স্পষ্ট দৃঢ়তা।

সিগন্যাল লাইট জ্বলছে। পৃথিবীমানব, জনি, নড়ল না।

'উত্তর দিচ্ছ না, জনি?' উলেন নরম গলায় বলল, 'আমি জানি, ওরা আমার জন্যেই এসেছে।'

ঘরে লোক ভর্তি, চারদিকে সবুজ ইউনিফর্ম পড়া গার্ড। শুধু থর্নিং আর তার সাথের দু'জনের গায়ে সিভিল পোশাক।

উলেনের হাতে-পায়ে অস্থিরতার চিহ্ন, সে বলল, 'টোমাদের কিছু বলটে হবে না। আমি শুনেছি, টোমরা ভাবছ আমি আমার জ্ঞান বিক্রি করছি—অর্থের জন্য।' শেষের কথাগুলো সে জোড় দিয়ে বলল। 'আমাকে কেউ কোনোদিন এ ধরনের কঠা বলেনি, এ আমার জন্য চরম অপমান। টোমাদের যদি ইচ্ছে হয় আমাকে বন্দী করটে পার কিন্টু আমি আর কিছুই বলব না—পৃঠিবীর সরকারের সাঠেও আর কোনো কাজ করব না।'

সবুজ পোশাক পরা এক অফিসার সামনে এগিয়েও থেমে গেল, ড. থর্নিং এর ইশারায়। 'উ-আহ্, তো, ড. উলেন', থর্নিং আমুদে গলায় বলে চলল, 'এত তাড়াতাড়িই ঝাপ দিও না। আমি শুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছি, এমন কোনো একটা বিষয় কি নেই যা আগে বলনি, মনে ছিল না। যে কোনো বিষয়, হোক গুরুত্বহীন—'

পুরো ঘরে জমাট নীরবতা। উলেন ক্রাচের উপর জোড়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল কিন্তু নিজের মনোভাব অটল।

ড. থর্নিং শান্তভাবে ইতিহাসবিদের ডেস্কের ওপর বসে টাইপ করা কাগজের কিছু স্তূপ হাতে নিল; 'আ—এটাই বোধ হয় সেই পাণ্ডুলিপি, যেটা সম্পর্কে ক্রসটার আমাকে বলেছিল।' থর্নিং সেগুলো আরো কাছে এনে দেখতে দেখতে বলল, 'তুমি অবশ্য ভাবতে পার, তোমার ক্ষিপ্ত হ'য়া দেখে সরকার ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না।'

'আহ্,' উলেনের স্থির মনোভাব যেন গলে অবসাদে পরিণত হল। তার

www.BanglaBook.org

বাহু থেকে ক্রাচ সরে গেল এবং সে হাল ছেড়ে দেয়ার মতো করে আবার চেয়ারে বসে পড়ল। পদার্থবিদ পাণ্ডুলিপিটা মুঠোতে ধরে বলল, 'উলেন, এগুলো আমাকে দিয়ে দাও, এর দেখভাল আমি করতে পারব। ভাব উলেন, তুমি বন্দী হলে সেটা হবে লেখালেখির জন্য দারুণ দুঃসংবাদ।'

'কি বলছ!' উলেন ভাঙা গলায় বলল, 'ড. ঠর্নিং, টুমি জান না টুমি কি বলছ। এটা আমার বিশাল শ্রমের ফসল।' উলেনের কণ্ঠ এবার কেঁপে উঠল, 'প্লিজ, ড. ঠর্নিং, পাণ্ডুলিপিটা আমার হাটে দাও।'

পাণ্ডুলিপি হাতে থর্নিং দাঁড়িয়ে ছিল উলেনের অদূরেই, সে বলল, 'যদি তুমি—'

'কিন্টু আমি জানি না।'

ইতিহাসবিদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। গলার স্বর আরো নিচে নামল, 'সময় দাও! আমাকে একটু সময় দাও! চিন্টা করটে হবে—কিন্টু পাণ্ডুলিপির যেন কিছু না হয়।'

উলেন তার কাঁধে শক্ত আঙুলের চাপ অনুভব করছে, 'সো হেলপ মি, নয়তো পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমার পাণ্ডুলিপিতে আগুন ধরাব।'

'দাঁড়াও, বলছি। কোঠায় যেন—ঠিক কোঠায় জানি না—এটা বলা ছিল—কোঠাও কোঠাও বৈদ্যুতিক প্রবাহের জন্য একটা বিশেষ মেটাল ব্যবহার করা হটো ঐ অস্ট্রে। কি মেটাল জানি না কিন্টু, পানি—আর বাতাস থেকে দূরে রাখতে হবে, এটা—'

'হলি জাম্পিং জুপিটার', থর্নিং-এর সাথে আসা একজন চিৎকার করে উঠল।

'চিফ, মনে নেই, পাঁচ বছর আগে এসপার্টিয়াসের কাজ—সোডিয়াম-বৈদ্যুতিক প্রবাহ তার—আর্গন এটমস্ফিয়ারে—'

ড. থর্নিং গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল, সে বলল, 'দাঁড়াও,—দাঁড়াও ওফ্! এটা আমাদের চোখের সামনেই ছিল—'

'আমি জানি', উলেন হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল, 'কারিস্টোটে, সে গ্যালনির পরাজয় নিয়ে আলোচনা করছিল এবং পরাজয়টা হয়েছিল ছোট্ট একটা কারণে—ওই মেটালের যোগান কম ছিল—এবং তখন সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলেছিল—'

বলে উলেন ঘুরে তাকাল এবং দেখল রুম ফাঁকা, তার চোখে-মুখে ক্ষোভ ফুটে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আর্তনাদের মতো বলল, 'আমার পাণ্ডুলিপি।' বলে সে মেঝে থেকে ছড়ানো-ছিটানো প্রত্যেকটা কাগজ যত্ন করে এক এক করে তুলে নিল। তুলে নিয়ে বলল, 'বর্বর—অসভ্য—বৈজ্ঞানিক কাজকে কিভাবে ট্রিট করবে টাও শেখেনি।'

উলেন একটির পর আরেকটি ড্রয়ার খুলছে আর জিনিসপত্তর ঘাটাঘাটি করছে। শেষ ড্রয়ারটা বন্ধ করে বিরক্ত হয়ে বলল, 'জনি, বলোটো বইয়ের টালিকাটা কোঠায় রেখেছি আমি? টুমি দেখেছ?' সে জানালার দিকে তাকিয়ে জনিকে আবার ডাকল। জনি ব্রুসটার বলল, 'একটু অপেক্ষা করো, উলেন। ঐ যে ওরা আসছে।'

নিচের রাস্তা রঙে রঙে একেবারে রাঙা হয়ে গেছে। এভিনিউতে নেভির লম্বা-সবজু প্যারেড। বাতাসে ছোটো-ছোটো রঙিন কাগজ, রঙ-চঙে চিকন ফিতা। লোকজনের হৈ-হুল্লা কমে আসছে এখন।'

'আহ্, যত্তসব বোকার দল', গম্ভীর কণ্ঠে উলেন বলল, 'টারা এরকম ফূর্টি-ই করেছিল যখন যুদ্ধ শুরু হয় এবং এভাবেই প্যারেড করেছিল—এখন আবার করছে, সিলি!' বলে উলেন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

জনি ওসব কথার কাছ দিয়ে গেল না, সে বলল, 'সরকার তোমার নামে একটা জাদুঘর খুলছে, তাই না?'

'হ্যাঁ', উলেনের শুকনো জবাব। সে ডেস্কের নিচে বইয়ের তালিকা খুঁজতে খুঁজতে বলতে লাগল, 'দি উলেন যুদ্ধ জাদুঘর—এটার মধ্যে আগের দিনের অস্ত্র ঠাকবে, পাঠরের ছুরি থেকে বিমান-বিধ্বংসী অস্ত্র পর্যন্ট। কি অসাধারণ পার্থিব বোধ! আরে ছাই বইয়ের টালিকাটা কোঠায়?'

'এখানে', জনি উলেনের জামার পকেট থেকে ডকুমেন্টটা বের করে দিয়ে বলল, 'আমাদের বিজয় এসেছে তোমার অস্ত্রের জন্য, তোমার কাছে সেটা হয়তো পুরাতন, আমাদের কাছে না।'

www.BanglaBook.org

'বিজয়! নিশ্চিট! হ্যাঁ, যটদিন পর্যন্ট না শুক্রগ্রহ পুনরায় নটুন অস্ট্রে সজ্জিত হচ্ছে এবং পুনরায় প্রস্টুটি নিচ্ছে এবং পুনরায় প্রতিশোধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিছু মনে করো না—সব ইটিহাস একই কঠা বলে। যাহোক, এসব কঠা বলা অর্থহীন।' চেয়ারে আরো আরাম করে বসে উলেন বলে চলল, 'দেখ, এখানে, টোমাকে সট্যিকারের বিজয় দেখাচ্ছি। আমার প্রঠম ভলিউমের কিছুটা টোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি, শোনো। এটা অবশ্য ছাপা হয়ে গেছে।'

জনি হেসে উঠল, 'হ্যাঁ, শোনাও উলেন। এখন আমি তোমার বারোটা ভলিউমই শুনতে প্রস্তুত—একেবারে শব্দ ধরে ধরে।

এবং উলেন নরম করে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, টোমার জ্ঞান অর্জন হবে।'

অনুবাদ : বিধান রিবেরু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

রোবট এ. এল-৭৬ গোজ এ্যাসট্রে

রিমলেস গ্লাসের পেছনে চোখ জোড়া কুঁচকে আছে জোনাথন কুয়েলের, চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। 'জেনারেল ম্যানেজার'-এর লেবেল সাঁটানো দরজা ঠেলে ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল সে। ডেস্কের ওপর হাতের ভাঁজ করা কাগজটা দিয়ে সশব্দে চাপড় মারল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, 'এটা একবার দেখেন, বস।'

ঠোঁটে ঝোলানো সিগারেটটা গালের একদিক থেকে আরেক দিকে ঠেলে দিল স্যাম টোবি, চাইল মুখ তুলে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঢাকা চোয়ালে হাত বোলাল। 'হয়েছে কি?' হঠাৎ বিস্ফোরিত হল স্যাম। 'কি নিয়ে ওদের গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর শুনি?'

'ওরা বলছে আমরা পাঁচটা এ-এল রোবট পাঠিয়েছি,' চেহারায় অস্বস্তি, ব্যাখ্যা করল কুয়েল।

'পাঁচটা নয়, ছ'টা!' ভুল শুধরে দিল টোবি।

'জ্বী, ছ'টা! কিন্তু ওরা ডেলিভারি পেয়েছে মাত্র পাঁচটা। সিরিয়াল নাম্বারও পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের এ-এল সেভেনটি-সিক্স-এর কোনো পাত্তা নেই?'

ভারী শরীর নিয়ে চেয়ারটা পেছন দিকে ঠেলে নিয়ে গেল স্যাম টোবি, তারপর বিশাল বপু নিয়ে উঠে দাঁড়াল, হনহন করে এগোল দরজার দিকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

'পাঁচ ঘণ্টা পরে, গর্মাক্ত, উদভ্রান্ত টোবি সেন্ট্রাল প্ল্যান্টের সমস্ত কর্মচারীর কাছে জরুরি, মেসেজটা পাঠিয়ে দিল—রোবট এ-এল সেভেনটি-সিক্স ইজ মিসিং।'

রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল সেন্ট্রাল প্ল্যান্টে। ইউনাইটেড স্টেটস রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশনের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো রোবটের বাইরের পৃথিবীতে পলায়নের ঘটনা ঘটল। এ ধরনের রোবটকে তৈরি করা হয়েছে চাঁদে ডিজিন্টো নামের একটি এয়ারক্রাফট চালানোর জন্যে। রোবটের পজিট্রনিক ব্রেন চাঁদের পরিবেশ ও আবহাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। যাঁরা এই রোবট তৈরি করেছেন, তাঁরা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, শুধু চাঁদের পরিবেশের সাথে সে কখনোই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে না। তবে পৃথিবীতে এলে রোবটের প্রতিক্রিয়া কি হবে সে সম্পর্কে গবেষণাবিদরা কোনো তথ্য দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। শুধু বলেছেন, প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আগাম কোনো মন্তব্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ-এল সেভেনটি-সিক্স নিখোঁজ হবার ঘটনা জানাজানি হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটি স্ট্রাটো-প্লেন ভার্জিনিয়া প্ল্যান্টের উদ্দেশে ছুটল। একটি মাত্র নির্দেশই দেয়া হয়েছে—'রোবটটাকে যত দ্রুত পার ধরে নিয়ে এস।'

রোবট এ-এল সেভেনটি-সিক্স বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। অবশ্য তার মসৃণ, পজিট্রনিক ব্রেন শুধু উদভ্রান্তি বা বিমূঢ়তার মতো অনুভূতির সাথে পরিচিতি।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে যখন সে নিজেকে এই অচেনা, অজানা পরিবেশের মাঝে দেখতে পেল। তারপর থেকে সে কিভাবে এখানে এল কিছুতেই বুঝতে পারছে না। সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

ওর পায়ের নিচে সবুজের ছড়াছড়ি, তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে আছে বাদামী রঙের পাহাড়, তার ওপরে আরো সবুজ। আকাশের রঙ নীল। অথচ ওটা কালো হবার কথা ছিল। সূর্যের রঙ ঠিকই আছে, গোল, হলদে

www.BanglaBook.org

এবং উচ্চ—কিন্তু পায়ের তলায় পাউডারের মতো ঝামা পাথরের গুঁড়ো কোথায়? বিরাট পাহাড়ের মতো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের বলয়টাই বা কোথায় গেল?

শুধু নিচে দেখা যাচ্ছে সবুজ আর মাথার ওপরে নীল রঙের বিস্তৃতি। আশপাশ থেকে যে সব শব্দ ভেসে আসছে তাও তার কাছে অত্যন্ত অপরিচিত ঠেকছে। সে একটা ঝর্ণার মধ্যে নেমে পড়ল, ডুবে গেল কোমর পর্যন্ত। পানিটা নীল, ঠাণ্ডা এবং ভেজা। হাঁটার সময় মাঝে মাঝে মানুষজনের সাথে সাক্ষাৎ হল তার। রোবটটি অবাক হয়ে লক্ষ্য করল তাদের কারো গায়ে স্পেস স্যুট নেই। অথচ সবার পরনে স্পেস স্যুট থাকার কথা। আর কি আশ্চর্য, ওকে দেখা মাত্র লোকজন চিৎকার করে ছুটে পালাতে শুরু করেছে।

এক লোক তার দিকে বন্দুক ছুঁড়ল, বাতাসে শিস কেটে গুলিটা চলে গেল মাথার পাশ দিয়ে—আর তার পরপরই লোকটাও দিল দৌড়।

এ-এল সেভেনটি-সিক্স জানে না কতক্ষণ সে উদ্দেশ্যবিহীন হেঁটে বেড়িয়েছে। অবশেষে হ্যানাফোর্ড শহরের জঙ্গল থেকে মাইল দুই দূরে, র‍্যানডলফ পেনের কুটিরের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। র‍্যানডলফ পেনের এক হাতে স্ক্রু ড্রাইভার, অন্যহাতে একটা পাইপ, দরজার বাইরে একটা ভাঙা চোরা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের সামনে উবু হয়ে বসে কাজ করছিল।

কাজ করতে করতে গুন গুন করে সুর ভাজছিল পেন। যখন ঘরে থাকে, পেনের মত সুখী মানুষ কেউ হয় না। হ্যানাফোর্ডে তার আরেকটা বাড়ি আছে। সাজানো-গোছানো, সুন্দর। তবে সে বাড়িটা দখল করে রেখেছে তার স্ত্রী। অবশ্য ওখানে থাকার কোনো ইচ্ছেও নেই পেনের। সে তার এই কারখানাতে থাকতেই বেশি পছন্দ করে, স্বাধীনতা ও স্বস্তির স্বাদ পায়। এখানে সে শান্তিতে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে লোহা-লক্কড় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, নিত্য ব্যবহার্য ঘরোয়া জিনিসপত্র তৈরিতে মন দেয়। এটাই তার একমাত্র শখ।

তবে শুধু শখ দিয়ে তো আর পেট ভরে না। কেউ হয়তো তাকে একটা রেডিও বা অ্যালার্ম ক্লক সারাতে দিল। এ থেকেও মাঝে মাঝে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পয়সা-পাতি পায় র‍্যানডলফ পেন। তবে ওর দজ্জাল বউটার শকুনি নজর এড়িয়ে নিজের কাছে দু'দশ টাকা লুকিয়ে রাখার সুযোগ খুব কমই হয় তার। তবে পেন আশা করছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা মেরামত করে দিতে পারলে ভালো অঙ্কের একটা টাকা পাবে। টাকাটা বউকে দেবে না বলে ঠিক করেছে পেন। কৌশলে মেরে দেবে।

মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চোখ তুলে তাকিয়েছিল পেন, হঠাৎ জমে গেল। কেউ যেন ওর গলা টিপে ধরেছে, আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে গান, বিস্ফোরিত মণি, কপালে ফুটল ঘামের রেখা। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল ও ঝেড়ে দৌড় দেবে কিন্তু পা জোড়া বিশ্বাসঘাতকতা করল। রীতিমত ঠকঠকানি শুরু হয়ে গেছে।

এ-এল সেভেনটি-সিক্স উবু হয়ে বসল ওর পাশে। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ওরা সবাই আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছে কেন?'

পেন ভালোই বুঝতে পারছে 'ওরা' কেন ছুটে পালিয়েছে, তবে প্রশ্নটার কোনো জবাব দিল না সে। নাক দিয়ে বিদুঘুটে একটা শব্দ করে রোবটের কাছ থেকে সরে যেতে চেষ্টা করল।

দুঃখী দুঃখী গলায় এ-এল সেভেনটি-সিক্স বলে চলল, 'ওদের একজন আমাকে দেখে গুলি পর্যন্ত করল! আরেকটু হলেই আমার শোল্ডার প্লেটে আঘাত লাগত।'

'লো-লোকটা নিশ্চই পা-পাগল ছিল,' বিড়বিড় করল পেন।

'হতে পারে,' সায় দিল রোবট। 'ভালো কথা, এখানে সবার হয়েছেটা কি?'

দ্রুত রোবটের দিকে একবার তাকাল পেন। বিকট এবং বিশালদেহী ধাতব দানবটার এত নরম কণ্ঠ ঠিক যেন মানাচ্ছে না। ওর মনে পড়ল কোথায় যেন শুনেছিল রোবটরা মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। সেরকম নির্দেশই দেয়া আছে তাদেরকে। এতক্ষণে একটু স্বস্তি অনুভব করল পেন। 'কি আবার হবে? কিছুই হয়নি,' সাহস করে বলল সে।

'সত্যি বলছ তো?' সন্দেহের চোখে তাকাল এ-এল সেভেনটি-সিক্স। 'নাকি মিথ্যা বলছ? তোমার স্পেস স্যুট কোথায়?'

'আমার কোনো স্পেস স্যুট নেই।'

www.BanglaBook.org

'তাহলে বেঁচে আছ কিভাবে?'

থমকে গেল পেন। 'আ-আমি ঠিক বলতে পারব না।'

'দেখলে তো!' রোবটের কণ্ঠে বিজয় উল্লাস। 'আমি ঠিকই ধরেছি কিছু একটা গোলমাল আছে তোমাদের মধ্যে। এখানে মাউন্ট কোপার্নিকাস কোথায়? কোথায় লুনার স্টেশন-১৭ আর আমার ডিজিন্টিটোটাকেই বা কেন দেখতে পাচ্ছি না? আমি বেকার বসে থাকতে পারব না। আমি কাজ চাই।' অস্থির লাগছে রোবটকে। উত্তেজিত গলায় বলতে লাগল, 'সেই কখন থেকে জানতে চাইছি আমার ডিজিন্টোর খবর। কিন্তু কথা বলব কি? আমাকে দেখলেই সবাই পালিয়ে যাচ্ছে। শেডিউল থেকে এতক্ষণে হয়তো আমি অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি। আমার সেকশনাল এক্সিকিউটিভ রেগে আগুন হয়ে যাবেন?'

এতক্ষণ মনে মনে বুদ্ধি পাকাচ্ছিল পেন, এবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমার নাম কি?'

'আমার সিরিয়াল নাম্বার হল এ-এল সেভেনটি-সিক্স।'

'বুঝলাম। তবে তোমাকে আল নামেই ডাকব। ভালো কথা, আল, তুমি যে লুনার স্টেশন ১৭-র খোঁজ করছ ওটা বোধহয় চাঁদে, না?'

মাথা ঝাঁকাল রোবট। 'হ্যাঁ তবে আমি খুঁজছিলাম—'

'তুমি যা খুঁজছ ওটা চাঁদে আছে। আর এটা চাঁদ নয়।'

হতভম্ব হয়ে গেল এ-এল সেভেনটি-সিক্স। পেনকে দেখল সে খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এটা চাঁদ নয় একথার মানে কি? অবশ্যই এটা চাঁদ। এটা চাঁদ না হলে কি? আঁ? বল আমাকে।'

গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করল পেন, শ্বাস টানল জোরে। রোবটের দিকে একটা আঙুল বাগিয়ে ধরল সে, নাড়াল। 'দেখ' বলল সে—আর তক্ষুণি দারুণ একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল পেনের, কথাটা শেষ করল হাঁপিয়ে ওঠার মতো আওয়াজ করে, 'ওয়াও!'

ওকে চোখ রাঙাল এ-এল সেভেনটি-সিক্স। এটা কোনো জবাব হল না। আমি মনে করি, একটি মার্জিত প্রশ্নের মার্জিত জবাব পাবার অধিকার আমার আছে।'

www.BanglaBook.org

রোবটের কথা কানে যায়নি পেনের। এখনো নিজেকে নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে ও। ব্যাপারটার মধ্যে কোনো দুই নম্বরী নেই। দিনের আলোর মতো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রোবটটাকে চাঁদে যাত্রা করার জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। যেভাবেই হোক ওটা সেখানে না গিয়ে পিছলে চলে এসেছে মাটির পৃথিবীতে। আর তাতে রোবটটা পড়ে গেছে মস্ত দ্বন্দ্বে। কারণ চাঁদের পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর মতো করে যাকে তৈরি করা হয়েছে, তার কাছে পৃথিবীর পারিপার্শ্বিকতা তো অর্থহীন মনে হবেই।

এখন পেন যদি কোনোমতে রোবটটাকে এখানে আটকে রাখতে পারে—অন্তত পিটার্সবোরোর ফ্যাক্টরির লোকদের সাথে যোগাযোগ করার আগ পর্যন্ত, তাহলেই কেল্লা ফতে। কে না জানে রোবটদের দাম অমূল্য। পেন শুনেছে সবচে' সস্তাটাও নাকি পঞ্চাশ হাজারের কমে কেনা সম্ভব নয়। কিন্তু রোবটের দাম তো দশ লাখেরও ওপরে। তাহলে বিষয়টা নিয়ে ভাবো একবার!

উহ্, এটাকে বিক্রি করতে পারলে যে কত টাকা পাওয়া যাবে! একটা টাকাও সে দজ্জাল মিরান্ডাকে দেবে না।

অবশেষে উঠে দাঁড়াল পেন। 'আল ভায়া!' ডাকল সে। 'আজ থেকে তুমি আর আমি জানের দোস্ত! বন্ধু! তোমাকে আমি আপন রক্তের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসি!' ঝট করে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'এস, হাত মেলাই।'

ধাতব পাঞ্জার মুঠো করে হাতটা ধরল রোবট, আস্তে চাপ দিল। ব্যাপারটা এখনো পরিষ্কার নয় তার কাছে। 'এর মানে কি তুমি আমাকে বলে দেবে কিভাবে আমি লুনার স্টেশন ১৭-তে পৌঁছুতে পারব?'

সামান্য অপ্রতিভ বোধ করল পেন। 'না-না, ঠিক তা নয়। সত্যি বলতে কি, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি যদি কটা দিন আমার এখানে বেড়িয়ে যাও খুব খুশি হব।'

'সর্বনাশ! তা কিছুতেই পারব না। আমাকে কাজে লেগে যেতে হবে।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রোবট। 'প্রতি ঘণ্টায় কাজের নির্দিষ্ট শেডিউল থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকলে কেমন লাগবে তোমার? আমি কাজ করতে চাই। আমাকে কাজে লাগতে হবে।'

www.BanglaBook.org

এ ব্যাটা দেখি কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না, মনে মনে ভাবল পেন। মুখে বলল, 'ঠিক আছে। তবে একটা ব্যাপার তোমাকে আগে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন—তোমার চাউনি দেখেই বুঝতে পেরেছি তুমি খুব বুদ্ধিমান লোক। তো হয়েছে কি, তোমার সেকশনাল এক্সিকিউটিভ আমাকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, তিনি চান আমি যেন কয়েকদিন তোমাকে এখানে রেখে দিই। মানে ওনার কাছ থেকে নতুন কোনো নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আর কি?'

'কিসের নির্দেশ?' সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করল রোবট।

'তা আমি বলতে পারব না। ব্যাপারটা নাকি সরকারী আর খুবই গোপনীয়।' বলল পেন, মনে মনে প্রার্থনা করল ব্যাটা যেন ওর ধড়িবাজি ধরতে না পারে, টোপটা গেলে। কিছু রোবট আছে সাংঘাতিক চালাক। তবে এটাকে দেখে তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। সম্ভবত অনেক আগের মডেল।

পেন মনে মনে প্রার্থনা করছে, ওদিকে এ-এল সেভেনটি-সিক্স পড়ে গেছে ভাবনায়। রোবটটির ব্রেন অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে শুধু চাঁদে ডিজিন্টো পরিচালনার জন্যে। বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনার জন্যে নয়। এ-এল দেখল ও গভীরভাবে কিছু ভাবতে পারছে না, সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। অচেনা অজানা পরিবেশ নিশ্চই ওর ব্রেনের মধ্যে কিছু একটা ওলোট-পালোট ঘটিয়েছে।

তারপরও পরবর্তী যে প্রশ্নটা সে করল তার মাঝে ধূর্ততার ছাপ প্রায় স্পষ্ট। সে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমার সেকশনাল এক্সিকিউটিভের নাম কি?'

খাবি খেল পেন, কি বলা যায় ভাবছে। 'আল', আহত হবার ভান করল পেন, 'তোমার সন্দেহ আমাকে সত্যি ব্যথিত করছে। তার নাম আমি প্রকাশ্যে বলতে পারব না। জান না—গাছেরও কান আছে?'

এ-এল সেভেনটি-সিক্স চট করে তার কাছের গাছটার দিকে একবার চোখ বেলাল, তারপর অবিচলিত কণ্ঠে বলল, 'না, গাছের কান নেই।'

'আমি জানি আছে। আসলে আমি বলতে চাইছি এখানেও গুপ্তচর থাকতে পারে।'

www.BanglaBook.org

'গুপ্তচর?'

'তাহলে আর কি বলছি। আশা করি জান, অনেক মন্দ লোক আছে যারা লুনার স্টেশন ১৭-কে ধ্বংস করতে চায়।'

'তা কেন চাইবে?'

'কারণ ওরা লোক ভালো নয়। ওরা তোমাকেও নিকেশ করতে চায়। এ কারণেই তোমার এখানে কয়েকদিন লুকিয়ে থাকা দরকার। তাহলে আর ওরা তোমাকে খুঁজে পাবে না।'

'কিন্তু—কিন্তু আমাকে একটা ডিজিন্টো পেতেই হবে। আমাকে আমার কাজের কোটা পূরণ করতেই হবে।'

'পাবে। পাবে।' ওকে আশ্বাস দিল পেন। 'আগামীকাল ওরা তোমার জন্যে একটা ডিজিন্টো পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ, আগামীকালের মধ্যে পেয়ে যাবে।' এর মধ্যে ফ্যাক্টরিতে খবর দিয়ে কাজ হাসিল করে পকেটে নোটের তাড়া পুরে ফেলবে পেন। কিন্তু পেনের প্রস্তাবে রাজি হল না, এক গুঁয়ে রোবট। তার এখনই ডিজিন্টো চাই।

পেন রোবটের শক্ত, ঠাণ্ডা কনুই ধরে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'শোনো। তোমাকে এখানে থাকতেই হচ্ছে—'

হঠাৎ রোবটের মনের ভেতর কি যেন পরিবর্তন ঘটে গেল। আশপাশের অচেনা অজানা সব কিছু, গোটা পরিবেশ হঠাৎ যেন খুদে একটা গোলকে পরিণত হল, পরক্ষণে বিস্ফোরণ ঘটল, ব্রেনের সাথে জিনিসটা যেন সেঁটে থাকল। রোবটের মনে হল তার মস্তিষ্কের দক্ষতা হঠাৎ করেই বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকখানি। দ্রুত ঘুরল সে পেনের দিকে। এই তো পেয়েছি। আমি এখানে বসেই একটা ডিজিন্টো তৈরি করতে পারি—তারপর ওটা নিয়ে কাজ শুরু করে দেব।'

ভুরু কোঁচকাল পেন। 'তবে আমি বোধহয় তোমার কোনো সাহায্যে আসতে পারব না।' সবজান্তার ভাব করে শেষে আবার কোন বিপদে পড়ে যাবে ভেবে এ জবাবটা দিয়েছে সে।

'তোমাকে কিছু করতে হবে না।' এ-এল সেভেনটি-সিক্স টের পেল তার ব্রেনের পজিট্রনিক রাস্তায় নতুন এক প্যাটার্ন জাল বুনতে শুরু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছে, অদ্ভুত উত্তেজনা বোধ করছে সে। 'আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারব।' পেনের সুসজ্জিত এবং প্রশস্ত কারখানার দিকে তাকাল সে প্রশংসার দৃষ্টিতে। 'আমার যা যা দরকার সবই তোমার আছে দেখছি।'

র‍্যানডলফ পেন তার লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালে চোখ বোলাল : নাড়িভুঁড়ি বের করা রেডিও, মুণ্ডুহীন রিফ্রিজারেটর, জং ধরা অটোমোবাইল এঞ্জিন, ভাঙা গ্যাস রেঞ্জ, কয়েক মাইল লম্বা ক্ষয়ে যাওয়া তার এবং প্রায় পঞ্চাশটন ওজনের নানা রকম ধাতব জঞ্জালের বিরাট এক পাহাড়।

'সত্যি আছে?' জিজ্ঞেস করল সে দুর্বল গলায়।

ঘণ্টা দুই পরে, প্রায় একই সাথে দুটো ঘটনা ঘটল। ইউনাইটেড স্টেটস রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশনের পিটার্সবোরো শাখায় স্যাম টোবি একটা ডিজি ফোন কল পেল হ্যানফোর্ড থেকে জনৈক র‍্যানডলফ পেনের। খবরটা হারানো রোবট সংক্রান্ত হলেও টোবি সম্পূর্ণ মেসেজ শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল, হুকুম দিল সমস্ত ফোন কল যেন আগে বাটনহোলের দায়িত্বে নিযুক্ত সিক্সথ অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস-প্রেসিডেন্টের কাছে যায়।

অবশ্য কাজটা করার পেছনে যুক্তি আছে টোবির। রোবট এ-এল সেভেনটি-সিক্স নিখোঁজ হবার পর থেকে, গত কয়েক ঘণ্টায় সারা দেশ থেকে তার কাছে প্রচুর ফোন এসেছে। সবার বক্তব্য এক—তারা অমুক জায়গায় রোবটের সন্ধান পেয়েছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে একেবারে ভুয়া খবর। এমন অবস্থায় মেজাজ ঠিক রাখতে পারে কেউ?

স্যাম টোবি ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে। কংগ্রেশনাল ইনভেস্টিগেশনের দাবিও উঠেছে ইতোমধ্যে। অথচ পৃথিবীর প্রতিটি বিখ্যাত রোবট বিজ্ঞানী এবং পদার্থ বিজ্ঞানী জানিয়েছেন হারানো রোবটটি মানুষের জন্যে মোটেই হুমকি নয়।

স্যাম টোবির মানসিক অবস্থা বিবেচনা করেই তার জেনারেল ম্যানেজার অনেকক্ষণ মুখ বুজে থাকল, কারণ র‍্যানডলফ পেনের খবরটা যে ভুয়া নয় তা সে ঠিক ধরতে পেরেছে। ভুয়া হলে পেন কি করে জানল হারানো রোবটটার সিরিয়াল নম্বর এ-এল সেভেনটি-সিক্স এবং তাকে

www.BanglaBook.org

লুনার স্টেশন ১৭-তে পাঠানোর কথা? কোম্পানি হারানো রোবটের বিজ্ঞপ্তিতে এত তথ্য দেয়নি।

বসের মাথা একটু ঠাণ্ডা হলে জেনারেল ম্যানেজার ঘটনাটা খুলে বলল। প্রায় দেড় মিনিট গুম হয়ে বসে থাকল টোবি, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে।

ফোন আসা থেকে কাজে নেমে পড়ার আগ পর্যন্ত, ওই তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঘটে গেল আরেকটি ঘটনা। র‍্যানডলফ পেন প্ল্যান্ট অফিসারের কাছে মেসেজ দিতে ফোন করতে গিয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে অপর পক্ষ লাইন কেটে দিতে সে হতাশ হয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে এল। এবার সঙ্গে একটা ক্যামেরা নিয়ে এসেছে পেন। মুখের কথায় বিশ্বাস না করুক, ছবি তো আর মিথ্যা বলবে না।

এ-এল সেভেনটি-সিক্স নিজের কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত। পেনের কারখানার অর্ধেকেরও বেশি জিনিস সে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে। প্রায় দুই একর জমি ভরে গেছে বাতিল লোহার জঞ্জালে। তার মধ্যে উবু হয়ে বসে রোবট রেডিও টিউব, লোহার পাত, তামার তার আর জং পড়া ইস্পাতের টুকরো-টাকরা নিয়ে একমনে কাজ করে যাচ্ছে। পেনের দিকে তার নজর নেই। ওদিকে পেন মাটির ওপর পেট দিয়ে শুয়ে পড়েছে, হাতে ক্যামেরা। দুর্দান্ত কয়েকটা শট নেয়ার অপেক্ষায়।

ঠিক এই সময় ট্রাক নিয়ে অকুস্থলে, রাস্তার মোড়ে এসে হাজির হল সেমুয়েল অলিভার কুপার। সামনের দৃশ্যটা দেখে মুখ হাঁ হয়ে গেল তার বিস্ময়ে। পেনের কাছে আসছিল সে ইলেকট্রিক টোস্টার নামের অর্বাচীন যন্ত্রণাটাকে নিয়ে। হারামজাদার একটা অভ্যাস হয়েছে রুটি ঢোকালেই লাথি মেরে বের করে দেয়। আর সে রুটির এমন জঘন্য স্বাদ কল্পনাতীত নয়।

কিন্তু পেনের কুটিরের সামনে এসে পোস্টারের কথা বেমালুম ভুলে ট্রাক ঘুরিয়ে হাঁ হাঁ করে সে কেন শহরের দিকে ছুটল তা ব্যাখ্যা করার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নেই। শরতের ঝকঝকে সকালে, মৃদু-মন্দ হাওয়া খেতে খেতে ধীর স্থির ভাবে গাড়ি চালিয়ে আসছিল কুপার। কিন্তু ফিরতি পথ ধরল সে এমন স্পীডে যে তার ছুটে পালানো দেখে সহকর্মী ড্রাইভারদের অনেকেই বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল।

www.BanglaBook.org

পথে কোথাও স্পীড কমাল না কুপার, প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে তার হ্যাট উড়ে গেল, টোস্টার কোথায় ছিটকে পড়ল তার হদিসও মিলল না। শেরিফ সন্ডারসের অফিসের দেয়ালে গোত্তা খেয়ে অবশেষে হুঁশে এল কুপার।

বিধ্বস্ত ট্রাক থেকে ওকে কয়েকটা সদয় হাত নেমে পড়তে সাহায্য করল। পরবর্তী ত্রিশ সেকেন্ডে হাঁপাতে হাঁপাতে সে কয়েকবার মুখ খুলল কথা বলার জন্য। কিন্তু হাঁ করাই সার, স্বর বেরোল না গলা থেকে।

শেরিফের লোকজন ওকে সুস্থির হতে হুইস্কি দিল, বাতাস করল। শেষে যখন গলা থেকে আওয়াজ বেরুল কুপারের, অসংলগ্ন কথাগুলো ঠিক এমন শোনাল:—দানব—সাত ফুট লম্বা—বাড়ি ভেঙে চুরমার—বেচারা রেনি পেন—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আস্তে আস্তে কুপারের কাছ থেকে জানা গেল সমস্ত ঘটনা : ওটা ছিল সাত ফুট লম্বা ধাতব এক দানব, আট বা নয় ফুট হওয়াও বিচিত্র নয়, র‍্যানডলফ পেনের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ওটা, র‍্যানডলফ পেন আহত হয়ে পড়ে ছিল লাশের মতো, দরদর করে রক্ত ঝরছিল শরীর বেয়ে। আরো জানা গেল দানবটা পেনের বাড়িতে রীতিমত ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল, হঠাৎ সে কুপারের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, আর ভীত সন্ত্রস্ত কুপার এক চুলের জন্যে রক্ষা পায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।

শেরিফ সন্ডারস তার স্ফীত উদরে বেল্টটা টাইট করে বেঁধে বলল, 'এটা নির্ঘাত সেই যন্ত্র মানব যেটা পিটার্সবোরোর ফ্যাক্টরি থেকে পালিয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে ইতোমধ্যে সাবধান করেও দেয়া হয়েছে। হেই, জেক, হ্যানাফোর্ডে যারা বন্দুক ছুঁড়তে জানে তাদের সবাইকে ডেকে নিয়ে এস। দুপুরের মধ্যে সবার চেহারা এখানে আমি দেখতে চাই। আর কুপারকে তার সহাসী ভূমিকার জন্যে একটা ডেপুটি ব্যাজ পরিয়ে দাও। আর হ্যাঁ, বেরুবার আগে বিধবা মিসেস পেনের কাছে গিয়ে সুকৌশলে তাকে দুঃসংবাদটা জানিয়ে এস। বেচারী না জানি আবার কত কান্না-কাটি করে?'

পরে জানা গেল, স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে প্রথমে মিরান্ডা পেনের তেমন কোনো ভাবান্তর হয়নি। বরং দুঃসংবাদটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে খবর নিয়েছে স্বামীর ইনসিওরেন্স পলিসিগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। পেন

www.BanglaBook.org

কেন তার পলিসির অ্যামাউন্ট দ্বিগুণ করে যায় নি এ জন্য সে প্রয়াত স্বামীর বোকামো নিয়ে ভর্ৎসনা করতেও ছাড়েনি। শেষে অপঘাতে মরা স্বামীর জন্যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসেছে।

এদিকে নিজের করুণ মৃত্যু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন র‍্যানডলফ পেন অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে তার তোলা ছবিগুলোর নেগেটিভ দেখছে ডার্করুমে বসে। রোবটের কার্যকলাপের চিত্তাকর্ষক দৃশ্যগুলো চমৎকার উঠে এসেছে, ক্যামেরায়। এগুলোর এখন নানা ক্যাপশন দেয়া যায়। যেমন : 'ভ্যাকুয়াম টিউবের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন রোবট,' 'তার ছিঁড়ে দু'টুকরো করার কাজে ব্যস্ত রোবট,' 'রোবট স্ক্রু ড্রাইভার ওয়েল্ডিং করছে,' 'ভয়ঙ্কর শক্তিতে রিফ্রিজারেটর ভেঙে ফেলছে রোবট,' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন শুধু ছবিগুলো প্রিন্ট করার অপেক্ষা। খুশি মনে নিজের ডার্করুম থেকে বেরিয়ে এল পেন, একটা সিগারেট ধরিয়ে খেজুরে আলাপ জুড়ে দিল এ-এল সেভেনটি-সিক্সের সাথে।

গল্পে মশগুল ছিল বলে র‍্যানডলফ পেন লক্ষ্য করেনি পাশের জঙ্গল দ্রুত ভরে যাচ্ছে গাঁয়ের কৃষকদের ভিড়ে। তাদের প্রত্যেকের চেহারায় ভয়ের ছাপ স্পষ্ট, হাতে অস্ত্র হিসেবে যে যা পারে নিয়ে এসেছে। দা-খোন্তা আর মান্ধাতা আমলের বন্দুক থেকে শুরু করে পোর্টেবল মেশিনগান পর্যন্ত। অবশ্য ভারী অস্ত্রটা শেরিফ নিজেই বহন করছে। তার অবশ্য জানা নেই পিটার্সবোরো থেকে ইতোমধ্যে স্যাম টোবি জনা ছয় রোবট বিজ্ঞানী নিয়ে ঘণ্টায় একশো বিশ মাইল বেগে হাইওয়ে ধরে এদিক পানেই ছুটে আসছে। তারও উদ্দেশ্য হারানো রোবটটিকে কব্জা করা।

ঘটনা যখন গা টানটান করা চরম ক্ল্যাইম্যাক্সে পৌঁছতে যাচ্ছে, র‍্যানডলফ পেন তখন আত্ম-তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ধোঁয়া ফুঁকছে আর এ-এল সেভেনটি-সিক্সের দিকে তাকিয়ে আছে কৌতূহলী দৃষ্টিতে।

রোবটটাকে তার খানিক পাগল মনে হচ্ছে। র‍্যানডলফ পেন একান্ত নিজের জন্যে নিত্য ব্যবহার্য যে সব জিনিসপত্র মাঝে মাঝে তৈরি করে, সে সব মানুষকে দেখালে তাদের চোখ কোটর ছিড়ে বেরিয়ে আসতে চাইবে। এ সব কাজে অত্যন্ত দক্ষ পেন। কিন্তু এ-এল সেভেনটি-সিক্স চোখের সামনে যে জিনিসটি তৈরি করে চলেছে তা পেনের চোদ্দগুষ্ঠিও

www.BanglaBook.org

পারবে না। রিউব গোল্ডবার্গের মতো যন্ত্রের যাদুকরও রোবটের কাজ দেখলে ঈর্ষার খিঁচুনি দিতে দিতে মরে যেতেন। পিকাসো বেঁচে থাকলে চিত্র কলা বাদ দিয়ে দিতেন। কারণ রোবটের দক্ষতার কাছে নিজেকে তাঁর নিশ্চয়ই নস্যি মনে হত।

সত্যি বলতে কি, এমন জিনিস জীবনে দেখেনি পেন। একবার সেকেন্ড হ্যান্ড একটা ট্রাক্টরের গায়ে একটা পুরানো কিন্তু শক্তিশালী আয়রন বেসের ছবি দেখেছিল র‍্যানডলফ পেন। তার চোখের সামনে যেন সেই জিনিসটাই দাঁড় করানো। তবে এটার গায়ে অসংখ্য তার, টিউব, হুইল ইত্যাদি এমনভাবে সংযুক্ত যে গোটা কাঠামোটাকে ভীতিকর ও রোমহর্ষক লাগল। সব মিলে জিনিসটা দেখতে হয়েছে একটা মেগাফোনের মতো।

পেনের ইচ্ছে করল মেগাফোনের ভেতরে একবার উঁকি দিয়ে দেখে। কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। অনেক মেশিন কোনো পূর্বাভাস না দিয়েই অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হয়েছে, এমন ঘটনা বহু জানা আছে পেনের, স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতাও কম নয়। সে ডাকল, 'হেই আল।'

মুখ তুলে চাইল রোবট। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে এক টুকরো পাতলা ধাতব খণ্ড যন্ত্রের ভেতরে ঢোকাচ্ছিল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, পেন?'

'এটা কি জিনিস?' দশ ফুট লম্বা পোলদুটোকে দেখিয়ে জানতে চাইল পেন।

'এটা দিয়েই ডিজিন্টো বানাচ্ছি—তারপর আমার আসল কাজ শুরু করতে পারব। স্টান্ডার্ড মডেলের একটা "ইমপ্রুভমেন্ট" হচ্ছে এটা।' উঠে দাঁড়াল রোবট, হাঁটুর ধুলো ঝাড়ল, শব্দ উঠল ঠন ঠন, তারপর গর্বিত নজর বোলাল নিজের সৃষ্টির দিকে।

শিউরে উঠল পেন। ইমপ্রুভমেন্ট! তা হলে চাঁদে যে জিনিসটা ওরা লুকিয়ে রেখেছে না জানি ওটা আরো কত ভয়ঙ্কর। হায়রে স্যাটেলাইট! তোর দিন শেষ।

'এতে কাজ হবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অবশ্যই।'

'কি করে বুঝলে?'

'কাজ হতেই হবে। কারণ নিজের হাতে এটাকে বানিয়েছি আমি। এখন শুধু আরেকটা জিনিস দরকার আমার। ফ্ল্যাশলাইট দিতে পারবে?'

'আছে বোধহয় একটা', বলে চট করে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল পেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে।

রোবট ফ্ল্যাশলাইটের তলা খুলে কাজ শুরু করে দিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল কাজ। এক পা পিছিয়ে এল সে। বলল, 'আর কোনো সমস্যা নেই। এখন এটা স্টার্ট দেব। তুমি ইচ্ছে করলে দেখতে পার।'

প্রস্তাবটার লাভ-ক্ষতি মনে মনে বিচার করে এক মুহূর্ত পরে পেন বলল, 'এটা নিরাপদ তো?'

'একটা বাচ্চাও মেশিনটাকে চালাতে পারবে।'

'তাই।' কাষ্ঠ হাসি হাসল পেন, কাছের সবচেয়ে মোটা গাছটার পেছনে আড়াল নিয়ে বলল, 'শুরু করে দাও। তোমার ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে।'

এ-এল সেভেনটি-সিক্স ভীতিকর চেহারার লোহা-লক্কড়ের স্তূপটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'তাহলে দেখ!' তার হাত জোড়া এগিয়ে গেল মেশিনের দিকে।

ভার্জিনিয়ার হ্যানাফোর্ড কাউন্টির কৃষকরা রীতিমত প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে এগিয়ে আসছে পেনের বাড়ির দিকে। তাদের বৃত্তটা ধীরে ধীরে ঘন হয়ে উঠছে। রক্তে তাদের যুদ্ধের উন্মাদনা জেগেছে, শিরদাঁড়ায় যেন বয়ে যাচ্ছে উত্তেজনার স্রোত।

শেরিফ সন্ডারসের মুখ দিয়ে বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে এল শব্দগুলো: 'সংকেত দিলেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করবে—একমাত্র লক্ষ্য চোখ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্যাকব লিঙ্কার, শেরিফের ডেপুটি, তার বসের পাশে চলে এল। 'আপনার কি মনে হয় এই যন্ত্রমানবটা ভেগে যেতে পারে?' ভেগে গেলে যে খুশি হবে সে ভাবটুকু গোপন রাখতে পাল না জেক।

'জানি না,' খেঁকিয়ে উঠল শেরিফ। 'দরকার হলে জঙ্গলেই ওর মুখোমুখি হব আমরা।'

'কিন্তু কারো কোনো সাড়া শব্দ তো পাচ্ছি না। কেমন অস্বাভাবিক নীরব চারদিক। মনে হচ্ছে পেনের বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা।'

ব্যাপারটা মনে না করিয়ে দিলেও চলত। শেরিফ সন্ডারসের গলায় মস্ত একটা ডেলা বাঁধল, তিন ঢোকে ওটাকে নিচে নামাতে হল। 'নিজের জায়গায় যাও', আদেশ করল সে, 'ট্রিগারে আঙুল রেখে প্রস্তুত হয়ে থাকে।'

বন ভূমির কিনারায় চলে এসেছে ওরা। চট করে চোখ বন্ধ করে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল শেরিফ। কয়েক মুহূর্ত ওভাবেই থাকল সে। কিছুই ঘটল না দেখে অবশেষে চোখ মেলল।

এবার যন্ত্র মানবটিকে চোখে পড়ল তার। শেরিফের দিকে পেছন ফিরে অদ্ভুত দর্শন একটা যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে কি যেন করছে রোবট। যন্ত্রটা থেকে হেঁচকি তোলার মতো শব্দ উঠছে। শেরিফ দেখতে পেল না অদূরে, আরেকটা গাছের আড়ালে র‍্যানডলফ পেন দাঁড়িয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

শেরিফ সন্ডারস বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়, মেশিনগান তুলল। গুলি করবে। রোবট তখনো ঝুঁকে আছে, হঠাৎ কাকে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এইবার দেখ।' শেরিফ মাত্র মুখ খুলেছে তার দলের লোকদেরকে গুলি করার হুকুম দেয়ার জন্যে, ঠিক সেই সময় ধাতব আঙুল দিয়ে একটা সুইচ টিপে দিল রোবট।

সত্তর জন প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতি সত্ত্বেও তারপর কি ঘটল সে বর্ণনা দেয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শেরিফ গুলি করার হুকুম দেয়ার জন্যে মুখ খোলার পরে আসলে কি হয়েছে সে সম্পর্কে ওই সত্তর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জনের কারুরই পেটে বোমা মেরে একটা শব্দ পর্যন্ত বের করা যায়নি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তারা এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকল। কেউ প্রশ্ন করলে তাদের চেহারা হয়ে উঠত সবুজ, প্রশ্ন কর্তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত কেটে পড়ত তারা।

তবু, বাতাসে ভেসে বেড়ান, দু'একটা গুজবকে জোড়া লাগিয়ে শেষে যে গল্পটা দাঁড় করান গেল তা হল এই :

শেরিফ সন্ডারস হাঁ করেছিল; এ-এল সেভেনটি-সিক্সও সঙ্গে সঙ্গে টিপে দিয়েছিল সুইচ। কাজ শুরু করে দিল ডিজিন্টো। চোখের পলকে জঙ্গলের পঁচাত্তরটি গাছ, দুটো খড়ের গাদা, তিনটে গরু এবং ডাকবিল মাউন্টেনের তিনটে চুড়ো স্রেফ বাষ্প হয়ে উড়ে গেল বাতাসে।

শেরিফ সন্ডারসের হাঁ করা মুখ হাঁ-ই থাকল যেন অনন্তকাল ধরে, কিন্তু হুকুম বা নির্দেশ কিছুই এল না তার কাছ থেকে। তারপর—

তারপর বাতাসে যেন প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হল, তীব্র, শোঁ-ও-ও-ও শব্দ ভেসে এল, র‍্যানডলফ পেনের বাড়ির ঠিক মাঝখানে ঘন লাল রঙের বিদ্যুৎ চমকে উঠল পরপর কয়েকবার, এবং নিমিষে নেই হয়ে গেল শেরিফ বাহিনী।

শেরিফ বাহিনীর খানিক আগের অবস্থানের চিহ্ন বলতে শুধু পাওয়া গেল মাটিতে ছড়ানো-ছিটানো কতগুলো অস্ত্র, এর মধ্যে শেরিফের নিকেল প্লেটের, এক্সট্রা র‍্যাপিড ফায়ারের সহজে বহনযোগ্য মেশিনগানটিও আছে। আরো রয়েছে প্রায় পঞ্চাশটি হ্যাট, কয়েকটি আধ-খাওয়া সিগার এবং আরো টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র। কিন্তু মানুষজনের কোনো চিহ্নই নেই।

তবে শেরিফ বাহিনীর শুধু একজনের খোঁজ পাওয়া গেল বনের মধ্যে। প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। সে ল্যাঙ্ক জেক। সম্ভবত সবার পেছনে ছিল বলে আজব ঘূর্ণিঝড় তাকে উড়িয়ে নিতে পারেনি। তবে যেটুকু ধাক্কা খেয়েছে জেক, তাতেই প্রায় কম্ম সাবাড় হতে চলছিল।

www.BanglaBook.org

তার সন্ধান পেল স্যাম টোবির লোকেরা। তারাও ইতোমধ্যে পিটার্সবোরো থেকে এসে পড়েছে। টোবি রুদ্ধশ্বাসে ল্যাঙ্ক জেককে জিজ্ঞেস করল, 'র‍্যানডলফ পেনের বাড়ি কোন দিকে?'

এক মুহূর্তের জন্য জেক তার প্রায় নিষ্প্রাণ চোখ জোড়া টোবির চোখে রাখল। তারপর বলল, 'ভায়া, আমি যেদিক যাচ্ছি না সেদিকে আপনারা যান।'

কি অবাক কাণ্ড! বলতে না বলতে হাপিশ হয়ে গেল ল্যাঙ্ক জেক। দিগন্তে, গাছের ওপরে ক্রমশ ছোট হয়ে আসা বিন্দুটাই হয়তো জেক, অনুমান করল টোবি। তবে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারল না। ওদিকে আরো ছোট ছোট বিন্দু দেখা যাচ্ছে, গাছের মগডালে যেন লটকে আছে। টোবির অবশ্য জানার কথা নয় ওরা শেরিফ বাহিনী, ঘূর্ণিঝড় উড়িয়ে নিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে তাদেরকে ওখানে।

কিন্তু আমাদের র‍্যানডলফ পেনের কি হল?

সুইচ টেপার পাঁচ সেকেন্ড বিরতির পরে সে দেখল ডাকবিল মাউন্টেনের চুড়ো অদৃশ্য হয়ে গেছে চোখের সামনে থেকে। শুরুতে সে বড় বড় গাছের নিচে, ঘন ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল; শেষের দিকে দেখা গেল সে গাছের একেবারে মগডালে উঠে গেছে, ঝুলছে ওখানে অসহায়ের মতো। কি করে মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপরে উঠে এল পেন জানে না। সে শুধু জানে রোবটটা তার এতদিনের সঞ্চিত সম্পদ একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। চোখের সামনে থেকে পুরস্কারের টাকার চেহারা মুছে গিয়ে সেখানে উদয় হল আদালত, পুলিশ, আর্ডার চার্জ, এবং মিরান্ডি পেনের ক্রোধে উন্মত্ত চেহারা। বিশেষ করে মিরান্ডির চিন্তা তাকে খুবই সন্ত্রস্ত এবং বিচলিত করে তুলল।

মগডাল থেকে কিভাবে নেমে এসেছে জানে না পেন। কারণ রাগে তার শরীর তখন চিড়বিড় করে জ্বলছে। কর্কশ গলায়, ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে শুরু করল সে, 'এই রোবট! এই হারামজাদা রোবট! তোর ওই অলক্ষুণে জিনিস এক্ষুণি ভেঙে ফ্যাল। চিরদিনের জন্যে ধ্বংস করে দে। তোর সাথে কোনোদিন আমার দেখা হয়েছিল সে কথাও ভুলে যা। তুই আমার কে রে? তোকে আমি চিনি না জানি না। আমি চাই না এ নিয়ে

www.BanglaBook.org

কোনোদিন তুই কারো সাথে কথা বলিস। সব ভুলে যাবি। আমার কথা কানে ঢুকেছে?'

রোবট তার আদেশ মানবে তা ভেবে কিন্তু এত কথা বলেনি পেন। গায়ের ঝাল ঝেড়েছে সে। এবং গালি-গালাজ করে এতক্ষণে একটু শান্তও হল। তবে পেনের জানা ছিল না রোবটরা মানুষের আদেশ সব সময়ই মেনে চলতে বাধ্য। তবে অন্য কোনো মানুষের ক্ষতি হয় এমন ধরনের আদেশ মানতে শুধু তাদের নিষেধ করা হয়েছে।

এ-এল সেভেনটি-সিক্স শান্ত ভঙ্গিতে র‍্যানডলফ পেনের হুকুম তামিল করল। দেখতে দেখতে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল ডিজিন্টো।

পায়ের তলায় শেষ টুকরোটাকেও পিষে গুঁড়ো করে দিচ্ছে রোবট, এমন সময় সেখানে স্যাম টোবি তার দলবল নিয়ে হাজির হয়ে গেল। দূর থেকে র‍্যানডলফ পেন ওদেরকে দেখেই বুঝে ফেলল রোবটের আসল মালিক চলে এসেছে, সে আর দেরি না করে ভোঁ দৌড় দিল যে দিকে দু'চোখ যায়, সে দিকে।

পুরস্কারের কথা বেমালুম ভুলে গেছে সে।

রোবটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অস্টিন ওয়াইল্ড ঘুরে দাঁড়াল স্যাম টোবির দিকে। 'রোবটটার কাছ থেকে কিছু জানতে পারলেন?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল টোবি, গলার গভীর থেকে ঘোঁৎঘোতানি বেরিয়ে এল। 'কিচ্ছু না। একেবারেই কিছু জানতে পারিনি। কারখানা থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তার কথা একেবারে ভুলে গেছে রোবট। ওকে নিশ্চয়ই সব কথা ভুলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। নইলে ওর স্মৃতিশক্তি এমনভাবে লোপ পেতে পারে না। ভাবছি লোহা-লক্কড়ের জঞ্জাল দিয়ে রোবটটা কি করছি?'

'আমিও তাই ভাবছি। তবে আমার ধারণা রোবট আসলে একটা ডিজিন্টো তৈরি করেছিল। পরে আবার ধ্বংস করে ফেলেছে। কোনো হারামজাদা ওকে ডিজিন্টো ধ্বংসের আদেশ দিয়েছে যদি জানতে পারতাম ধরতে পারলে ব্যাটাকে স্লো টর্চারিং করে বারোটা বাজিয়ে দিতাম। আরে, ওদিকে দেখুন তো।'

www.BanglaBook.org

ওরা বিস্মিত চোখে তাকাল ডাকবিল মাউন্টিনের দিকে। এখন অবশ্য ওটাকে 'মাউন্টিন' বলে চেনার উপায় নেই। চুড়োগুলো নিখুঁতভাবে যেন কেউ চেঁছে ফেলেছে।

'ডিজিন্টো বানিয়েও ছিল বটে একখানা', বলল ইঞ্জিনিয়ার। 'পাহাড়টাকে একেবারে সমান করে দিয়েছে।'

'কিন্তু ওটা তৈরি করতে গেল কেন সে?' কাঁধ নাচাল ওয়াইল্ড। 'কি জানি! ডিজিন্টো কিভাবে তৈরি করতে হয় সেই কারিগরী বিদ্যা ওর পজিট্রনিক ব্রেনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। তবে কেন সে ওটা তৈরি করতে গিয়েছিল তার জবাব বোধহয় কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। আমরা ওই ডিজিন্টোকেও কোনোদিন পাব না।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। রোবটটাকে তো পেয়েছি।'

'তাতে অনেক কিছুই আসে যায়,' ক্ষুব্ধ শোনাল ওয়াইল্ডের কণ্ঠ। 'ডিজিন্টো নিয়ে কখনো কাজ করেছেন আপনি? ওরা প্রচুর এনার্জি খায়। মিলিয়ন ভোল্টের পোটেনশিয়াল তৈরি না করা পর্যন্ত আপনি তো এ নিয়ে আর কোনো কাজই শুরু করতে পারবেন না। তবে এই ডিজিন্টোর কাজের ধারা ছিল আলাদা। আমি একটু আগে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এটার জঞ্জাল পরীক্ষা করে শক্তির আসল উৎসের কথা জেনে গেছি। জানেন কি আবিষ্কার করেছি?'

'কি?'

'এই যে এটা! এ জিনিস দিয়ে কি করে সে এতবড় জিনিস চালাল মাথায় ঢুকছে না আমার।'

অস্টিন ওয়াইল্ড হাতের তালুতে যে জিনিসটা দেখাল স্যামি টোবিকে, যা দিয়ে ডিজিন্টো মহাশক্তিধর যন্ত্রে পরিণত হয়ে আধ সেকেন্ডের মধ্যে আস্ত একটা পাহাড় উড়িয়ে দিয়েছে, তা আর কিছুই নয়—এক জোড়া ফ্ল্যাশ লাইটের ব্যাটারি!

■ অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্য হেযিং

আর্কটুরাস-এর দ্বিতীয় গ্রহে অবস্থিত আর্কটুরাস ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে ছুটির সময় চলছে, ছাত্র-ছাত্রী একেবারেই কম। তার উপর আবার বেশ গরম পড়েছে। মাইরন টুবাল সোফোমার খুব বিরক্তি বোধ করছিল। সে চাচ্ছিল কেউ একজন এসে তার সঙ্গে কথা বলুক। এই আশায় আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লাউঞ্জে ঢুকল। অবশেষে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একজন আছে। ভেগা-র পঞ্চম গ্রহের সবুজ রঙের চামড়াওয়ালা যুবক বিল সেফান।

টুবালের মতো সেফান? ছুটিতে ক্যাম্পাসেই রয়ে গেছে একটা মেক-আপ পরীক্ষার জন্য।

টুবাল অনেকট বিড় বিড় করেই সেফানকে অভিবাদন জানাল। তারপর তার লোমহীন বিশাল দেহটা চেয়ারে ধপ করে বসে এলিয়ে দিল। বলল, 'যে সব নতুন ছাত্রছাত্রী আসার কথা তাদের দেখছ?'

'এখনই? এখন তো নতুন সেমিস্টার শুরু হয়নি।'

একটা হাই তুলে টুবাল বলল, 'এবার দেখলাম একেবারে নতুন প্রজাতির কিছু ছাত্র এসেছে। সোলারিয়ান সিস্টেম থেকে তারা-ই প্রথম এসেছে—দশজন।'

'সোলারিয়ান সিস্টেম? মানে মাত্র বছর তিনেক আগে গ্যালাকটিক ফেডারেশনে যোগ দিয়েছে যারা?'

'ওটাই। তাদের বিশ্ব—রাজধানীর নাম মনে হয় পৃথিবী।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

'তা তাদের ব্যাপারে কি?'

'না, কিছু না। তারা এসেছে, এই-ই আর কি। এদের কারো কারো ঠোঁটের উপর চুল আছে। দেখতে অত্যন্ত আজগুবি লাগে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া তারা অন্যান্য দশ-বারোটা হিউম্যানয়েড প্রজাতির মতনই।'

কথাবার্তা এতটুকু হতেই হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। দৌড়ে ভেতরে ঢুকেছে রী ফোরেস। ছোট খাট আকারের সে। সে ডেনেব-এর একক গ্রহ থেকে এসেছে। মাথা ভর্তি ছোট ছোট ধূসর চুলের ঝাঁক। তার বড় বড় বেগুনী রঙের চোখে উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট। কোনো রকমে সে বলল, 'এ্যাই, পৃথিবীর মানুষদের তোমরা দেখেছ?'

সেফান বলল, ' কেউ কি এই বিষয়টা পরিবর্তন করবে না? টুবাল-ও এই ব্যাপারেই বলছিল।'

'বলছিল নাকি?' কিছুটা হতাশ হয়ে বলল সে, 'কিন্তু—কিন্তু সে কি বলেছে যে, তারা জাতি হিসাবে অস্বাভাবিক। গ্যালাকটিক ফেডারেশনে ঢুকার সময় তারা অনেক হৈ-চৈ বাঁধিয়েছিল।'

'কিন্তু তাদের দেখে তো ভালোই মনে হল।' বলল টুবাল।

'আমি তাদের বাহ্যিক অবস্থার কথা বলছি না।' বিরক্ত হয়ে বলল ডেনেববাসী ফোরেস, 'এখানে আমি তাদের মনস্তত্ত্বের দিকটা বলছি। মনোবিজ্ঞানের আলোকে বলছি।' ফোরেস অবশ্য মনোবিজ্ঞানের ছাত্র। তার মুখে এ রকম কথাই থাকা স্বাভাবিক।

'ও-ও, মনস্তত্ত্ব! তা এ ব্যাপারে তাদের সমস্যা কোথায়?'

'তাদের সমষ্টিগত মনস্তত্ত্বের সাথে মনোবিজ্ঞানের শেখানো জ্ঞানের কোনো মিল নেই,' বক বক করে বলে যেতে লাগল ফোরেস, 'সংখ্যায় বাড়লে অন্যান্য হিউম্যানয়েডরা যেমন শান্ত হয়ে যায় তাদের বেলা তা হয় না। সংখ্যায় বাড়লে তারা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠে। ঝগড়া-ফ্যাসাদ আর মারামারিতে লিপ্ত হয়। সংখ্যায় যত বাড়ে, ফ্যাসাদ তত বাড়ে। এমন কি আমরা একটা নতুন গাণিতিক নোটেশন আবিষ্কার করেছি, যা দিয়ে এই সমস্যাগুলো সামাল দেওয়া যাবে। এই দেখ!'

www.BanglaBook.org

পকেট-প্যাড বের করল ফোরেস চট করে। কিন্তু, সে আর কিছু করার আগেই তার পকেট প্যাডটা ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিল টুবাল। বলল, 'এ্যাই, আমার মাথায় একটা দারুন আইডিয়া এসেছে।'

'তাহলেই হয়েছে আর কি!' বিড়বিড় করল সেফান। টুবাল পাত্তা দিল না তার কথায়। বরং একটু হেসে নিজের মসৃণ মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'শোনো।' তারপর ফিসফিস করে অনেকটা ষড়যন্ত্রের মতো কি যেন বলল বাকি দু'জনের কানে কানে।

অ্যালবার্ট উইলিয়ামস, পৃথিবীবাসী, তন্দ্রার মধ্যে-ই টের পেল কে যেন তার পাঁজরে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচাচ্ছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল উইলিয়ামসের। ঝট করে মুখটা পাশে ঘুরিয়ে বোকার মতো এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল তার পাশে বসে থাকা ছায়াটির দিকে। ঢোক গিলল, তারপর-ই দ্রুতবেগে হাত বাড়াল লাইটের সুইচের দিকে। 'নোড়ো না।' বলল তাকে ছায়ামূর্তি। ক্লিক করে একটা শব্দ হল। চিকন একটা আলো পড়ল শুধু উইলিয়ামসের মুখে।

চোখ পিটপিট করে সে বলল, 'তুমি আবার কোন বদমাশ?'

'বিছানা থেকে নাম, বলল ছায়ামূর্তি। পোশাক পরে নাও আর আমার সাথে চল।'

উইলিয়ামস রাগে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'পারলে নিয়ে যাও দেখি।'

কোনো উত্তর আসল না। কিন্তু আলোটা ছায়ামূর্তি তার অন্য হাতে একটি যন্ত্রের উপর ফেলে উইলিয়ামসকে দেখাল। যন্ত্রটার নাম "নিউরোনিক হুইপ"। ছোট্ট একটা যন্ত্র যেটা দিয়ে ভোকাল কর্ড অবশ করে দেওয়া যায় এবং ব্যথার অনুভূতি সৃষ্টি করা যায়।

একটা ঢোক গিলল উইলিয়ামস। বিছানা থেকে নেমে এসে চুপচাপ পোশাক পরল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, এখন আমাকে কি করতে হবে?'

ইশারায় দরজার দিকে দেখাল ছায়ামূর্তি, বলল, 'হাঁটতে থাক।' উইলিয়ামস রুম থেকে বের হয়ে আসল করিডোরে। নিস্তব্ধ করিডোর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরে হাঁটতে লাগল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একেবারে আটতলা নেমে এল পিছনে না তাকিয়ে। অবশেষে একেবারে বাইরে ক্যাম্পাসের চত্বরে গিয়ে থামল। তার পিঠে একটা ধাতব নলের মতো কিছু ছুঁয়ে আছে।

আগন্তুক প্রশ্ন করল, 'ওবেল হল-টা কোথায় জান?'

উইলিয়ামস মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানাল। তারপর হাঁটতে লাগল। যখন ওবেল হল-এর কাছে আসল তখনো তাকে থামতে বলা হল না। সে হেঁটে হেঁটে ইউনিভার্সিটি এভিনিউ-এ উঠে পড়ল। আরো আধা মাইল হেঁটে সে এসে পৌঁছল গাছপালার মধ্যে। সেখানে আবছা অন্ধকারে একটা স্পেমশিপ দাঁড়িয়ে আছে। একটা দরজা খুলেছে সেটার গায়ে।

সে অবশেষে ভেতরে ঢুকে একটা ছোট ঘরে এসে দাঁড়াল। ভেতরের আলোতে চোখ পিটপিট করে ঘরের আশেপাশে তাকাল। দেখতে পেল সেখানে আগে থেকেই কয়েকজন বন্দী আছে এবং এরা সবাই তার সাথেই আসা পৃথিবীবাসীরা।

সে জোরে জোরেই গুনতে লাগল।

'সাত, আট, নয় এবং আমাকে নিয়ে হল দশ। তারা আমাদের সবাইকে ধরেছে বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'মনে হওয়ার কিছু নেই,' রাগে গরগর করে বলল এরিক চেম্বারলেন, 'এটা নিশ্চিতভাবেই ঘটেছে। আমি এখানে একঘণ্টা ধরে বন্দী হয়ে আছি।'

'তা তোমার হাতে ঐ দাগটা কিসের?'

' যে আমাকে ধরে এনেছে ঐ বদমাশ ইঁদুরটাকে ঘুষি মেরেছিলাম। ওটার মুখ এই স্পেসশিপের দেওয়ালের মতোই শক্ত।'

উইলিয়ামস মেঝেতে বসে দেওয়ালে মাথা হেলান দিল। বলল, 'এখানে কি ঘটছে সে ব্যাপারে কারো কি কোনো ধারণা আছে?'

'অপহরণ!' জানাল জো সুইনী, ভয় পেয়েছে সে।

'কেন?' ঘোঁত ঘোঁত করল চেম্বারলেন, 'যতদূর জানি আমাদের মধ্যে কেউ কোটিপতি নয়। অন্তত আমি তো নই!'

www.BanglaBook.org

উইলিয়ামস বলল, 'দেখ, একবারেই কিছু ধারণা করা ঠিক হবে না। অপহরণ বা ঐ জাতীয় কিছুর সম্ভাবনা নেই। এখানের বাসিন্দারা অপরাধী হতে পারে না। গ্যালাকটিক ফেডারেশনের অন্তর্গত এইসব জাতিরা শুনেছি মন-মানসিকতার দিকে এতই উপরে উঠেছে যে তারা তাদের সমাজে অপরাধপ্রবণতা প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছে।'

'ডাকাত', বিড় বিড় করে বলল লরেন্স মার্শ, 'মনে হয় না কিন্তু এটা একটা মতামত মাত্র।'

'পাগল!' বলল উইলিয়ামস, 'ডাকাতি যা কিছু হয় তা হয় মহাশূন্যের সীমান্ত এলাকাগুলোয়। এই এলাকায় বহু বছর ধরেই উন্নত সভ্যতা বিরাজ করছে।'

'কিন্তু এদের কাছে তো অস্ত্র আছে', বলল জো, 'এবং এটা আমার পছন্দ নয়।' চোখ পিটপিট করছে জো কারণ তার মোটা কাঁচের চশমাটা তার হোস্টেলের রুমেই সে ফেলে এসেছে।

'এটা তেমন কোনো ব্যাপার নয়', জানালো উইলিয়ামস, 'এখন আমি ভাবছি, এখানে আমরা এই দশজন যারা মাত্র "আর্কটুরাস-ইউ"-তে এসেছি, আমাদের সবাইকে প্রথম রাতেই যার যার রুম থেকে বের করে এনে এই স্পসশীপে একসাথে আটকে রাখা হয়েছে। এটার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।'

সিডনী মর্টন দুহাতের মাঝে গুঁজে রাখা মাথাটা তুলে ঘুম জড়ানো গলায় বলল, 'এটা নিয়ে আমিও ভেবেছি। মনে হয় তারা আমাদের নিয়ে রসিকতা করছে। সবাই শুনে রাখ, মনে হয় এখানকার বাসিন্দারা প্রথম রাতে আমাদের নিয়ে একটু রসিকতা ও হাসাহাসির ব্যবস্থা করেছে।'

'একদম ঠিক,' একমত হল উইলিয়ামস, 'আর কারো অন্য কোনো ধারণা আছে কি?'

সবাই চুপ করে থাকল। আবার বলতে থাকল উইলিয়ামস, 'ঠিক আছে তাহলে। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, আমি এখন ঘুমাব। ওরাই প্রয়োজন পড়লে আমাকে জাগাক।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ সময় হঠাৎ স্পেসশিপটা নড়ে উঠল। ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল উইলিয়ামস, বলল, 'আচ্ছা, তাহলে আমরা উড়ছি—আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

এদিকে স্পেসশীপটির কন্ট্রোল রুমে বিল সেফান ঢুকল, সেখানে রী ফোরেস খুব উত্তেজনায় ডগমগ করছে। ফোসের জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম চলছে ওখানে?'

'খুবই খারাপ,' বলল সেফান বিরক্তিভরে, 'তারা মোটেই তেমন উত্তেজিত হচ্ছে না, বরং তারা ঘুমাতে যাচ্ছে।'

'ঘুম! তাদের সবাই? কিন্তু, তারা কথাবার্তা কি বলেছে?'

'আমি কিভাবে জানব? তারা গ্যালাকটিক ভাষায় কথা বলছিল না, তাদের ঐ বিদেশী ভাষা আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না।'

ফোরেস বিরক্ত হয়ে বাতাসে একটা হাত চালাল।

এবার টুবাল বলল, 'শোনো ফোরেস, আমি তোমাদের জন্য আমার একটা ক্লাস বাদ দিয়ে এই কাজে এসেছি। তুমি গ্যারান্টি দিয়েছিলে, তাই। এটা যদি ফ্লপ হয় তাহলে আমি কিন্তু পছন্দ করব না।'

অসহিষ্ণুভাবে এবার বলল ফোরেস, 'তোমরা দু'জন দেখি একেবারে ভীতুর ডিম! তোমরা কি আশা করো যে, তারা একেবারে সাথে সাথেই চিৎকার, চ্যাঁচামেচি, হাতাহাতি শুরু করে দেবে? আমরা স্পাইকান সিস্টেমে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করো তোমরা।'

সেফান চেয়ারে হেলান দিয়ে চিন্তিতভাবে বলল, 'ধরো কেউ যদি, যেমন, প্রেসিডেন্ট উইন—এই ব্যাপারটা জেনে যায় তাহলে?'

'এটা একটা মজা মাত্র। তারা ব্যাপারটাকে হাল্কা ভাবেই নেবে।' বলল টুবাল।

'বোকার মতো কথা বল না টুবাল। এটা ছেলেখেলা নয়। পুরো স্পাইকান সিস্টেমটিতেই বলতে গেলে গ্যালাকটিক শীপের প্রবেশ নিষেধ এবং তুমি সেটা জান। ঐ সিস্টেমে একটা সাব-হিউম্যানয়েড জাতি আছে। ঐ জাতি নিজে থেকে আন্তঃনক্ষত্র যাত্রার ব্যাপারটা আবিষ্কার না করা পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা নিষেধ করা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছে। এটা আইন হিসাবে ঘোষিত হয়েছে এবং বেশ কড়াকড়ি করা হচ্ছে। যদি আইনের কেউ জেনে ফেলে তবে আমাদের ধরে একেবারে স্যুপ বানিয়ে খেয়ে খেলবে।'

টুবাল চেয়ারে ঘুরে বসে বলল, 'প্রেসিডেন্ট প্রেক্সি উইন কিভাবে জানবে? যদিও ব্যাপারটা ক্যাম্পাসে জানাজানি না হলে অর্ধেক মজাই নষ্ট, তবুও বলছি, আমাদের মধ্যে কেউ না জানাল ব্যাপারটা তো কেউ জানবে না।'

'ঠিক আছে', বলল সেফান। কাঁধ ঝাকি দিয়ে টুবাল বলল, 'হাইপার-স্পেস-এ যাবার জন্য তৈরি হও।'

একটা বোতামে চাপ দিল সে। স্পেসশীপ হাইপার-স্পেসে ঢুকে গেল।

বন্দীদের মধ্যে লরেন্স মার্শ তার হাত ঘড়ি দেখল, বলল, 'ছত্রিশ ঘণ্টা হয়ে গেছে। আমার মনে হয় এখন তাদের এই রসিকতা থামানো উচিত।'

'এটা কোনো সাধারণ রসিকতা হচ্ছে না।' বলল সুইনী, 'অনেক বেশি সময় পর হয়ে গেছে।'

উইলিয়ামস রেগে গিয়ে বলল, ' কেন ভয়ে আধমরা হয়ে আছ তোমরা? তারা আমাদের নিয়মিত খেতে দিচ্ছে, দিচ্ছে না? তারা আমাদের বেঁধে রাখেনি, রেখেছে? আমি বলছি যে তারা আমাদের যত্নের প্রতি খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখছে।'

'অথবা', কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠল সিডনী মর্টন। 'জবাই করার আগে আমাদের খাইয়ে দাইয়ে মোটা করছে।'

থেমে গেল মর্টন। বাকী সবাই-ও স্থির হয়ে গেল। স্পেসশীপটার গুঞ্জনের পরিবর্তন শুনে সবাই টের পেয়েছে একটা ব্যাপার। এরিক চেম্বারলেন হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে বলল, 'দেখেছ! স্পেসশীটা আবার স্বাভাবিক স্পেস-এ ফিরে এসেছে। তার মানে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে আর মাত্র দুই বা এক ঘণ্টা লাগবে এটার। এখনই আমাদের কিছু করা উচিত।'

'কিন্তু কি?' জিজ্ঞেস করল উইলিয়ামস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমরা এখানে দশজন আছি, তাই না?' চিৎকার করে বলল চেম্বারলেন। 'যখন আবার খাবার দিতে কেউ আসবে আমরা তাকে কোন না কোনোভাবে পাকড়াও করব।'

'আর সে যে সাথে সব সময় নিউরোনিক হুইপ নিয়ে ঘোরে, সেটার কি হবে?' সুইনী বলল।

'ওটা দিয়ে কাউকে মেরে ফেলা সম্ভব নয়। আমাদের সবাইকে কাবু করার আগেই আমরা তাকে ধরে ফেলব।'

'এরিক,' ভোতাভাবে বলল উইলিয়ামস। 'তুমি একটা বোকা।' রাগের চোটে চেহারা লাল হয়ে গেল এরিক চেম্বারলেনের। হাতের আঙ্গুলগুলো মুঠি পাকিয়ে বলল, 'আমি কিন্তু এখন মারামারির মুডে আছি। আরেকবার আমাকে ওভাবে কিছু বলে দেখ দেখি।'

'শান্ত হও!' উইলিয়ামস তাকিয়েও দেখল না সেদিকে। 'আমরা সবাই চিন্তিত এবং বন্দী। কিন্তু তার মানে এই না যে, আমরা সবাই একসাথে পাগল হয়ে যাই। যা-ই হোক, এখনো পর্যন্ত সে রকম পরিস্থিতি আসেনি। প্রথমত আমাদের খাবার দিতে যে আসে তার কাছে হুইপ থাকুক বা না থাকুক, তাকে পাকড়াও করা সম্ভব হবে না।' আমরা শুধু একজনকেই দেখেছি, সে হচ্ছে আর্কটুরিয়ান সিস্টেমের লোক। সে সাত ফুটের বেশি লম্বা, ওজনে যথাসম্ভব তিনশো পাউন্ডের বেশি। শুধু এক হাতের ধাক্কায়ই সে আমাদের দশজনকে একসাথে ফেলে দিতে পারে। তুমি ইতোমধ্যেই তার সাথে মারামারি করে কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছো, এরিক।'

সবাই চুপচাপ বসে রইল।

উইলিয়ামস আরো যোগ করল, 'এবং যদি আমরা ঐ লোকটিসহ এই স্পেসশীপের সকল লোকদের কাবু-ও করি, তবুও আমরা বিপদের মধ্যেই রয়ে যাব। কারণ, আমরা এখন কোথায় আছি, কিভাবে আমাদের ফিরতে হবে এবং কিভাবে এই স্পেসশীপটি চালাতে হয়, এসব ব্যাপারে এই মুহূর্তে আমাদের সামান্যতম ধারণাও নেই।' একটু থেমে উইলিয়ামস আবার বলল, 'তাহলে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যত্তোসব!' বলে চেম্বারলেন অন্যদিকে ঘুরে চুপ করে বসে রইল। দড়াম করে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল বিশালদেহী আর্কটুরিয়ান। এক হাতে সবার খাবার। অন্য হাতে নিউরোনিক হুইপ। খাবারের ক্যানগুলো সে ঢেলে দিল মেঝেতে।

' শেষ খাবার।' জানাল আর্কটুরিয়ান।

সবাই হন্তদন্ত হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাওয়া ক্যানগুলো নিয়ে নিল। মর্টন তার ক্যানটা হাতে নিয়ে দেখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গ্যালাকটিক ভাষায় বলল, 'অন্য কোনো খাবার দিতে পার না? এই একই খাবার খেতে খেতে বিরক্তি ধরে গেছে। এই চতুর্থবারে মতো একই খাবারের ক্যান দিয়েছ?'

'তাতে কি? এটা তোমাদের শেষ খাবার।' চট করে পাল্টা উত্তর দিল আর্কটুরিয়ানবাসী, তারপর চলে গেল।

সবাই স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তাদের মধ্যে কেউ একজন ঢোক গিলে হাঁসফাঁস করে বলল, ' শেষ খাবার বলতে ও কি বুঝাচ্ছে?'

'ওরা আমাদের মেরে ফেলবে!' সুইনীর চোখ গোল গোল হয়ে গেছে, তার গলার স্বরে আতঙ্কের চিহ্ন।

উইলিয়ামস-এর মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। এবং সে সুইনীর দ্বারা সৃষ্ট সংক্রামক ভয়ের প্রতি রাগ অনুভব করছে। কিন্তু রাগ থামাল সে। সুইনী মাত্র সতেরো বছরের একটা ছেলে। গম্ভীর স্বরে সে বলল, 'এখন একটু শান্ত হয়ে বসবে, নাকি? চল খেয়ে নেই।'

ঘণ্টা দুয়েক পর স্পেসশীপের ঝাকুনি থেকে তারা বুঝতে পারল যে স্পেসশীপটা কোথাও ল্যান্ড করেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোনো কথা বলেনি। কিন্তু উইলিয়ামস বুঝতে পারছে প্রতি মুহূর্তে ভয় সবার উপর আরো ভালোমতো চেপে বসছে।

স্পাইকা তে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীবাসী দশজন একসাথে স্পাইকার একটি পাথুরে এবড়ো-থেবড়ো পাহাড়ের চূড়ায় হেঁটে যাচ্ছে। তাদের অপহরণকারী তিনজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে বন্দীদের সাথে কথা বলছে শুধু আর্কটুরিয়াবাসী টুবাল। ভেগাবাসী সবুজ চামড়াওয়ালা বিল সেফান এবং লোমে আচ্ছন্ন ছোটখাট শরীরের ডেনেববাসী রী ফোরেস শান্তভাবে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

www.BanglaBook.org

'আমরা তোমাদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি,' বলল টুবাল গম্ভীরভাবে, 'এবং ঐ আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট কাঠ-ও দিয়ে যাচ্ছি। আগুন জ্বালিয়ে রাখলে জন্তু জানোয়ার কাছে ভিড়বে না। একজোড়া হুইপ আমরা যাওয়ার আগে তোমাদের জন্য রেখে যাব। কারণ, এই গ্রহের আদিবাসীরা কোনো ঝামেলা করতে আসলে হুইপগুলো তোমাদের আত্মরক্ষার কাজে আসবে। খাদ্য, পানীয় আর আশ্রয়ের ব্যাপারে তোমাদের নিজেদেরই মাথা খাটাতে হবে।'

টুবাল পিছনে ফিরল। সেই মুহূর্তে চেম্বারলেন হঠাৎ গর্জে উঠে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার পিঠের উপর। এক হাতের ঝটকায় তাকে ছিটকে ফেলে দিল টুবাল।

অপহরণকারী তিনজন স্পেসশিপে ঢুকে গেল। প্রায় সাথে সাথেই স্পেসশিপটা মাটি ছেড়ে উঠে পড়ল এবং আকাশের দিকে ছুটে গেল। উইলিয়ামস অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল।

'তারা আমাদের কাছে দুটো হুইপ রেখে গেছে। আমি একটা নিচ্ছি, আরেকটা তুমি নাও, এরিক।'

একে একে সবাই মাটিতে বসে পড়ল আগুনটাকে ঘিরে, সবাই ভয় পেয়ে আছে, আতঙ্কিত অবস্থা।'

উইলিয়ামস জোর করে মুখে হাসি আনল। বলল, 'সমস্যা কি। আমরা দশজন আছি। ঐ তিনজন যখন ফিরে আসবে তখন আমরা দেখিয়ে দেব যে, পৃথিবীবাসীরাও ঝামেলা সহ্য করে টিকে থাকতে জানে। তাই না? কি বল তোমরা?' উইলিয়ামস লক্ষহীনভাবেই কথাগুলো বলে যাচ্ছিল।

এবার মর্টন বলল, 'তার চেয়ে তুমি কেন চুপ করছ না? তুমি তো পরিস্থিতি ভালো করতে পারবে না।'

উইলিয়ামস হাল ছেড়ে দিল। তার পেটের ভিতরটাও ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে গোধূলি আলো চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। আগুনটাও আস্তে আস্তে কমতে কমতে একেবারে শেষ হয়ে গেল। মার্শ হঠাৎ ঢোক গিলল, তার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। কোনো রকমে বলল, 'কিছু—কিছু একটা এদিকে আসছে!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবাই ভয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে।

'তুমি পাগল,' বলতে শুরু করল উইলিয়ামস। কিন্তু সে-ও থেমে গেল এটুকু বলেই, কারণ, কানে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে সে যে, কিছু একটা তাদের দিকেই আসছে।

'হুইপ তৈরি রাখ।' চিৎকার করে বলল সে এরিককে। জো সুইনী হঠাৎ হাসতে শুরু করল—অপ্রকৃতস্থের হাসি, উচ্চ স্বরগ্রামের তীক্ষ্ণ হাসি।

এবার আরেকটা তীক্ষ্ণ ও তীব্র চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। অন্ধকারে ছায়াটা তাদের তাড়া করে আসছে।

এদিকে অন্যদিকেও ঘটনা ঘটছে। টুবালের স্পেসশিপ মহাকাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। বিল সেফান বসে আছে কন্ট্রোলে। টুবাল বসেছিল নিজের ছোট রুমটায়, সাথে ছিল ফোরেস। তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। পৃথিবীবাসীদের সাথে মজা করার ব্যাপারটা নিয়ে টুবাল বলল, 'এটা ক্যাম্পাসের ইতিহাসে এমন একটা স্মরণীয় মজা হয়ে থাকবে যা—'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হল। আলো নিভে গেল।

দুজনই দেওয়ালের সাথে একেবারে এক ঝটকায় লেগে গেল যেন। ফোরেস ঢোক গিলে হাঁফাতে হাঁফাতে কোনো রকমে বলল, 'সর্বনাশ, আমরা তো একেবারে ফুল স্পীডে চলতে শুরু করেছি! ইকুইলাইজারটার কি হল?'

'ইকুইলাইজার বাদ দাও!' চিন্তায় গর্জে উঠে বলল টুবাল দাঁড়িয়ে উঠে, 'স্পেসশিপটার কি হয়েছে তা ভাব।'

টুবাল টলতে টলতে অন্ধকার করিডোরে বের হয়ে এল। পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসল ফোরেস। দুজনে যখন হুড়মুড় করে কন্ট্রোল রুমে ঢুকল, তখন দেখল সেফান মৃদু ইমার্জেন্সী আলোগুলোর মধ্যে বসে ভয়ে ঘামছে, ফলে তার সবুজ চামড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'ধূমকেতু', খরখরে স্বরে বলল সেফান, 'আমাদের পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউটারটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সব পাওয়ার এখন যাচ্ছে গতি বাড়ানোর কাজে। আলো, হিটিং ইউনিট আর রেডিও কোনো পাওয়ার পাচ্ছে না। ভেন্টিলেটরগুলো কোনোমতে কাজ করছে।' আবার যোগ

www.BanglaBook.org

করল সে, 'এবং সেকশন-ফোর ফুটো হয়ে গেছে।' টুবাল বন্যভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুদ্ধু! ম্যাস্ ইন্ডিকেটরে চোখ রাখনি কেন?'

'আমি চোখ রেখেছিলাম। বুঝলে, চর্বির পাহাড় কোথাকার?' চিৎকার করে উঠল সেফান, 'কিন্তু, সেটা কোনো সিগন্যাল দেয়নি। সেটা কোনো—সিগন্যাল—দেয়নি! মাত্র দুইশো ক্রেডিট দিয়ে ভাড়া করা, সেকেন্ড হ্যান্ড লক্কড় ঝক্কড় মার্কা স্পেসশীপ থেকে এটা-ই কি আশা করা উচিত না? ম্যাস ইন্ডিকেটরের স্ক্রীনটা একেবারে খালি ছিল।'

'চুপ করো!' বলে স্পেসস্যুটের কম্পার্টমেন্টের দরজাটা খুলে ফেলল টুবাল। আবার বলল, 'এগুলো আর্কটুরিয়ান সাইজের। তুমি পারতে পারবে ঠিকমতো, সেফান?'

'হয়তো।' সেফান বলল যথেষ্ট সন্দেহ নিয়ে।

পাঁচ মিনিটের ভেতর তারা দু'জন স্পেসস্যুট পরে স্পেসশীপটির বাইরে বের হয়ে গেল মেরামতের উদ্দেশ্যে। আধা ঘন্টা পর আবার এসে ঢুকল ভিতরে।

টুবাল হেড-পিসটা খুলে প্রচণ্ড বিরক্তিকর অভিব্যক্তি জানালো।

তা দেখে ফোরেস ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বলতে চাও ঠিক করা সম্ভব নয়?'

টুবাল মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক করতে আমরা পারব, কিন্তু সময় লাগবে, রেডিও একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই বাইরে থেকে কোনো সাহায্য-ও পাব না।'

'সাহায্য!' ফোরেস যেন বেশ ধাক্কা খেয়েছে, 'তাহলেই হয়েছে আর কি, আমরা যে অন্যায়ভাবে স্পাইকান সিস্টেমের মধ্যে রয়েছি, এ ব্যাপারে কি ব্যাখ্যা দেব? রেডিও কল পাঠানো আর আত্মহত্যা করা আমাদের জন্য একই কথা। কোনো বাইরের সাহায্য ছাড়া যদি আমরা ফিরে যেতে পারি শুধু তবেই আমরা নিরাপদ। আরো কয়েকটি ক্লাস মিস দিলে আমাদের খুব সমস্যা তো হবে না।'

সেফান এবার বলল, 'কিন্তু, স্পাইকান ফোর-এ রেখে আসা হৈ-চৈকারী পৃথিবীবাসীদের কি হবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোরেস কিছু বলার জন্য মুখ খুলল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। আবার তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

দুশ্চিন্তায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে অসুস্থ দর্শন হিউম্যানয়েডটির মতো চেহারা হল ফোরেসের। এবং এটা ছিল মাত্র শুরু।

দেড় দিন লাগল স্পেসশিপের পাওয়ার লাইন ঠিক করতে। আরো দুইদিন লাগল পূর্ণ গতিবেগ কমিয়ে সাধারণ গতিবেগে নামিয়ে আনতে। আরো চারদিন লাগল স্পাইকা ফোর-এ এসে পৌঁছতে। সব মিলিয়ে প্রায় আট দিন।

মাঝ সকালের দিকে একটা সময়ে স্পেসশিপটা, স্পাইকা চার-এর যে জায়গাটায় পৃথিবীবাসীদের নামানো হয়েছিল তার উপর এসে চক্কর দিতে লাগল। টেলিভাইজার দিয়ে নিচে দেখতে দেখতে টুবালের মুখটা হতাশায় ঝুলে পড়ল। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সে বলল, 'আমরা তাদের একটা আদিবাসী গ্রামের ঠিক পাশে নামিয়ে দিয়েছিলাম। পৃথিবীবাসীদের কোনো চিহ্ন-ই পাচ্ছি না।'

সেফান চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'এটা খুব খারাপ।'

টুবাল দুহাতে মুখ গুঁজে রেখেছে। বলল, 'সব শেষ। তারা যদি ভয়েই মারা গিয়ে না থাকে, তাহলে আদিবাসীরা তাদের শেষ করেছে। নিষিদ্ধ সোলার সিস্টেমে ঢোকাটাই যেখানে যথেষ্ট অপরাধ, সেখানে ব্যাপারটা এখন খুনের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে বলে মনে হয়।'

'আমাদের এখন যা করতে হবে,' বলল সেফান, 'তা হচ্ছে, নিচে নেমে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, এখনো যতজন পৃথিবীবাসী জীবিত আছে, তাদের। এটুকু করা এখন আমাদের দায়িত্ব হয়ে পড়েছে তাদের প্রতি। তারপর—' আর কিছু বলতে পারল না সে, থেমে গিলল।

ফোরেস ফিসফিস করে সেফানের বাকী কথাটা শেষ করে দিল, 'তারপর, ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা বাদ পড়ব, সাইকো-রিভিশন হবে তারপর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।'

'ভুলে যাও ওসব।' চিৎকার করে বলল টুবাল, 'যখন সময় আসবে তখন দেখা যাবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধীরে, খুব ধীরে, স্পেসশিপটি চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে এসে নামল সে জায়গাটায়, যেখানে আটদিন আগে দশজন পৃথিবীবাসীকে ফেলে রেখে সেটা চলে গিয়েছিল।

'এখানকার আদিবাসীদের আমরা সামলাব কিভাবে?' ফোরেসের দিকে চেয়ে এক ভুরু তুলে জানতে চাইল টুবাল (যদিও ভুরুতে কোনো চুল নেই তার, কারণ, তারা লোমহীন জাতি) 'সাব-হিউম্যানয়েড মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যা জান এখন কাজে লাগাও। আমরা সংখ্যায় শুধু তিনজন এবং আমি কোনো সমস্যা চাই না।'

দুশ্চিন্তায় কুঁচকে থাকা লোমশ মুখে ফোরেস জানালো, 'আমিও সে ব্যাপারেই ভাবছিলাম, টুবাল, কিন্তু, এই আদিবাসীদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।'

'কি?' এক সাথে চিৎকার করে উঠল সেফান আর টুবাল।

'কেউ-ই জানে না,' তাড়াতাড়ি যোগ করল ফোরেস, 'সত্যি কথা এটা। সাব-হিউম্যানয়েডরা পুরোপুরি সভ্য হওয়ার আগে তাদের ফেডারেশনে নেওয়া হয় না, ততদিন তাদের মোটামুটি একঘরে করেই রাখা হয়। তোমাদের কি মনে হয়, এই অবস্থায় তাদের মনস্তত্ত্ব জানার সুযোগ কেউ পেয়েছে?'

টুবাল বসে পড়ে বলল, 'পরিস্থিতি দেখি প্রতি মুহূর্তে আরো ভালো হচ্ছে, চিন্তা করো, লোমমুখো, কোনো একটা বুদ্ধি দাও!'

ফোরেস মাথা চুলকিয়ে বলল, 'আচ্ছা—উঁউঁ—আমরা যতটুকু করতে পারি তা হচ্ছে তাদের সাথে স্বাভাবিক হিউম্যানয়েডদের মতো আচরণ করতে পারি। যদি আমরা মাথা ঠাণ্ডা রেখে, বেশি নড়াচড়া না করে, দু'হাতের তালু দুদিকে ছড়িয়ে, ধীরে ধীরে আদিবাসীদের কাছে যাই, তাহলে তারা হয়তো আমাদের ভালোভাবে নেবে। মনে রেখ, আমি "হয়তো" কথাটা বলছি। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলছি না।'

'চল যাই, আর নিশ্চিত হই,' অধৈর্যভাবে তাড়া দিল সেফান, 'এটা তেমন বড় কিছু না আর এখন। পৃথিবীবাসীদের যদি না পাই তাহলে আর

www.BanglaBook.org

বাসায় ফেরার দরকার নেই আমার।' আতঙ্কগ্রস্তের মতো দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, 'যখন আমি ভাবি আমার পরিবার-পরিজন আমাকে কি বলবে—' তারা স্পেসশিপ থেকে নেমে এসে বাতাসের গন্ধ শুঁকল। সূর্য মাঝ আকাশে একটা কমলা রঙের বড় বাস্কেটবলের মতো ঝুলে আছে। পাশে জঙ্গলের মধ্যে একটা পাখি একবার কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

'হুম!' দুহাত বুকের কাছে ভাঁজ করে বলল টুবাল, 'ঘুম পাড়ানোর জন্য যথেষ্ট। কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও। এখন দেখা যাক, গ্রামটা কোন দিকে?'

প্রথমে তিনজনের মধ্যে তিন রকমের মতামত দেখা গেল। কিন্তু, অবশেষে টুবালের মতটাই মেনে নিল বাকী দু'জন, তারপর এক সাথে রওনা দিল জঙ্গলের দিকে।

জঙ্গলের একশো ফিট ভেতর ঢোকার পর জঙ্গল যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। গাছগুলোর ডাল থেকে আদিবাসীরা নিঃশব্দে লাফিয়ে নামতে লাগল। আদিবাসীদের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল ফোরেস আর সেফান।

শুধু বিশালদেহী টুবাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারল। আদিবাসীরা একযোগে আক্রমণ চালিয়েছে, কিন্তু, তার হাতের বাড়ি খেয়ে সবাই ছিটকে পড়তে লাগল চারদিকে। দু'হাতে আদিবাসীদের ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে একটা গাছের গায়ে নিজের পিঠ ঠেকাল টুবাল।

এখানে একটা ভুল করল টুবাল। ঐ গাছটির একেবারে নীচের একটা ডালে এক আদিবাসী বসেছিল। তার বুদ্ধি অন্যান্যদের চেয়ে বেশি। টুবাল ইতোমধ্যেই খেয়াল করেছে যে আদিবাসীদের লম্বা, মাংসল লেজ আছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব জাতির মধ্যে হোমো গামা সেফেয়াস জাতিই দ্বিতীয় জাতি, এই আদিবাসীরা ছাড়া, যাদের লেজ আছে বলে দেখল টুবাল। কিন্তু, একটা জিনিস সে খেয়াল করল না, সেটা হল, এই আদিবাসীদের লেজগুলো অনেক শক্তিশালী।

সেটা একটু পরেই টের পেল সে, নীচের ডালে বসে থাকা আদিবাসীটা তার লেজ দিয়ে টুবালের গলা পেঁচিয়ে ধরল শক্তভাবে।

www.BanglaBook.org

টুবাল যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। তার ছটফটানীতে ডালে বসা ঐ আদিবাসী ছিটকে পড়ল ডাল থেকে, শূন্যে এ পাশে ও পাশে পাক খেতে লাগল। কিন্তু, এতো কিছু সত্ত্বেও লেজের প্যাঁচ আলগা করল না।

টুবালের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসল। মাটিতে পড়ার আগেই জ্ঞান হারাল টুবাল।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরল টুবালের। জ্ঞান ফিরতেই গলায় ও ঘাড়ে ব্যথার অনুভূতিটা পেল। হাত দিয়ে ঘাড় ডলতে গিয়ে বুঝতে পারল হাত শক্ত করে বাঁধা। বিপদের সম্ভাবনায় টান টান হয়ে গেল টুবাল। হাত পা বেঁধে তাকে উপুড় করে ফেলে রাখা হয়েছে। তার পাশে একইভাবে পড়ে আছে সেফান আর ফোরেস। টুবাল দেখল তার শক্ত বাঁধন খুলে নিজেকে মুক্ত করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

'এ্যাই, সেফান, ফোরেস! শুনতে পাচ্ছে আমার কথা?'

সেফান উত্তর দিল আনন্দিতভাবে, 'ওহ্, তুমি তাহলে বেঁচে আছ আর্কটুরিয়ান ছাগল কোথাকার। আমরা তো ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ।'

'আমি এত সহজে মরব না,' ঘোঁতঘোঁত করল টুবাল। 'আমরা এখন কোথায়?'

কিছুক্ষণ চুপ থাকল তারা।

'আচ্ছা, এই আদিবাসীরা সব কোথায়?'

কথা থেমে গেল টুবালের। কারণ, হঠাৎ করে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে আদিবাসীরা। কালো শরীর, লম্বা লেজওয়ালা আদিবাসীরা। সংখ্যায় কয়েকশো হবে। মাথায় পালক গোঁজা তাদের, হাতে বল্লম।

এদের মধ্যে কয়েকজন একটু ভিন্ন। তাদের পরনে চামড়ার পোশাক, মুখে কাঠখোদাই করে বানানো মুখোশ। মনে হয় এরা সর্দার জাতীয় কিছু হবে।

এই সর্দারদের মধ্যে একজন সাবধানে মেপে মেপে পা ফেলে তিনজনের কাছে এসে দাঁড়াল।

'হ্যালো,' বলল ঐ সর্দার, এবং মুখোশটা খুলে ফেলল, 'এতে তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। টুবাল আর সেফানের মুখে যেন কথা হারিয়ে গেছে। ফোরেসের বিষম খেয়ে কাশি উঠে গেল। ভয়ানকভাবে সে কাশতে লাগল।

অবশেষে লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে টুবাল বলল, 'তুমি পৃথিবীবাসীদের একজন, তাই না?'

'ঠিক। আমি অ্যালবার্ট উইলিয়ামস। আমাকে শুধু "অ্যাল" বলেই ডেক।'

'তারা তোমাকে এখনো মেরে ফেলে নি?'

উইলিয়ামস খুশির হাসি হাসল। বলল, 'তারা আমাদের কাউকেই মারে নি।'

এবার অভিবাদনের ভঙ্গি করে সে বলল, 'এই আদিবাসী গোত্রের নতুন দেবতাদের সাথে পরিচিত হও।'

'নতুন কি?' কাশতে কাশতে বলল ফোরেস।

' দেবতা। দুঃখিত, গ্যালাকটিক ভাষায় দেবতা শব্দটির সমার্থক কোনো শব্দ নেই।'

' দেবতা শব্দটি দিয়ে কি বুঝায়?'

'এক ধরনের অলৌকিক শক্তিধর ব্যক্তিত্ব—যারা উপাসনার বস্তু। বুঝতে পারছ না?'

বন্দী তিনজনকে খুব খুশি মনে হল না এ কথা শুনে।

'হ্যাঁ,' হেসে বলল উইলিয়ামস, 'আমরা বিরাট অলৌকিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এখন তাদের চোখে।'

' তোমরা কি বলছ এসব?' অবাক হয়ে জানতে চাইল টুবাল।

'তারা কেন তোমাদের বিরাট অলৌকিক ক্ষমতাশালী লোক ভাববে? তোমরা পৃথিবীবাসীরা তো দৈহিক গঠনের দিক থেকে এভারেজ-এর নিচে—অনেক নিচে!'

'এটা আসলে মনস্তত্ত্বের ব্যাপার,' ব্যাখ্যা দিল উইলিয়ামস, 'তারা যদি আমাদের একটা রহস্যময়, উজ্জ্বল যানে চড়ে নামতে দেখে, ঐ যান যদি আবার আগুনের রকেট চালিয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়—তবে তারা

www.BanglaBook.org

আমাদের অলৌকিক শক্তির অধিকারী ভাবতে বাধ্য। এটা হচ্ছে মৌলিক বর্বর মনস্তত্ত্ব।'

ফোরেসের চোখদুটো যেন উত্তেজনায় বের হয়ে আসতে উইলিয়ামসের কথা শুনতে শুনতে। উইলিয়ামস বলে চলল, 'তাহলে এখন বল, তোমরা এখানে কি করছ? আমরা ধরে নিয়েছিলাম তোমরা আমাদের প্রথম দিনে আমাদের নিয়ে মজা করছ, তাই নয় কি?'

হঠাৎ বলে উঠল সেফান, 'আমার মনে হয় তুমি আমাদের বোকা বানাচ্ছ! যদি তারা তোমাদের দেবতা ভেবে থাকে, তাহলে আমাদের-ও দেবতা ভাবছে না কেন? আমরা-ও তো স্পেসশিপে চড়েই এসেছি, এবং—'

'ওই ব্যাপার,' বলল উইলিয়াম্‌স্‌, 'আমাদের একটু হাত আছে। আমরা তাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেছি—ছবি আর চিহ্ন এঁকে—যে, তোমরা হচ্ছ শয়তান। তোমরা যখন আবার ফিরে এলে তখন তারা তোমাদের ধরার জন্য প্রস্তুত ছিল।'

'কি?' জিজ্ঞাস করল ফোরেস বোকার মতো, 'এই "শয়তান" শব্দের মানে কি?'

উইলিয়ামস হতাশ ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমরা, গ্যালাক্সির লোকেরা কি কিছুই জান না?'

টুবাল তার ঘাড় ব্যথা নিয়ে ধীরে ধীরে মাথাটা ঘোরাল উইলিয়ামসের দিকে, বলল, 'এখন আমাদের ছেড়ে দাও না কেন? আমার ঘাড় খুব ব্যথা করছে।'

'তোমার এত তাড়া কেন? হাজার হোক, আদিবাসীরা তোমাদের এখানে ধরে এনেছে আমাদের সম্মানে উৎসর্গ অর্থাৎ মেরে ফেলার জন্য।'

'মেরে ফেলার জন্য!'

'অবশ্যই। তোমাদের তারা ছুরি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করবে।' আতঙ্কে তিনজন একেবারে চুপ হয়ে আছে।

অবশেষে টুবাল কোনো রকমে বলল, 'আমাদের এভাবে ভয় দেখাতে পারবে না। আমরা পৃথিবীবাসী নই যে, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে হৈ-চৈ শুরু করব, তোমরা তা জান।'

www.BanglaBook.org

'ও-হ্যাঁ, আমরা সেটা জানি! আমি তোমাদের বোকা বানাচ্ছি না মোটেও। কিন্তু, সাধারণ বর্বর মনস্তত্ত্ব সবসময়ই ছোট খাট প্রাণ উৎসর্গের পক্ষে বলে থাকে, এবং—'

সেফান তার বাঁধন আলগা করার বৃথা চেষ্টা করল এবং রাগের চোটে ফোরেসের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করল।

বলল, 'আমার মনে আছে, তুমি বলেছিলে সাব-হিউম্যানয়েডদের মনস্তত্ত্ব কেউ জানে না! নিজের অজ্ঞানতা ঢাকার চেষ্টা করছিলে, তাই না? লোমমুখো, ভেগাবাসী গিরগিটির বাচ্চা কোথাকার! এখন আমরা এক বিরাট বিপদে পড়েছি!'

ফোরেস চুপসে গিয়ে কিছু একটা বলতে লাগল—'এখন, থাম! শুধু-উইলিয়ামস ভাবল যে কৌতুকটা অনেক দূর এগিয়েছে। এখন থামানো যাক।'

'শান্ত হও,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল সে—'আমাদের নিয়ে চালাকি মজা করার তোমাদের ফন্দীটা উল্টো তোমাদের মুখের উপরই গিয়ে ফেটেছে—খুব সুন্দরভাবেই ফেটেছে—কিন্তু, আমরা এটা আর বেশি লম্বা করতে চাই না। আমার মনে হয়, আমরা তোমাদের নিয়ে যথেষ্ট মজা করেছি। সুইনী এখন আদিবাসী সর্দারের সাথে কথা বলে বোঝাচ্ছে যে, আমরা তোমাদের তিনজনকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, এখান থেকে চলে যেতে পারলে আমি খুশি-ই হব—একটু অপেক্ষা করো, সুইনী আমাকে ডাকছে।'

একটু পর যখন উইলিয়ামস আবার ফিরে এল তখন তার চেহারার ভাব পাল্টে গেছে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে, সত্যি বলতে, প্রতি মুহূর্তেই যেন তার দুশ্চিন্তার ভাবটা আরো বেড়ে যাচ্ছে।

'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে,' বলল সে বড় একটা ঢোক গিলে—'আমাদের পাল্টা মজাটা-ও আমাদের মুখের উপর এসে ফেটেছে। আদিবাসী সর্দার তোমাদের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য জোর করছে!'

সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বন্দি তিনজন পরিস্থিতিটা বুঝে নিচ্ছে, কোনো কথা বের হল না তাদের মুখ দিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি সুইনীকে বলেছি,' উইলিয়ামস ভারাক্রান্ত মুখে বলল, 'আদিবাসী সর্দারকে গিয়ে বলতে যে, যদি তারা আমাদের আদেশ মতো কাজ না করে তবে তাদের উপর ভয়ানক বিপদ নেমে আসবে। কিন্তু, এটা পুরো একটা ধাপ্পা এবং ঐ সর্দার হয়তো এর ফাঁদে ধরা দেবে না। ওহ্—আমি দুঃখিত, বন্ধুরা। আমার মনে হয় ঘটনা অনেক বেশি গড়িয়ে গেছে। যদি পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যায় তাহলে আমরা তোমাদের বাঁধন কেটে দেব যেন আমাদের পক্ষে। যুদ্ধে যোগ দিতে পার তোমরা।'

'এখনই আমাদের বাঁধন কেটে দাও,' ঘড়ঘড় করে বলল টুবাল। আতঙ্কে তার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। 'যা হবার এখনই হোক।'

'দাঁড়াও!' পাগলের মতো চিৎকার করে বলল ফোরেস—'পৃথিবাসীদের প্রথমে কিছুটা মনস্তত্ব ব্যবহার করে দেখতে দাও। চিন্তা করো, পৃথিবীবাসীরা। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ, এই বিপদ থেকে আমাদের সবাইকে উদ্ধার করার কোনো পথ পাও কি না!'

উইলিয়ামস অনেকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর অনেকটা দুর্বল স্বরে বলল, 'আদিবাসী সর্দারের অসুস্থ স্ত্রী-কে আমরা বাঁচাতে পারি নি। ঐ মহিলা গতকাল মরে গেছে। ফলে ইতোমধ্যেই আমাদের দেবতাসুলভ সম্মান তাদের চোখে কিছুটা কমে গেছে। আমাদের এখন যা দরকার তা হচ্ছে, একটা অবাক করা অলৌকিক কোনো কাজ বা কিছু। ইয়ে—বন্ধুরা, তোমাদের পকেটে কি কি জিনিস আছে?'

উইলিয়ামস তাদের পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে পকেট পরীক্ষা করতে লাগল। ফোরেসের পকেট আছে একটি পকেট-প্যাড, এক তাঁড়া ক্রেডিট এবং আরো টুকিটাকি কিছু। সেফানের কাছে-ও এ রকমই ফালতু ছোটখাট কিছু পাওয়া গেল।

অবশেষে টুবালের পিছনের পকেট থেকে উইলিয়ামস টেনে বের করে আনল একটা পিস্তলের মতো কালো জিনিস। সেটার হাতলটা মোটা, নলটা ছোট।

'এটা কি?'

টুবাল বলল, 'এটা একটা ঝালাই করার যন্ত্র। আমাদের স্পেসশিপের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গায়ে ধূমকেতুর আঘাতে তৈরি একটা ফুটো বন্ধ করার কাজে ব্যবহার করেছিলাম এটা। এখন আর এটা কোনো কাজে লাগাবে না, শক্তি প্রায় শেষ।'

উইলিয়ামসের চোখ দুটো যেন খুশিতে জ্বলে উঠল। বলল, 'এটা তুমি ভাবছ! তোমরা গ্যালাক্সি মানবরা তোমাদের নাকের চেয়ে বেশি সামনে কিছু দেখতে পাওনা নাকি? তোমরা পৃথিবীতে গিয়ে কিছু শিক্ষা নিয়ে আস না কেন? এতে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা পরিবর্তন হবে।'

উইলিয়ামস এবার দৌড়ে গেল পৃথিবীবাসী সঙ্গীদের দিকে। 'সুইনী,' চিৎকার করে বলল সে, 'তুমি ঐ লেজওয়ালা সর্দারকে বল যে, আর সামান্য অবাধ্য হলে আমি রেগে যাব আর ভয়ানক তুলকালাম সৃষ্টি করব। শক্তভাবে বুঝিয়ে দাও তাকে!'

কিন্তু, ঐ আদিবাসী সর্দার এই আদেশ শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করল না। সে তার লোকলস্কর নিয়ে তাড়া করে আসল। টুবাল গর্জন করে উঠল। বাঁধন খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করে বরং আরো ব্যথা পেতে লাগল সে। উইলিয়ামস তার হাতের ঝালাইয়ের যন্ত্রটা আদিবাসীদের একটা কুটির তাগ করে চালিয়ে দিল। উজ্জ্বল আগুনের ধারা ছুটে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল কুটিরটায়। তারপর আরেকটায়—এবং আরেকটায়—এবং চতুর্থটায়—এবং তারপর যন্ত্রটার পাওয়ার একদম শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু, এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। কোনো আদিবাসী-ই আর তখন দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল না। সবাই ভয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে, হাউ-মাউ করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছে। সবচেয়ে বেশি হাউ-মাউ করছে ঐ সর্দার।

'সর্দারকে বলে দাও,' বলল উইলিয়ামস, সুইনীকে, 'যে, এটা আমাদের রাগের একটা সামান্য চিহ্ন মাত্র!'

একটু পরে ঐ তিনজনের বাঁধন কাটতে কাটতে উইলিয়ামস টিটকারী করে তাদের বলল, 'এটা হচ্ছে সাধারণ বর্বর মস্তিষ্কের ব্যাপার।'

এর কিছু পরেই তারা সবাই নিরাপদে তাদের স্পেসশিপে চড়ে বসল। এতক্ষণ মনোবিদ্যার ছাত্র ফোরেস অপমান হজম করে চুপচাপ বসে ছিল। এবার সে বলল, পৃথিবীবাসীদের উদ্দেশ্যে, 'তোমরা সাব-হিউম্যানয়েড

www.BanglaBook.org

মনস্তত্ত্ব এত জানলে কিভাবে? গ্যালাক্সি-র কেউ-ই তো এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে এত বেশি জানতে পারে নি!'

হাসি মুখে উত্তর দিতে লাগল উইলিয়ামস, 'আমরা এমন একটা জগৎ থেকে এসেছি, যেখানে অধিকাংশ অধিবাসীরা, বলতে গেলে, এখনো অশিক্ষিত, বর্বর। কাজেই, এ ব্যাপারে আমাদের কিছু জানতে হয়।'

ফোরেস ধীরে ধীরে বলল, 'এই পুরো ঘটনাটা অন্তত একটা জিনিস আমাদের সবাইকে শিখিয়েছে।'

'কি সেটা?'

'কখনো একদল পাগলের সাথে ঝামেলা করতে যাওয়া ঠিক নয়। তারা হয়তো তোমার ধারণার চেয়ে-ও বেশি পাগল হতে পারে।' বলল ফোরেস।

অনুবাদ : শাহরীয়ার শরীফ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

হেলুশিনেশন

গ্রহটা এনার্জি প্ল্যানেট নামেই পরিচিত। এখানে একটি বেস স্টেশন বসিয়ে নিউট্রন নক্ষত্রের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য এনার্জি সংগ্রহ করা। স্যাম চেজ এর সবই জানে। ওর বিন্দু মাত্র আগ্রহ ছিল না এখানে আসার। কি ছাই এক প্রজেক্ট, কোথায় ওর প্রথম পছন্দ ছিল নিউরোফিজিওলজি নিয়ে পড়াশোনা করার। তা না, পনেরোতম জন্মদিনে ওর কিনা পা রাখতে হল এনার্জি প্ল্যানেটে। তবে এখানে এসে স্যাম একটি জিনিস দেখে মুগ্ধ হয়েছে। সেটা হল গ্রহটির প্রাকৃতিক পরিবেশ অসম্ভব সুন্দর। আলোর ঝর্ণা খেলা করছে। সে আলো সবুজে পড়ে যেন পান্না তৈরি করছে। স্যাম ডোম-এর মধ্য দিয়ে হাঁটছে আর এসব ভাবছে। ডোম হল গ্রহটিতে তৈরি করা অর্ধগোলাকার ছাদের স্টেশনটি, যার হাজার মিটার উঁচু মোটা কাচের ছাদ আর দেয়ালগুলোও কাঁচের। এবং দারুন প্রশস্ত।

'আচ্ছা এই গ্রহে কি একটা মাত্র ডোম?'

স্যাম, ডোনাল্ড জেনট্রিকে প্রশ্নটি করল। ডোনাল্ড জেনট্রি লম্বাটে এবং কিছুটা কুঁজো। মুখভর্তি দাঁড়ি আর ঘন চুল। ডোনাল্ডের চাহনি নিরীহ গোছের।

স্যামের উত্তরে, ডোনাল্ড বলল, 'হ্যাঁ এখনো এটাই একমাত্র, তবে পরে আরো করা হবে। আর এখানেই তোমার প্রাথমিক শিক্ষা হবে। তারপর মহাশূন্যেই কাটাতে হবে বাকি দিনগুলি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

স্যাম ভাবছে তিন বৎসর ও পৃথিবীতে যেতে পারবে না। বাবা-মা কে দেখতে পাবে না। ভাবতেই কেমন মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় কম্পিউটার যে কি ভেবে এই প্রজেক্টে পাঠাল ও ভেবেই পাচ্ছে না।

ডোনাল্ড স্যামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি জানি তোমার এখানে আসার ইচ্ছা ছিল না তাই না?'

স্যাম এই প্রশ্নে একটু অবাক হল। ও বলল, 'আপনি কি করে জানলেন?'

'আমি প্রজেক্টের সেকেন্ড ইনচার্জ। তুমি এখানে শিক্ষানবিশ হয়ে আসছ আর তোমার সম্পর্কে জানব না? আমি কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থেকে সব জেনেছি।'

'ও', স্যাম এটা বলে কেমন মনমরা হয়ে থাকল। ওরা হাঁটছিল করিডোর ধরে। ডোনাল্ড, তার ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল। ডোনাল্ড বলল, 'জান গত দু'বছর ধরে আমি এখানে। পৃথিবীর মানুষ কেমন আছে? ওদের খবর কি?'

'পৃথিবীর মানুষ ভালোই আছে, তবে তারা এই প্রজেক্টটি নিয়ে দ্বিধান্বিত। অনর্থক বুঝি এতগুলো টাকা খরচ হচ্ছে, কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না।'

ডোনাল্ড স্যামকে বলল, 'তুমিও কি তাই বিশ্বাস করো?'

স্যাম বলল, 'আসলে আমি মনে করি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তার প্রয়োগটি কিছুদিনের জন্য অনিশ্চিত হতেই পারে তাতে অস্থির হ'য়ার কিছু নেই।'

ডোনাল্ড বলল, 'ঠিক বলেছ। পৃথিবীর লোক আর কি বলে?'

স্যাম বলল, 'ওরা বলে কমান্ডার ছাড়া এই প্রজেক্ট সফল হবে না। কিন্তু কমান্ডার তো এখন অসুস্থ।' স্যাম না থেমে বলে চলল, 'আমি শুনেছি কমান্ডারের নাকি হেলুসিনেশনের ঘটনা ঘটেছে। এরপর থেকেই তিনি অসুস্থ। এটা কি ঠিক?'

স্যামের মনে হল ডোনাল্ড অনিচ্ছুক এই প্রশ্নের উত্তর দিতে, ডোনাল্ড বলল, 'এই হচ্ছে তোমার ঘর। এখন বিশ্রাম নাও, পরে কথা হবে।' কথা বলতে বলতে ওরা করিডোরের শেষ প্রান্তে চলে এসেছিল। ডোনাল্ড

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্যামকে ওর রুমমেট রবার্ট জিলেটের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেল। স্যাম দেখল, ছেলেটার চাহনি কেমন যেন কুৎকুতে। মাথায় ঘনচুল, চেহারাটা একটু রুক্ষ। স্যাম বুঝল এই চিড়িয়ার সাথে বন্ধুত্ব জমবে না। তবু চেষ্টা করতে দোষ কি!

'রবার্ট তুমি কি খুব পড়ালেখা করো?'

' তো এখানে কি বাঁদর নাচাতে এসেছি?'

রবার্টের কাছ থেকে এমনই কিছু একটা আশা করছিল স্যাম। তবে হাল ছাড়ল না।

'আচ্ছা এই প্ল্যানেটে কি বাঁদর দেখা যায়?'

নেট বলল, 'না তবে এক প্রকার কীট দেখা যায়। এরা কাউকে কামড়ায়না, হুলও ফুটায় না। এ গ্রহের প্রতিটি উদ্ভিদ আর প্রাণীই হার্মলেস।'

স্যাম বুঝল প্রশ্নটি রবার্টের পছন্দ হয়েছে বলে উত্তরে এতগুলো কথা বলল। সে আবারো প্রশ্ন করল, 'তুমি দৃষ্টিভ্রমের ব্যাপারে কিছু জান?'

'ওসব ভূত-প্রেতের মত প্রিমিটিভ ব্যাপার নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।' রবার্টের জবাব।

না এবার সত্যি সত্যি হাল ছেড়ে দিল স্যাম। এর সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টার থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টাগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়া দরকার। স্যাম ভাবল এখানে এসেছে যখন গ্রহটিকে একবার ঘুরে দেখে আসলে মন্দ হয় না। স্যাম বেরুচ্ছে তখন রবার্ট জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'এই তো আসছি', বলে স্যাম ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোর ধরে হাঁটতে শুরু করল। এক নাম্বার গেট সামনেই। একজন মোটা দারোয়ান সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্যাম কাছে যেতেই কেমন ঘোৎ ঘোৎ করে বলে উঠল, 'এখানে কি চাই?'

স্যাম বলল, 'আমি বাইরেটা একটু দেখতে চাচ্ছিলাম।'

' কেন?'

'এখানে আসলাম, নতুন জায়গা, একটু দেখব না?'

'আজই তো চলে যাচ্ছ না। আর তাছাড়া শিক্ষানবীশদের বাইরে যাওয়া ঠিক না।'

www.BanglaBook.org

স্যাম বলল, ' কেন ভূত আছে নাকি?'

দারোয়ান বলল, 'থাকতেও তো পারে।'

'থাকুক। আমি যাব। অল্পক্ষণের জন্য হলেও যাব।'

'তুমি দেখি নাছোড়বান্দা। যাও, তবে ঠিক তিন ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসবে নয়তো আজই বাক্স পেটরা বোগলদাবা করতে হবে।'

দারুণ বিরক্ত হয়ে দারোয়ান ডোমের গেটটি খুলে দিল। স্যাম মহানন্দে লাফিয়ে পড়ল। নেমে দারোয়ানটিকে একটি ধন্যবাদ দিয়ে সামনের দিকে এগুলো। চারিদিক সবুজ ঘাসে ভর্তি। হাঁটুর সমান বড় বড় ঘাস। যেদিকে তাকানো যায় সবুজ আর সবুজ। শুধু জনমানুষ্যি নেই। স্যামের এই সবুজাভ নিঃস্তব্ধতা ভালো লাগল। ও ভাবছে হেলুসিনেশনের কথা। এরকম বাইরে ঘুরতে বেরিয়েই কমান্ডারের হেলুসিনেশন হয়েছিল। তারপর থেকেই তিনি এক ধরনের ফোবিয়ায় ভুগছেন। কমান্ডার ছাড়া এই প্রজেক্টের সফলতা বলতে গেলে শূন্য। দৃষ্টিভ্রম বা হেলুসিনেশন নিয়ে স্যামের ভয় করছিল না তবে ওর দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে স্যাম একটি উঁচু ঢিবির উপর বসল। হাতে করে ছোট একটি ঝুড়ি এনেছে ও। ঝুড়ি থেকে স্যান্ডউইচটা বের করে খেতে লাগল স্যাম। বেশ পিকনিক পিকনিক মনে হচ্ছে। স্যাম দেখল এক প্রকার কীট ঘোরাঘুরি করছে। একটা এসে ওর বাঁ হাতে বসল। ও মনে মনে ভাবতে লাগল কি অপূর্ব। এখনো পর্যন্ত কীট-পতঙ্গ ছাড়া ও আর কিছু দেখেনি এখানে। এত সবুজ, এত ঘাস, ঘোড়া, গরু এসবও তো থাকতে পারত। স্যামও এদিক ওদিক দেখছে আর ভাবছে। হঠাৎ ও দেখল, অদূরেই একটা চিকন ধোঁয়া সর সর করে ঘাসের দঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। ধোঁয়াটা উপরে উঠল কিছুদূর তারপর মোটা হতে শুরু করল।

একি! স্যাম সত্যি সত্যি দেখছে তো। একটা গরু হচ্ছে, ধোঁয়া দিয়ে একটা গরু হচ্ছে। স্যাম এইমাত্রই ভাবছিল গরুর কথা। ও আগ্রহী হয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু গরুটার মুখের দিকটা কেমন যেন ঠিক হল না। যেই এমনি ভাবা, সাথে সাথে ধূম্রগরুটা নাই হয়ে একটি মানুষের রূপ নেয়া শুরু করল। ঠিক করে বললে একটি ছেলের মতো আকার নিচ্ছে। পাশে একটা ঝোলান ঝুড়ি। হ্যাঁ স্যামই তো। স্যামের মতো আকার নিচ্ছে। এটাই তাহলে হেলুসিনেশন। আরেকটি স্যাম দাঁড়িয়ে আছে

www.BanglaBook.org

স্যামের সামনে। অন্য স্যাম খুব সাবধানে কাছাকাছি থেকে ওকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ?'

অন্য স্যাম কিছুই বলল না, বোধ হয়তো মাথাটা একটু নাড়াল।

স্যাম আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কিছু বলতে চাইছ? স্যাম উত্তরের অপেক্ষা করতে থাকে। ওর মনের ভেতর যেন ও প্রত্যুত্তর পেল, হ্যাঁ। মানুষের প্রায় সময়ই এমন হয়, দু'টি সত্ত্বা মনের মধ্যে কথা বলে। কিন্তু স্যামের অনুভূতি অন্যদিনের থেকে আজ কিছুটা ভিন্ন। তাহলে কি কোনো ই-সিগন্যালের মাধ্যমে স্যামের মস্তিষ্কে উত্তর আসছে। ওই অন্য স্যামের কাছ থেকে? হতে পারে আবার নাও হতে পারে। কে জানে এটা হেলুসিনেশনেরই কোনো লক্ষণ হয়তো বা। স্যাম এবার আস্তে আস্তে লম্বা লম্বা ঘাসগুলোর উপর বসল। অন্য স্যামকেও বসার জন্য ইশারা করল। অন্য স্যাম বসল পা ভেঙে। তবে মাটি থেকে একটু উপর এবং ওর পা ভাঙাটা হল না। ওভাবে পা ভেঙে বসা সম্ভব না। স্যাম কথাটা বলল মনে মনে। তারপর ও অবাক হয়ে দেখল অন্য স্যাম পা ভাঙল ঠিক ঠিক করে। স্যাম এ সমস্ত ঘটনায় ভীষণ রোমাঞ্চ বোধ করল। ও এবার প্রশ্ন করল, 'তোমার সাথে কি আর কোনো মানুষের দেখা হয়েছে?'

এবার উত্তর আসল, 'আরেকজনের সাথে হয়েছিল তবে সে ভয় পেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো আচরণ করছিল।'

স্যাম বলল, 'তাহলে তুমি ব্যর্থ হয়েছিলে?'

উত্তর এল, 'চেষ্টা করেছিলাম যোগাযোগ করতে, কিন্তু ভয় পেলে কিভাবে করব?'

এটা তো ঠিকই। স্যাম ভাবল, এই মানুষটিই ছিল ওদের কমান্ডার।

কমান্ডার এ ঘটনার পর থেকেই বিছানা নিয়েছেন। স্যাম অন্য স্যামের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বলতে চেয়েছিলে?'

উত্তর এল, 'আমরা ভীত, তোমরা মানুষরা এখানকার পরিবেশ নষ্ট করে ফেলছ। তোমরা একটার পর একটা ডোম বানাবে। প্রকৃতির বিপর্যয় ঘটবে। আমরা আর এখানে থাকতে পারব না। আমরা ভীত।'

স্যাম ভাবল, আসলেই তো মানুষের কোনো অধিকার নেই এই নিরীহদের গ্রহছাড়া করার।

www.BanglaBook.org

স্যাম অন্য স্যামকে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে আমাকে বল, আমি কি করতে পারি তোমাদের জন্যে।'

উত্তর বলল, 'জানি না, তবে আমরা ভীত। আমরা কারো কোনো ক্ষতি করি না, তাহলে কেন আমাদের ক্ষতি করা হচ্ছে?'

স্যামের ভীষণ খারাপ লাগল। খারাপ লাগল এই ভেবে যে, ও-ও মানুষ!

স্যাম নীচের দিকে তাকাতেই ঘড়ির দিকে ওর চোখ গেল, সর্বনাশ! আর বুঝি ঢোকাই যাবে না। ও তাড়াতাড়ি ঝুড়ির ডালাটা লাগিয়ে নিল। তখন দেখল ধোঁয়াটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। দৌড় দিল স্যাম বেস স্টেশনের দিকে। নক করতেই দারোয়ান দরজা খুলে দিল। স্যাম সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে ছিল।

দারোয়ানটা চেঁচিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি, তিনঘন্টা কিন্তু হল বলে।' স্যাম হুমমুড় করে স্টেশনের ভিতরে ঢুকে পড়ল। তখনো তিনঘন্টা পুরো হতে দুই মিনিট বাকি। কিন্তু তাতে কি হবে, দারোয়ান তবুও তাকে সমস্যা উদ্রেকক বলল। এবং এটা বলেও সমাধান করে দিল কোনো বদ মতলব থাকলে সে যেন আর এই করিডোরে না আসে।

ইস্পাতের আসবাব সবখানে। শুধু টেবিলের উপরটা কাচ। অফিস কক্ষটি মোটামুটি বড়ই। ডোনাল্ড জেনট্রি টেবিলের ওপারে একটি সুদৃশ্য চেয়ারে বসে। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। চোখ-মুখে গ্লানির ছাপ নেই কেমন যেন একটা জ্বলজ্বলে ভাব। গম গম করে কথা বলে উঠল সেকেন্ড ইনচার্জ, 'তুমি বাইরে গিয়েছিলে কেন?'

স্যাম বলল, 'আমি এই হেলুসিনেশনের ব্যাখ্যা করতে পারব; আমি এখন বুঝতে পারছি কেন কেন্দ্রীয় কম্পিউটার আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।'

ডোনাল্ড জিজ্ঞেস করল, ' তোমারও কি তাহলে...'

'না হেলুসিনেশন নয়, এটা সত্যি। কমান্ডার যা দেখেছিল তা দৃষ্টিভ্রম ছিল না, সত্যিই ছিল।' স্যাম কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলল।

www.BanglaBook.org

ডোনাল্ড তার কণ্ঠস্বর আরো ঠাণ্ডা এবং জোড়াল করে বলল, 'দেখ, আমরা তোমাকে আমাদের স্টেশনের ক্যামেরা দিয়ে ফলো করেছি। তুমি একা একা কথা বলছিলে ওখানে, দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। আর তোমার কথাগুলোও ছিল অস্পষ্ট।'

স্যাম বলল, 'এটা হতে পারে সে ধোঁয়াটা এত ক্ষীণ ছিল যে তা ক্যামেরায় ধরা পড়েনি।'

' সেটা না হয় বুঝলাম কিন্তু তোমার পাগলের মতো বিড়বিড় করাটাকে কি বলবে?'

'আমার জোড়ে কথা বলার প্রয়োজনই পড়েনি। কারণ যোগাযোগটা আমার মনেই হচ্ছিল।'

ডোনাল্ড কিছু একটা পাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'কি বললে? তোমার মনে?

'হ্যাঁ।'

'ওটাই তো হেলুসিনেশন। আমি দুঃখিত স্যাম। তুমি এক্ষুণি তোমার ব্যাগ গোছাও। আমি বুঝছি না। তুমি তো এখানে আসতেই চাওনি। তো চলে যেতে সমস্যা কোথায়?'

স্যাম ধরে আসা গলায় বলল, 'আসতে চাইনি তবে এখন যেতে ইচ্ছে করছে না।

ডোনাল্ড বলল, 'কারণ তুমি নিউরোফিজিওলোজির গন্ধ পেয়েছ এখানে তাই না?'

স্যাম বলল, 'শুধু তাই না আমার মনে হচ্ছে এই হেলুসিনেশন সমস্যার একটা সমাধানও পেয়েছি।'

ডোনাল্ডের কণ্ঠে এবার কিছুটা চড়া স্বর চাপল। 'তুমি এখন যদি না যাও তাহলে তোমার রেকর্ডগুলোতে কালো দাগ দিয়ে দেয়া হবে তাতে করে পৃথিবীতে ফিরেও আর কিছু করতে পারবে না।'

' তোমার নিউরোফিজিওলজির বারোটা বাজবে।'

স্যাম দমল না বরং উল্টো একটা শেষ সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করল।

স্যাম বলল, 'কিন্তু আমাকে একটা সুযোগ দেয়া হোক। আমি হয়তো কমান্ডারকে সুস্থ করে তুলতে পারব। আর আপনি তো জানেনই কমান্ডার ছাড়া এ প্রজেক্ট মৃত। অন্তত একটা সুযোগ...'

www.BanglaBook.org

ডোনাল্ড বলল, 'এটা কোনো ছোট ব্যাপার নয় স্যাম। তিন ঘন্টার বেশি বাইরে থেকে তুমি নিয়ম ভেঙেছ তার ওপর হেলুসিনেশনের শিকার। প্রথমত তোমার শাস্তি হ'য়া দরকার এবং দ্বিতীয়ত তোমার মানসিক চিকিৎসা দরকার। তুমি এখনই সবকিছু গুছিয়ে নাও।'

স্যাম কিছুতেই যেন হাল ছাড়বে না। ও বলল, 'ঠিক আছে আমি চলে যাব। কিন্তু যাবার আগে শুধু একবার কমান্ডারের সাথে দেখা করতে চাই।'

ডোনাল্ড কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক আছে আগে ব্যাগ গুছিয়ে আনো তারপর কমান্ডারের সাথে দেখা হবে। তবে সেখানে তুমি পাঁচমিনিটের বেশি পাবে না। মনে রেখ।'

স্যাম ওর রুমে চলে গেল, ব্যাগ গুছিয়ে আনার জন্যে।

মাঝারি গড়ন, মুখের গড়নটা শুকনো। চোখ দুটো নীল আর কেমন যেন ক্লান্তির ছাপ। খুব শান্ত আর ধীর তার কথা বলার ভঙ্গি।

স্যাম এই মুহূর্তে কমান্ডারের সামনে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে ডোনাল্ড জেনট্রি।

' তো তুমি-ই হেলুসিনেশনের শিকার?' কমান্ডার স্যামকে প্রশ্ন করল।

স্যাম বলল, 'কমান্ডার আমার হেলুসিনেশন হয়নি, সত্যিকারের ধোঁয়াই দেখেছি।'

কমান্ডার বলল, 'তোমার কি মানসিক কোনো সমস্যা ছিল?

'না, আপনি চাইলে কেন্দ্রীয় কম্পিউটারে এ ব্যাপারে ব্যাপক খোঁজ নিতে পারেন। সেরকম কোনো রকর্ড আমার ডাটা বেসে নেই।'

'তাহলে তুমি কি বলতে চাইছ, বুদ্ধিমান কোনো জীব এ গ্রহে আছে?'

'ঠিক তাই। এখানে বুদ্ধিমান জীব বা প্রাণী আছে এবং সেগুলো হল ষড়ভূজাকৃতির কীট।'

কমান্ডার একটু অবাক হয়ে বলল, 'তুমি বলছ ঐ পোকাগুলো বুদ্ধিমান?'

পাশে দাঁড়ানো ডোনাল্ড ফিক ফিক করে হাসছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেসব দিকে পাত্তা না দিয়ে স্যাম বলে চলল, 'আসলে ওরা একা বুদ্ধিমান নয়। কিছুটা জিগসো কার্ডের মতো একসাথে হয়ে ওরা যে কোনো কিছু করতে পারে এবং এটা ওরা পারে ওদের নার্ভাস সিস্টেমগুলোকে এক করে ফেলে। অনেকগুলো মিলে কীটগুলো বুদ্ধিমান হয়ে উঠে।

এবার কমান্ডারের চোখ গোল গোল হয়ে গেল। কমান্ডার মনে মনে ভাবছে এই ছেলেটা বলে কি!

কমান্ডার এবার জোরে জোরেই বলল, 'হুম দারুণ বানিয়েছ। পাগল ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে না।' এবার অধৈর্য হয়ে বলল, 'প্রমাণ চান তো দিতে পারি।'

কমান্ডার আর ডোনাল্ড পরস্পরের দিকে তাকালো। 'ঠিক আছে। প্রুফ করো।' কমান্ডার বলল।

স্যাম ওর ব্যাগটা পিঠ থেকে নামিয়ে ছোট্ট ঝুড়িটা বার করল। তারপর ঢাকনাটা খুলল। একটা চিকন ধোঁয়া ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে চিকন চিবুকের এক শুকনো সুখের আকার নিল। অবিকল কমান্ডারের চেহারা!

কমান্ডার একটু তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'আমি যা দেখছি সবাই কি তাই দেখছে? বলল, এই রুমের আমরা সবাই একই জিনিস দেখছি।'

ডোনাল্ডের চোয়াল ঝুলে পড়ল, খুব কষ্ট করে ও বলল, 'গণ হেলুসিনেশন।'

স্যাম বলল, 'না, এটাই বাস্তব। কীটগুলো মিলে এই ধরনের অদ্ভুত কাজটা করে। তবে যোগাযোগটা ওরা সরাসরি মস্তিষ্কের ই-সিগন্যালের মাধ্যমেই করে থাকে।

এবার ধোঁয়াটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা কি কমান্ডারের ভুল ধারণাটি ভেঙে দিতে পার? আমার মনে হয় এটাই ভালো সুযোগ কমান্ডারের সাথে কথা বলার।' স্যাম এই বলে থামল। তারপর কয়েক মুহূর্ত পিনপতন নীরবতা। এতক্ষণে পাঁচ মিনিটের বেশি পার হয়ে গিয়েছে। কমান্ডার ধীরে ধীরে ডোনাল্ড আর স্যামের দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক যেন আরেকটি সত্ত্বা আমার মনের মধ্যে কথা বলল। আমি এখন দারুণ সুস্থ বোধ করছি। মনে হচ্ছে এতদিন দারুণ ঠাণ্ডায় ছিলাম, এখন

www.BanglaBook.org

কিছুটা উষ্ণ বোধ হচ্ছে।' স্যাম বলল, 'আসলে ওর আগে কমান্ডার ওদেরকে হেলুসিনেশন ভেবে ভুল করাতে ওরাও আর যোগাযোগটা করে উঠতে পারেনি।'

এরপর স্যাম যা করল তা দেখে বাকি দু'জনের চক্ষু চড়কগাছ। স্যাম ধোঁয়ার ভেতর হাত ঢুকিয়ে আবার বার করে এনে, হাতের তালুটি মেলে ধরল। সেখানে পাঁচ-ছয়টি কীট হাঁটাহাঁটি করছে। স্যামের মুখে এবার একটা চিকন হাসি খেলে গেল। বিজয়ের হাসি। কীটগুলোকে আবার ধোঁয়ায় ফিরিয়ে দিয়ে কমান্ডারকে ও বলল, 'এবার নিশ্চয় আমার কথা বিশ্বাস করবেন।'

কমান্ডার বলল, 'তুমি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছ। তুমি দারুণ একটা কাজ করলে স্যাম।'

কমান্ডারের কথায় সারা ঘর গম গম করে উঠল। একটা আটকে থাকা বাতাস যেন বেরিয়ে গেল হু হু করে। ডোনাল্ড বলল, 'সত্যিই। স্যাম সবসময় ওর মনকে ভয়শূন্য রেখেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা ও কখনো ওর মনের দরজা বন্ধ করে রাখেনি। শুনেছি বিশ্বাস দিয়ে পাথরে ফুল ফোটানো যায়। স্যামের পজিটিভ ফেইল সেটাই করে দেখাল।

স্যাম বলল, 'কিন্তু এদের গ্রহটি কি আবার এরা ফিরে পাবে?'

কমান্ডার বলল, 'অবশ্যই পাবে। আমরা আর এখানে ডোম বানাবো না। আমরা অন্য ব্যবস্থা করব।'

ডোনাল্ড একটু কৌতুক করে বলল, 'এখন কিন্তু আমাদের দুটো কাজ, এনার্জি সংগ্রহ এবং নিউরোফিজিওলজি।' সবাই প্রাণ খুলে হেসে উঠল। কে জানে কীটগুলোও হাসতে জানে কি-না!

অনুবাদ : বিধান রিবেরু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG